হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের মুখপত্র-

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

"হক্বের দা'ওয়াত" অর্থ : আল্লাহর দা'ওয়াত, সত্যের দা'ওয়াত।

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

অর্থ : হক্ব (সত্য) এসেছে, বাত্বিল (মিথ্যা) বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় বাত্বিল বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।
(সূরা বনি ইসরাঈল: ৮১ নং আয়াত শরীফ)

১ম বর্ষ- ৪র্থ সংখ্যা
মে- ২০২৬ ঈসায়ী
যিলহজ্ব ১৪৪৭ হিজরী
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক :
মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক :
মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম তারেক সিদ্দীকী
নির্বাহী সম্পাদক :
মুহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান সিদ্দীকী
অনলাইন সম্পাদক :
মুহাম্মাদ অলিউল হাসনাত সিফাত সিদ্দীকী
ওয়েব ও কম্পোজ :
মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী
বিজ্ঞাপন ব্যবস্থাপক :
মুহাম্মাদ মাহফুজার রহমান
সার্কুলেশন ও প্রচার :
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্ আস সাকিবুল্লাহ্ সিদ্দীকী

সার্বিক যোগাযোগ:
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (একমাত্র নিজস্ব নাম্বার)
অফিস : ০১৩২৮-৩১০৩০০
ওয়েব সাইট : **www.hoquerdawat.com**
ইমেইল : hoquerdawat@gmail.com

প্রধান কার্যালয় :
হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর।

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র।

প্রকাশনায় : **MMD.AP** (**MMD.** আশরাফ প্রকাশনী) প্রিন্ট : রাজ-রিয়া বাইন্ডিং হাউজ, প্রেসপট্টি বাদুরতলা, বগুড়া।

সূচিপত্র :

❖ .প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া............৪
❖ সম্পাদকের বাণী..৫
❖ পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ........৬
❖ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (২য় পর্ব)...৮
❖ যিলহজ্জ মাসের ফজিলত....................................১০
❖ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত................১০
❖ যিলহজ্জ মাসের আমল.......................................১৩
❖ একজন লম্পট যুবকের জান্নাতী হওয়ার ঘটনা...........১৩
❖ শবে তারোবীয়ার ফজিলত.................................১৫
❖ চল্লিশ শবানার ফজিলত.....................................১৫
❖ আরাফা দিবস..১৫
❖ শবে আরাফার ফজিলত.....................................১৬
❖ দশ হাজার দিনের নামায রোযার চেয়ে উত্তম ইবাদতের দিন ইয়াওমে আরাফা...১৬
❖ আরাফার দিনের আমল.......................................১৭
❖ যিলহজ্জ মাসে নামাজের ফজিলত..........................১৭
❖ হজ্জের ফজিলত...১৮
❖ হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনার পরীক্ষা.........২০
❖ কুরবানীর দিনের ফজিলত...................................২০
❖ যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পূর্বের আমল..................২১
❖ শবে নাহরের ফজিলত.......................................২২
❖ ১৪ই যিলহজ্জ চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হওয়ার ঐতিহাসিক দিবস.......২৪
❖ যিলহজ্জ মাসের বিশেষ দিবস সমূহ...........................২৫
❖ (নফল নামায পর্ব) রবিবার রাতের নামায................২৬
❖ রবিবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত.......................২৬

ফতওয়া বিভাগ

❖ নবীজি পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে কুরবানী করা সুন্নত..২৭

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

❖ কোন সমস্ত মানুষের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব.......৩০
❖ কুরবানী করার সুন্নতী পদ্ধতি কি...........................৩০
❖ কুরবানীর দিন হাঁস-মুরগী যবেহ করা যাবে কি'না.......৩১
❖ যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তারা কিভাবে কুরবানী না করেও কুরবানীর ছওয়াব পাবে........................৩১
❖ কুরবানীর গোশত বন্টনের নিয়ম কি.......................৩২
❖ অবিবাহিত ইমামের পিছনে নামাজ পড়া যাবে কি'না....৩২
❖ পাগড়ি, রুমাল পরিধান করা অবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে কি'না..৩৩
❖ কুরবানীর পশুর বয়স কম করে কত হতে হবে..........৩৩

❖ ঘটনা পর্ব

❖ মা-বাবার দোয়া'র বরকতে কোটিপতি (২য় পর্ব)........৩৩
❖ সর্বপ্রথম হাবিল-কাবিলের কুরবানীর ইতিহাস............৩৫
❖ ভাগে কুরবানীর বিধি-বিধান.................................৩৬

কাসিদা ও কবিতা..................................৩৭

কলাম ও মতামত বিভাগ

❖ **কে উত্তম**..৩৮
❖ **নবী-রসূল ﷺ ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৩য় পর্ব)........৩৮**
❖ **নফস নিয়ে দুটি কথা**....................................৪১
❖ **হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ পাক উনার নির্দেশ (২য় পর্ব)**.............৪২
❖ **অস্থির দুনিয়া বনাম আল্লাহর সন্তুষ্টির হাতছানি**......৪৩
❖ **বর্তমান বিশ্বের অদৃশ্য জাল: দাজ্জালি নজরদারি ও আমাদের নিরাপত্তা**..................................৪৩

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি ﷺ উনার সুন্নাত

❖ **প্রশ্রাব-পায়খানার সুন্নত সমূহ**.........................৪৫

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ কিভাবে ১০ হাজার রাকাত তাহাজ্জুদের সওয়াব হয়.....৪৬
❖ কোন আমলে মসজিদে ১০ বছর ই'তেকাফের সওয়াব হয়...৪৬
❖ কিভাবে ২৮০ কোটি সওয়াব লাভ করা যায়.............৪৬
❖ যে আমলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সারা দিন গুনাহ মাফের দু'আ করে...৪৬

মাসআলা মাসায়েল ও নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ....৪৭

❖ **দরুদে তুনাজ্জিনা এর ফজিলত**.......................৪৭
❖ **দরুদে তুনাজ্জিনা**..৪৭
❖ **স্বাস্থ্যকথা**..৪৮
❖ **মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অমীয় বাণী**......................৪৯
❖ **সম্পাদকীয় :** জ্বালানি সংকট ও লোডশেডিং: জোড়াতালির অবসান চাই.............................৫০
❖ **হক্ব তালাশীদের জন্য**...............................৫১
❖ শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ.............৫৩
❖ মে-২০২৬ এর সাহ্‌রী-ইফতারের সময়সূচী.........৫৬ পৃষ্টার পর

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় :

অসংখ্য ইসলামী কিতাব লেখক ও গবেষক-অলীয়ে কামিল-মুকাম্মিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছির, হক্ব-সিলসিলা ফুরফুরা শরীফ হতে সকল ত্বরীকায় খেলাফতপ্রাপ্ত,

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)
সম্মানিত সভাপতি, বগুড়া জেলা সহ উত্তরবঙ্গ সকল জেলা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, বাংলাদেশ ও গ্র্যান্ড মুফতী, সুন্নতী মুফতী বোর্ড, বাইআত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক সুন্নতী খেলাফত কায়েম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

নবী ﷺ সাহাবী رضي الله عنهم ও অলীদের মত পথ প্রচার প্রসার কমিটি, ফিৎনা প্রতিরোধ কমিটি, হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি ইসলামের ছদ্মবেশে দুশমনি আক্বিদা পোষণ ও প্রচারকারী মুরতাদদের প্রতিরোধ কমিটি, বাংলাদেশ এবং ফুরফুরা শরীফসহ সকল হক্বানী অলীদের দরবার ও প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক, হক্কের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ সুন্নতী জামে মসজিদ, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী মোড়, বারোপুর, বগুড়া শহর এবং হক্কের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া সুন্নীয়া নিজামিয়া হাফেজীয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা এবং সুন্নতী জামে মসজিদ, তারাকুল, জয়পুরহাট সহ সারা দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত দরবার ও মাদ্রাসা।

মোবাইল : ০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/ নগদ/ রকেট)

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত কিতাব সংগ্রহের জন্য দরবারে যোগাযোগ করুন-০১৩২৮-৩১০৩০০

কুরআন-সুন্নাহর দলিলভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং প্রতি জুমআ'র বয়ান ও মাহফিল লাইভ শুনতে নিচের ইউটিউব চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করুন-

Youtube : Zongi Sontrash Birodhi Waz D. Ashraf Siddique,
D. Ashraf Siddique Waz Collection,
Sunni Waz Bogura or d.ashraf siddique online radio

সহজেই চ্যানেলগুলো পেতে **QR Code** স্ক্যান করুন:

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষকের বাণী ও দোয়া :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাক উনার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমানের নেয়ামতে ধন্য করেছেন এবং হক্বের পথে চলার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সাইয়্যিদুল মুরসালীন, ইমামুল মুরসালীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার উপর। যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক কুল কায়িনাতের কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

বর্তমান যুগ ফিতনা, বিভ্রান্তি ও অপসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ। সত্য ও মিথ্যার সীমারেখা আজ অনেকের কাছেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ্ পাক উনার হাবীব নবীজি পাক ﷺ ও সাহাবীগণ رضي الله عنهم উনাদের রেখে যাওয়া ইসলাম ভুলে দলীয় স্বার্থে, অর্থের স্বার্থে ইসলামকে বিকৃত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। এই সংকটময় সময়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের সামনে হক্বের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া সময়ের একান্ত প্রয়োজন।

এই উপলব্ধি থেকেই আমরা মাসিক ইসলামি পত্রিকা **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ পত্রিকার লক্ষ্য কোনো ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর প্রচার নয়; বরং একমাত্র উদ্দেশ্য হলো- হক্বকে হক্ব হিসেবে তুলে ধরা, বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করা এবং পাঠককে আল্লাহ্ পাক ও উনার হাবীব হায়াতুন্নবী, আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লহ ﷺ উনার পথে আহ্বান জানানো।

এই পত্রিকায় আক্বিদা, ইবাদত, আখলাক, সমাজ সংস্কার, সমসাময়িক দ্বীনি প্রশ্ন ও যুবসমাজের দিকনির্দেশনা নিয়ে বিশুদ্ধ ও দলীলভিত্তিক লেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হবে ইনশা-আল্লাহ্ ।

আল্লাহ্ পাক ও রসূল পাক (ﷺ) দয়া করে **"মাসিক হক্বের দা'ওয়াত"** সংকলনের কাজে কবুল করেছেন- আলহামদুলিল্লাহ্। আমি মহান আল্লাহ্ পাক উনার দরবারে দোয়া করি তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে হক্বের দাওয়াতের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইখলাস ও দৃঢ়তা দান করেন। পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে বিনীত অনুরোধ আপনারা দোয়া ও গঠনমূলক পরামর্শের মাধ্যমে আমাদের পাশে থাকবেন ইনশা-আল্লাহ্ ।

সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা বিরোধী মুর্শিদ-

মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী

বিসিএস (এ.সি.), ট্রিপল টাইটেল, বি.এ. অনার্স (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড), এম.এ. (ফোর্থ ষ্ট্যান্ড)

প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

সম্পাদকের বাণী :

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি মানবজাতিকে হিদায়েতের আলো দান করেছেন এবং পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, খতামুন নাবিয়্যীন, হাবীবুল্লাহ্ হুজুর পাক ﷺ উনার প্রতি; উনার পবিত্র আহলে বাইত, সাহাবায়ে কিরাম (رضي الله عنهم), তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল হক্বপন্থী অলী-আওলিয়া ও মু'মিন-মু'মিনাত পৃথিবীতে এসেছেন তাদের প্রতি।

"মাসিক হক্বের দাওয়াত" একটি দা'ওয়াতী, চিন্তামূলক ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদ ও জ্ঞানভিত্তিক পত্রিকা। এর সম্মানিত প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা মহান আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত সেই প্রকৃত ইসলাম, "যা নবীজি পাক ﷺ উনার সাহাবীগণ (رضي الله عنهم) এবং যুগে যুগে আগত হক্বানী অলী আউলিয়াগণ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস সম্মতভাবে অনুসরণ করে এসেছেন" সেই প্রকৃত ইসলাম মানবজাতির নিকট পৌঁছে দেওয়ার মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

বর্তমান যুগ প্রযুক্তিনির্ভর, তথ্যবহুল কিন্তু দুঃখজনকভাবে বিভ্রান্তি ও অপপ্রচারে পরিপূর্ণ। সত্যের নামে অসত্য, দ্বীনের নামে বিদআত, নবীজি পাক ﷺ উনার দুশমনি, আহলে বাইত ও সাহাবী رضي الله عنهم গণ উনাদের দুশমনি, হক্বানী অলী-আউলিয়াদের দুশমনী, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও মনগড়া ব্যাখ্যা সমাজে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এমন বাস্তবতায় হক্বকে স্পষ্ট করা এবং বাত্বিল থেকে মানুষকে সতর্ক করার সময়ের এক অনিবার্য দাবি। এর জন্য তিনি নিয়মিত অকাট্য দলীল সাপেক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত কিতাব লেখে যাচ্ছেন।

এরই ধারাবাহিকতা ও প্রয়োজনীয়তা থেকেই আধুনিক প্রযুক্তি ও এআই নির্ভর বাস্তবতাকে কাজে লাগিয়ে একটি উন্নত, দায়িত্বশীল ও বিশ্বাসযোগ্য ইসলামী সংবাদমাধ্যম হিসেবে **"মাসিক হক্বের দাওয়াত"** আত্মপ্রকাশ করছে। এটি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রচারপত্র নয়; বরং পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক বিশুদ্ধ ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

এই পত্রিকায়- আত্মশুদ্ধি ও তাওবার আহ্বান,আক্বীদা ও আমলের শুদ্ধতা, নবীজি পাক ﷺ এবং আহলে বাইত ও সাহাবাগণ رضي الله عنهم উনাদের নিয়ে দুশমনির বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, হক্বানী অলী আউলিয়াদের নিয়ে দুশমনি ও মিথ্যা আপবাদের বিরুদ্ধে দলীলভিত্তিক প্রতিবাদ, বিদআত ও বিভ্রান্তির বাস্তব চিত্র, সমসাময়িক ফিতনা ও দ্বীনি প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, মুরীদ ও পাঠকদের বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও প্রশ্নের দলীলভিত্তিক উত্তর, যুবসমাজ ও পরিবারের নৈতিক দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। ইনশা-আল্লাহ্ ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, হক্ব কখনো সংখ্যার মুখাপেক্ষী নয়; বরং ইখলাস ও আল্লাহ্ পাক উনার সাহায্যই তার শক্তি। মহান আল্লাহ্ পাক উনার দয়া এবং নবীজি পাক ﷺ উনার অসীলায় ও যামানার মুজাদ্দিদ- যুগশ্রেষ্ঠ অলী মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী মুদ্দাজিল্লুহুল আলী হুজুর ক্বিবলা উনার বরকতময় দোয়ার অসীলায় আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, একে হক্বের দা'ওয়াতের কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন- আমীন।

পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট আমাদের বিনীত আবেদন আপনাদের দোয়া, পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এই দা'ওয়াতী অভিযানে শরীক হবেন। পত্রিকাটি সংকলন ও মুদ্রণে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত কোনো ভুল বা অসঙ্গতি (টাইপিং মিসটেক) থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমতাবস্থায়, কোনো বিজ্ঞ পাঠকের দৃষ্টিতে এমন কিছু ধরা পড়লে দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা তা অবশ্যই সংশোধন করে নিবো, ইনশা-আল্লাহ্।

বিনীত
মুহাম্মাদ তারিকুল ইসলাম
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাসিক হক্বের দা'ওয়াত

পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ

(১ম খন্ড থেকে সংগৃহীত)

১ম পারা

পূর্ণাঙ্গ আয়াত শরীফ

আরবি: اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَاِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ (٤)

বাংলা উচ্চারণ: ৪। ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্তাঈ'-ন।

বাংলা অর্থ: ৪। আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি; আর কেবল আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।

English Transliteration (ইংরেজী উচ্চারণ:) : 4. Iyyaaka na'budu wa lyyaaka nastai'in.

Translate Of English (ইংরেজী অনুবাদ)**:** 4. Thee alone do we worship and Thee alone do we implore for help.

শাব্দিক অর্থ: (আরবি+বাংলা উচ্চারণ+বাংলা অর্থ)

(٤)	نَسۡتَعِيۡنُ ؕ	وَاِيَّاكَ	نَعۡبُدُ	اِيَّاكَ
(০৪)	নাসতাঈ'-ন	ওয়া ইয়্যা-কা	না'বুদু	ইয়্যা-কা
(০৪)	আমরা সাহায্য চাই	আর কেবল আপনারই	আমরা ইবাদত করি;	কেবল আপনারই

اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ (٥)

৫। ইহ্দিনাছ্ ছিরো-ত্বোল্ মুস্তাক্বী-ম্।

৫। আপনি আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

5. Ihdinas-Sirootol-Mustaqiim.

5. Guide us in the right path.

(٥)	الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ	الصِّرَاطَ	اِهۡدِنَا
(০৫)	আল্ মুস্তাক্বী-ম্	আছ্ ছিরো-ত্বো	ইহ্দিনা-
(০৫)	সরল-সঠিক	পথ	আমাদেরকে প্রদর্শন করুন

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ (٦)

৬। ছিরো-ত্বোল্লাযীনা আন্ আ'ম্তা আ'লাইহিম্।

৬। তাদের পথ যাদের ওপর আপনি নিয়ামত দান করেছেন।

6. Sirootol-lajiina an a'mta a'laihim.

6. The path of those upon whom You have bestowed favor.

(٦)	عَلَيْهِمْ	اَنْعَمْتَ	الَّذِيْنَ	صِرَاطَ
(০৬)	আ'লাইহিম্	আন্ আ'ম্তা	আল্লাযী-না	ছিরো-ত্বো
(০৬)	যাদের ওপর	আপনি নিয়ামত দিয়েছেন	তাদের	পথ

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ اٰمِيْنَ (٧) ﴿ع١﴾

৭। গইরিল্ মাগ্দ্বূবি আ'লাইহিম্ ওয়ালাদ্ দ্ব-ল্লী-ন্ । (আ-মীন)

৭। তাদের পথে নয়, যাদের ওপর গযব পড়েছে; এবং (ইহুদী) তাদের (নাসারাদের) পথও নয়, যারা পথভ্রষ্ট। (ও আমার আল্লাহ্ পাক কবুল করুন) (রুকু-০১)

7. goyril-magduubi a'laihim wa lad-dooolliin. (Amiin)

7. not of those who have evoked (Ehudi) anger or of those (Nasara) who are astray. (O Allah accepted please) (Section-01)

وَلَا	عَلَيْهِمْ	الْمَغْضُوْبِ	غَيْرِ
ওয়ালা	আ'লাইহিম	আল্ মাগ্দ্বূবি	গইরি
এবং নয় (তাদের পথ)	যাদের ওপর	গযবে পড়েছে (ইয়াহুদি)	নয় তাদের (পথ)

(٧)	اٰمِيْنَ	الضَّآلِّيْنَ
(০৭)	আ-মী-ন	আদ্দ-দ্বল্লী-ন
(০৭)	ও আমাদের আল্লাহ্ পাক কবুল করুন।	যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে (নাসারা)

(অসমাপ্ত পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন)

একইসাথে আরবি আয়াতের সাথে বাংলা উচ্চারণ, বাংলা অনুবাদ, ইংরেজি উচ্চারণ, ইংরেজী অনুবাদ আবার প্রতিটি শব্দের বাংলা উচ্চারণ ও অর্থসহ পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফ আগে কোথাও প্রকাশ হয়নি যা হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ **MMD**. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী হুজুর ক্বিবলা প্রকাশ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন। সরাসরি দরবার শরীফে এসে সংগ্রহ করতে পারেন অথবা কুরিয়ারে নিতে পারেন।
সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন-০১৭৭৮-০৮০৯৪৫, ০১৭৪৪-৮৯০৫৯৩ (হোয়াটসঅ্যাপ)

◈ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (২য় পর্ব) ◈

✒ মুহাম্মাদ মামুনূর রশীদ সিদ্দীকী

০৫ই রমাদ্বনুল মুবারক, ১৪৪৭ হিজরী, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ঈসায়ী, সোমবার রাতে তারাবীহ্ নামাজের পর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বিশেষ নছীহত মুবারক পেশ করলেন। এ সময় দরবার ও মাদ্রাসার সকল শিক্ষক, হাফেজ, খাদেম সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমার প্রাণের আব্বা সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলাজান বললেন, আমরা কয়েকদিনের মুসাফির হিসেবে এসেছি। কয়দিন আগে আমাদের বাবারা ছিল, তারা গেছে, এখন আমরা আছি। আমরাও যাবো, আমাদের সন্তানেরা থাকবে। সন্তানেরা যাবে, নাতি আসবে। এটা আমাদের মুসাফিরখানা। "এ দুনিয়া সব মুসাফির হ্যায়, কবর আসল ঠিকানা, কুই আগে রওয়ানা হ্যায় কুই পিছে রওয়ানা।" এ মুসাফিরখানায় এসে আমরা কেন বিভিন্নমুখী হবো? আমি বলছি যে, আমরা কিন্তু কয়েকদিনের মুসাফিরখানায় এসেছি। যেকোনো সময় আমরা বিদায় হবো। কারো কোনো গ্যারান্টি নেই। নাকি গ্যারান্টি আছে? যেকোনো সময় ডাক পড়বে আমাদের। কখন কাকে ডাক দিবেন আল্লাহ পাকের ইচ্ছা। আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন,

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا

সূরা মুলকের ২ নং আয়াত শরীফে খলাক্বল মাউতা আগে আসলো কেন? সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা হাফেজদেরকে প্রশ্ন করলেন, হাফেজ সাহেবরা বলেনতো, হায়াত আগে নাকি মউত আগে? হাফেজ সাহেবরা উত্তর দিলেন, মউত আগে। হ্যাঁ, মউত আগে। তাহলে আল্লাহ্ পাক আগে মৃত্যু দিলেন কেন? প্রথমে মৃত্যুর উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে হায়াত দিয়ে পাঠাচ্ছি, আগেই আমি ভিসা দিলাম হায়াতের, কিন্তু মউতের টিকিট দিয়ে পাঠাচ্ছি। কি বুঝা গেছে? কিসের টিকিট? মউতের টিকিট। হজ্জে যখন যাবেন তখন যাওয়ার সময় দেখবেন, আগে ভিসা আসবে, ভিসার সাথে একবারে রিটার্ন টিকিট। রিটার্ন টিকিট ছাড়া যেতেই দিবে না। এই রিটার্ন টিকিট নিয়ে ওখানে টিকিট কনফার্ম হবে যে এতদিন পর আমি আসছি। আল্লাহ পাকও ঠিক সেটাই করেছেন। আল্লাহ পাক দুনিয়াতে হায়াত দিয়ে পাঠিয়েছেন সাথে মৃত্যুর টিকিটও দিয়েছেন। এটা অ্যাডভান্স। মরতে হবে এই চিন্তা নিয়ে দুনিয়াতে থাকতে হবে। এই জন্য মরণের ভয় রেখে আল্লাহ্ পাক ও নবীজি পাক ﷺ উনার সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে আপনারা সবাই কাজ করবেন।

এরপর **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা** বললেন, একটি কথা আপনাদের সবার মনে রাখতে হবে, আমিও যদি কোনো অন্যায় আদেশ দিই, আমার কাছে ওটা জিজ্ঞাসা না করে মানবেন না। আপনার বিবেক ব্রেইন বলতেছে হুজুর ক্বিবলা এটা অন্যায় আদেশ দিচ্ছে, এটা আমার সাথে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবেন এর ব্যাখ্যা। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ব্যাখ্যা দিতে না পারবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্যায় আদেশ মানা যাবে না। মুর্শিদ যদি ব্যাখ্যা দেয় যে- হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা, এটা এই কারণে করা হচ্ছে বা এইদিকে ১০০টা ফরজ ঠিক রাখার জন্য এটা করতে বলা হচ্ছে (কথার কথা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে দিল), এই ব্যাখ্যা যতক্ষণ না পেয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুর্শিদ ক্বিবলার পক্ষ থেকে অন্যায় আদেশও মানা যাবে না। এটা মনে থাকবে? তা না হলে কিন্তু হক্বের উপরে টিকে থাকতে পারবেন না। কি বুঝা গেল? কিন্তু হুজুর বললো আর তাৎক্ষণিক আমি কাজ করবো অন্যায়টা, এটা কিন্তু কারো জন্য উচিত হবে না। এটা আমাকে দিয়ে বললাম। আমার কথা কি বুঝা গেছে? মুর্শিদ যা আদেশ করেন তা মানা মুরিদের জন্য ফরজ। তবে যখন-তখন মুর্শিদ ক্বিবলা শরীয়ত বিরোধী কোনো অন্যায় কাজে ব্যবহার করবে তাহলেতো মুর্শিদ থাকবে না, সে শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হবে। তাই মুর্শিদ ক্বিবলা দিয়ে বোঝানো হয়েছে, সবাই খেয়াল করবেন- মুর্শিদ ক্বিবলার জায়গায় যে কেউ এরকম অন্যায় আদেশ করবে, মুর্শিদ ক্বিবলার অপিনিয়ন (Opinion) ছাড়া সেটা মানা যাবে না। মুর্শিদ ক্বিবলার কথা হলো জান চলে যাবে কিন্তু হক্ব ছাড়বো না। দুনিয়ার সব তো ফেলেই দিলাম, জানটাও দেবো কিন্তু ন্যায় আর হক্ব ছাড়বো না। ন্যায় এবং হক্বের পক্ষের মুজাহিদ হিসেবে

কাজ শিখানোর জন্য মুর্শিদ ক্বিবলা এখানে আসা। ওই মুর্শিদ ক্বিবলার জায়গায় যে কেউ এ ধরণের অন্যায় আদেশ করুক, ওটা যতক্ষণ পর্যন্ত মুর্শিদ ক্বিবলা না জানছেন ততক্ষণ তো আমলে নেওয়া যাবে না। এটা কি মনে থাকবে? এখানে আমরা কাজ করছি আল্লাহর গোলাম আমরা সবাই। শুধু দায়িত্ব আল্লাহ্ পাক আমাকে দিয়েছেন, আমি কাজ করতেছি আপনাদেরকে নিয়ে। মুর্শিদ ক্বিবলার দরবারে মুর্শিদ একজনই। এমনকি মুর্শিদের ছেলে পর্যন্ত মুর্শিদ ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত পীর হতে পারবে না। মুর্শিদ ইন্তেকাল করবে, তার সন্তান দায়িত্বে আসবে। আর এখান থেকে আমি যাদেরকে খেলাফত দিবো, কামিল-মুকাম্মিল অলী বানাবো, তাকে তার জায়গায় পাঠিয়ে দিবো। যখন তার কাজ হয়ে যাবে যে- বাবা আপনি অলী হয়ে গেছেন, এখন আপনি গিয়ে নিজের এলাকায় কাজ করবেন, তখন তার কাছে গিয়ে সে দরবার দিয়ে সেখানে সে মুর্শিদ হবে। মুর্শিদ ক্বিবলার দরবারে মুর্শিদ ক্বিবলার হুকুমের বাইরে কিছু হবে না। মুর্শিদের আদেশের বাইরে যদি আসমান থেকে কেউ নেমে এসেও কিছু বলে, এটা মানলে কিন্তু শয়তানকে মানা হবে। এ কথাটা সকলের ব্রেনের মধ্যে থাকতে হবে। কাউকে মুহব্বত করবেন মুর্শিদের মুহব্বতে। আপনারা সবাই সবাইকে মুহব্বত করেন, সম্মান করেন- আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু মুর্শিদের জায়গায় কাউকে স্থান দিলেই সেটা হয়ে যাবে বেলায়েতে শিরক। নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার জায়গায় অন্য কাউকে যদি মুর্শিদের পজিশন দেওয়া হয় তাহলে সেটা মুর্শিদের সাথে শিরক হবে। তাসাউফ কিন্তু বুঝতে হবে। তাসাউফ না বুঝে আজগুবি কিছু করলে হবে না, তাহলে বেআদবি হয়ে যাবে। আর "আদবে আওলিয়া, বেআদবে শয়তান'। খপ করে শয়তান ধোঁকা দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিবে। মনে থাকবে তো? কারো মধ্যে যেন বদ-আক্বিদা না থাকে। আক্বিদা কিন্তু ক্লিয়ার করতে হবে। আক্বিদা উল্টা থাকলে কিন্তু সব শেষ। কিছুই হবে না। সারাজীবন কলুর বলদের মতো ১০ বছর, ২০ বছর আপনারা কষ্ট করতেছেন- আপনাদের উদ্দেশ্যটা কী? আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি হাসিল করে এখান থেকে অলী হয়ে বের হওয়া। ঠিক আছে না? আমি এটাই চাই যে আপনারা প্রত্যেকটা এলাকায় গিয়ে একটা অলীর ভূমিকা পালন করবেন। এখানে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে কিভাবে দরবার চালাতে হয়, কিভাবে মাদ্রাসা চালাতে হয়, কিভাবে ওয়াজ করতে হয়, মুর্শিদ ক্বিবলা কিভাবে কোন পথে কাজ করছেন, অন্যায় কাকে বলে ন্যায় কাকে বলে- এগুলি আপনাদের শিখতে হবে। আক্বিদাগত দিক থেকে মনে রাখবেন। কথা কি বোঝা গেল তো বাবারা? আল্লাহ পাকের জায়গায় যদি কেউ মনে করে যে, নবীজি পাক (ﷺ)-কে আমি আল্লাহ মনে করি, তাহলে নবীজি পাক (ﷺ)-কে আল্লাহ মনে করলে কী হবে? সাথে সাথে শিরক হবে, কুফর হবে, ঈমান শেষ হয়ে যাবে, শিরক ফিত তাওহিদ অর্থাৎ তাওহিদের সাথে শিরক হবে। "রাসূল (ﷺ)-কে মানলে আল্লাহকে মানা হবে। এজন্য এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল (ﷺ) আল্লাহ। অনুরূপভাবে নবীজি পাক (ﷺ)-উনাকে মানার জন্য হক্বানী পীর-মুর্শিদ মানতে হবে। কিন্তু মুর্শিদকে মানতে মানতে যদি "রাসূল (ﷺ) মনে করেন তাহলে রিসালাতের সাথে শিরক হবে। আবার নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার জায়গায় যদি অন্য কাউকে বসানো হয় যে, উনিও যা আমার মুর্শিদও তাই অথবা মুর্শিদকে পেতে হলে উনার মধ্য দিয়ে পেতে হবে এইটা মনে করার সাথে সাথে শিরকে বেলায়েত হবে। বেলায়েতের মধ্যে শিরক হবে। নিজ মুর্শিদ ক্বিবলার সাথে তার কানেকশন থাকবে না। এখানে মুর্শিদ ক্বিবলা বাদ দিয়ে সবাই গোলাম। আপনারা অন্যায় করবেন না। কারণ অন্যায়ের বিচার আল্লাহ্ পাক করবেন। আমরা সবাই জানি যে রাতের অন্ধকারে, দিনের আলোতে, প্রকাশ্যে, গোপনে এমনকি নিজের অন্তরের মধ্যে যা গোপন করছেন এটাও কিন্তু আল্লাহ্ পাক জানেন। নাকি? চোখ দিয়ে লুকুচুরি খেলা হচ্ছে, এই চোখ দিয়ে কার প্রতি অন্যায় করা হচ্ছে- এটাও কিন্তু আল্লাহ্ পাক জানেন। চোখ দিয়েও কিন্তু জুলুম করা যায়। এগুলি খেয়াল রাখবেন আপনারা। অন্যায় জিদ কবর দিতে হবে। অন্যায় জিদ যে কবর দিতে পারবে না, সে মৃত্যু পর্যন্ত হক্বের উপর টিকতে পারবে না। সে ধ্বংস হবে। এজন্য আপনাদেরকে আমি সবসময় বলছি বাবারা হক্বের উপর টিকে থাকতে হবে। জীবন চলে যাবে মুর্শিদ ছাড়বো না। মনে থাকবে? ইনশা-আল্লাহ্! মুর্শিদ আপনার সব। এটা যেন মনে থাকে।

(বাঁকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যিলহজ্জ মাসের ফজিলত

বৎসরে বারো মাসের মধ্যে ১২তম আরবী মাসের নাম যিলহজ্জ। 'যিলহজ্জ' মাস হজ্জের মাস। এ মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মাসটিতে আল্লাহ পাক বহু ফজিলত দান করেছেন। বিশেষত এ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীছ শরীফে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ মুবারক করেন, وَالْفَجْرِ، وَلَيَالٍ عَشْرٍ

অর্থ : ফজরের শপথ! দশরাত্রির শপথ। **(সূরা ফজর: ১-২)**

ইবনে আব্বাস (রাঃ) মুজাহিদ (রাঃ) ও ইকরামা (রাঃ) উনাদের মতে وَلَيَالٍ عَشْرٍ দ্বারা যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য।

আল্লাহ পাকের বাণী: وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَات সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন- أَيَّامٍ مَّعْلُومَات দ্বারা যিলহজ্জ মাসের দশদিন বুঝানো হয়েছে আর أَيَّامٍ مَّعْدُودَات দ্বারা আইয়্যামে তাশরীককে বুঝানো হয়েছে। **(বুখারী শরীফ, অনুচ্ছেদ নং-৬১২)**

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যখন যিলহজ্জ মাস আসে তখন তোমরা যিলহজ্জ মাসে রাত্রে ইবাদত ও দিনে রোজা রাখার চেষ্টা করবে। কেননা, আল্লাহ তাআ'লা উহার দিন ও রাত্রিকে ফজিলত দান করেছেন এবং আল্লাহ তাআ'লা ঐ মাসকেও বুযর্গতম করেছেন। ঐ রাত্রি ও দিনকেও বুযর্গতম করেছেন। যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের ঐ দশ রাত্রিসমূহের মধ্যে এক রাত্রিতে চার রাকাত নফল নামায, রাত্রির প্রথম ভাগে পড়ুক অথবা রাত্রির শেষ ভাগে পড়ুক, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা ইখলাস, তিনবার আয়াতুল কুরসী, তিনবার সূরা ফালাক ও তিনবার সূরা নাস পড়ে এবং সালাম ফিরিয়ে নামায হতে অবসর হয়ে নিজের উভয় হাত উঠিয়ে এই দু'আ পড়েন-

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ اللهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا رَبَّنَا وَجَلَالُهُ وَقُدْرَتُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ۔

তারপর যে দু'আ প্রার্থনা করবে, তাই পূর্ণ হবে এবং সে হজ্জ, ওমরা ও জিহাদের ছওয়াব পাবে।

> সূরা কাহাফের ১৭ ও ২৮ নং আয়াত শরীফের ভিত্তিতে হক্বানী আলেম ও অলী বানানোর নিয়তে বাইয়াত ও ভর্তি হোন, হক্বানী অলী ও আলেম বানানোর উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুন।
> **বাণীতেঃ মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লাহ্ সিদ্দীকী।**

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ফজিলত

বুখারী শরীফে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

قَالَ: مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ قَالُوْا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ۔

অর্থ : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল অন্যান্য দিনের আমলের তুলনায় উত্তম। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করলেন– জিহাদও উত্তম নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা স্বতন্ত্র, যে নিজের জান ও মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদ করে কিছুই নিয়ে ফিরে আসেনা অর্থাৎ শাহাদত বরণ করে। **(বুখারী শরীফ, অনুচ্ছেদ নং-৬১২)**

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔

অর্থ : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদতের চেয়ে আল্লাহর কাছে অন্য কোনো ইবাদত অতি প্রিয় নয়। এ দিনগুলোতে রোযা রাখলে পুরো বছর রোযা রাখার সমান সওয়াব পাওয়া যায় এবং এ রাতগুলোতে ক্বিয়ামুল লাইল করলে লাইলাতুল ক্বদরে ক্বিয়ামুল লাইলের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। ***(তিরমিযী শরীফ, ৩/১২২/৭৫৮ ও ইবনে মাজাহ শরীফ, সিয়াম ১/৫৫১/৭২৮)***

হযরত আনাস ইবনে মালিক (ﷺ) থেকে বর্ণিত, যিলহজ্জ মাসের প্রতিটি দিন অন্য মাসের এক হাজার দিনের সমান আর আরাফার দিন হলো অন্য মাসের ফযিলতের দিক দিয়ে দশ হাজার দিনের সমান। **(লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৯)**

হযরত হাসান (ﷺ) থেকে বর্ণিত, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে একদিনের রোযা অন্য সময়ের দু'মাস রোযা রাখার সমান। নবীজি পাক (ﷺ) উনার কোনো কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে যে,

اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ صِيَامَ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ

অর্থ : নবীজি পাক (ﷺ) যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয় দিনের রোযা তরক করতেন না। **(লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪২৯)**

যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন রোযা রাখা বলতে প্রথম নয় দিন উদ্দেশ্য। কেননা দশ তারিখ হলো কুরবানী। এদিন রোযা রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ। ইমাম আহমদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ইবনে ওমর (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন-

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ اَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَ لَا أَحَبُّ اِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْدِ-

অর্থ : নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমলের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অধিক প্রিয় কোনো আমল আল্লাহর নিকট নেই। অর্থ্যাৎ এই দিনগুলোর আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। **(আল মুসনাদ, ২/৭৫, ১৩১)**

হযরত জাবির (ﷺ) থেকে বর্ণিত নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন-

مَا مِنْ اَيَّامٍ اَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ اَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

অর্থ : আল্লাহর নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফজিলত সবচেয়ে বেশী। ***(লাতায়েফুল মাআরিফ, আরবী, পৃ-৪৩৬)***

হযরত কা'ব (ﷺ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআ'লা কালের মধ্যে শাহরুল হারামকে পছন্দ করেছেন, শাহরুল হারামের মধ্যে যিলহজ্জকে পছন্দ করেছেন এবং যিলহজ্জ মাসের মধ্যে প্রথম দশ দিনকে পছন্দ করেছেন। ***(নাসাঈ শরীফ, ৬/২১১)***

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনকে সম্মান করবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে দশটি বস্তু দান করবেন।

১. হায়াতের বরকত, ২. সম্পদে বরকত, ৩. পরিবার পরিজনের হেফাজত, ৪. গুনাহের কাফ্ফারা, ৫. নেক আমল বৃদ্ধি, ৬. মৃত্যুকালীন সাকারাত সহজ, ৭. অন্ধকারে আলো, ৮. মীযানে নেকীর পাল্লা ভারী, ৯. দোযখ থেকে নাজাত এবং ১০. জান্নাতে উচুঁ মর্যাদা লাভ ইত্যাদি। যে ব্যক্তি এই দশ দিনে কোনো মিসকিনকে খাবার দিল সে যেন স্বীয় পয়গম্বরের সুন্নতের উপর সদকা করলো, যে এই দিন সমূহে কোনো রোগীর সেবা করলো, সে যেন আউলিয়া ও আবদালের সেবা করলো, যে কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করলো সে যেন শহীদদের জানাযায় অংশগ্রহণ করলো। যে কোনো মু'মিনকে কাপড় পরিধান করালো, আল্লাহ তাআ'লা তাকে নিজের পক্ষ থেকে খিলআত পরিধান করাবেন। যে কোনো ইয়াতীমের প্রতি দয়া প্রর্দশন করবে, আল্লাহ তাআ'লা তাকে আরশের নিচে দয়া প্রর্দশন করবেন। যে ব্যক্তি কোনো হক্বানী অলী তথা আলিমের মজলিসে এই দশদিনে অংশগ্রহণ করবে, সে যেন আম্বিয়ায়ে কিরামের মজলিসে অংশগ্রহণ করলো। ***(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, উর্দু, পৃ-৩৮৫)***

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন রোজা রাখে, সে যেন এক ঘন্টাও বিশ্রাম না করে আল্লাহর রাস্তায় দুই হাজার বৎসর জিহাদ করলো। যে ব্যক্তি যিলহজ্জের তৃতীয় দিনে রোজা রাখে, সে এই পরিমাণ ছওয়াব পাবে যেন সে চারশত বৎসর আল্লাহর ইবাদত করেছে। যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের পঞ্চম দিনে রোজা রাখে, সে এই পরিমাণ ছওয়াব পাবে, যেন সে পাঁচ হাজার উলঙ্গ ব্যক্তিকে কাপড় দান করলো। যে ব্যক্তি যিলহজ্জের ষষ্ঠ

দিনে রোজা রাখে, সে যেন ছয় হাজার শহীদের ছওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি সপ্তম দিনে রোজা রাখে, তার জন্য দোযখের সাত দরজা হারাম হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি অষ্টম দিনে রোজা রাখে, তার জন্য আটটি বেহেশতের দরজা খুলে যাবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিন রোজা রাখে, সে যেন ৬৬ হাজার বার কুরআন শরীফ পড়লো। যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের মধ্যে চার দিন রোজা রাখে, তাকে ফেরেশতাগণ ডেকে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের মধ্যে পাঁচদিন রোজা রাখে তার আমলনামায় পঞ্চাশ বৎসরের ইবাদতের ছওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি ছয়দিন রোজা রাখবে, তার আমলনামায় ছয় হাজার পয়গম্বরের ছওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি সাতদিন রোজা রাখে, সে ৭০ হাজার ফেরেশতার ছওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসে দশদিন ছদকা করে, সে দোজখের আজাব থেকে নাজাত পাবে।

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের দশদিন কুরআন শরীফ পড়ে, সে ওহুদ পাহাড় পরিমাণ ছওয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের দশদিন তাছবীহ্ পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা তার উপর দোজখের আগুন হারাম করে দিবেন। যিলহজ্জের দশ তারিখে রোজা রাখা হারাম।

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের দশদিন পর্যন্ত প্রত্যেক রাত্রে বিতরের নামাজের পর দুই রাকাত নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাওছার ও সূরা ইখলাস তিন বার পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা ক্বিয়ামতের দিন তাকে মাকামে ইল্লিইনে প্রবেশ করাবেন এবং তার প্রত্যেক চুলের বদলে এক হাজার নেকী ও এক হাজার দীনার ছদকা করার ছওয়াব দান করবেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসে জুমআ'র দিন ছয় রাকাত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ১৫ বার পড়ে এবং নামায শেষে দশ বার পড়বে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ۔

তারপর দশ বার নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তার পূর্বে আর কাকেও বেহেশতে দাখিল করবেন না। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন ফজরের নামাজের পরে একশত বার পড়ে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তার জন্য হাজার নামাজের ছওয়াব দান করবেন, তাকে হাজার বদী মাফ করে দিবেন।

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের ২য় দিন ফজরের নামাজের পর একশত বার এই দু'আ পড়ে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، إِلٰهًا وَاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا فَرَضًا وِتْرًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبًا وَّلَا وَلَدًا

আল্লাহ তাআ'লা তার আমলনামায় বিশ হাজার নেকী লিখবেন, তার বিশ হাজার বদী দূর করে দিবেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাকে বেহেশতের মধ্যে বিশ হাজার মর্যাদা দান করবেন।

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের তৃতীয় দিনে ফজরের নামাজের পরে একশতবার পড়ে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ، أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا أَحَدٌ۔

আল্লাহ তাআ'লা তার আমলনামায় বিশ লাখ নেকী দান করবেন ও ঐ পরিমাণই তার বদী দূর করে দিবেন এবং বেহেশতে তাকে বাইশ হাজার মর্যাদা দান করবেন।

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চতুর্থ দিনে ফজরের নামাজের পরে একশতবার এই দু'আ পড়ে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﷺ

আল্লাহ তাআ'লা তার ছগীরা, কবীরা সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন।

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের পঞ্চম দিনে ফজরের নামাজের পরে একশতবার এই দু'আ পড়ে-

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَا كَفٰى سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَا رَاءَ اللّٰهُ الْمُنْتَهٰى

سُبْحَانَ مَنْ لَّمْ يَزَلْ رَبًّا الرَّحِيْمَ -

আল্লাহ তাআ'লা তার আমলনামার মধ্যে তিনশতবার নেকী লিখেন এবং তিনশতবার তার বদী দূর করে দিবেন। ফেরেশতাগণ ডেকে বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। এখনই তোমাকে খোশ খবর দেওয়া হবে যে, তোমাকে আল্লাহ তাআ'লা মাফ করে দিয়েছেন।

মুর্শিদী কদম মুবারকে আজীবন স্ব-পরিবারে ইস্তেকামত যেন থাকতে পারি-আমীন
মুহাম্মাদ মোস্তাক রহমান সিয়াম।

যিলহজ্জ মাসের আমল

যিলহজ্জ মাসের আমল সম্পর্কে খাজা নিজামউদ্দিন আওলিয়া (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনার লিখিত কিতাব 'রাহাতুল কুলুব' কিতাবে বর্ণিত আছে,

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্ব মাসের প্রথম দিনে দু'রাকাত নামায এ মাসের আগমনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে আল্লাহ্পাক তার আমলনামায় (কর্মফলে) হজ্বের সওয়াব দান করবেন।

নামায পাঠের নিয়ম:

১ম রাকাত: সূরা ফাতিহার পর সূরা আনআমের প্রথম তিন আয়াত।

২য় রাকাত: সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরুন ১ বার।

একজন লম্পট যুবকের জান্নাতী হওয়ার ঘটনা

একজন লম্পট ও দুশ্চরিত্র যুবক ছিল। তার মৃত্যু হওয়ার পর মানুষ তার অন্ধকার ও অপ্রশস্ত কবরে তার অবস্থা জানার জন্য কৌতূহলী ছিলো। সেখানে এক অলী বান্দা ছিলেন তিনি সেই যুবককে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ পাক তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে যুবক বললো, 'যখন লোকজন আমাকে দাফন করে চলে গেলো তখন আযাবের ফেরেস্তাদ্বয় হাতে অগ্নিগদা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আমাকে শাস্তি প্রদানে উদ্যত হতেই আল্লাহ্ রহমানুর রহীমের নিকট হতে নির্দেশ এলো, এ বান্দাকে শাস্তি দিওনা আমি তাকে মাফ করে দিয়েছি, এর স্থান বেহেস্তে। কেননা সে একজন হাজীর সম্মান প্রাপ্ত।" আযাবের ফেরেস্তাদ্বয় শাস্তি দান হতে বিরত হয়ে বললেন, "ইয়া ইলাহি যুবকটি লম্পট ও দুশ্চরিত্র ছিলো, সে এমন কি কাজ করলো যার জন্য তাকে মাফ করে দিয়েছেন?" আল্লাহ তাআ'লার নির্দেশ এলো, হে ফেরেস্তা এ যুবকের অবস্থা তোমাদের বর্ণনা মতই ছিলো। কিন্তু এ ব্যক্তি প্রত্যেক বছর যিলহজ্ব মাসের প্রথম রাত্রিতে যিলহজ্ব মাসের আগমনের উদ্দেশ্যে দু'রাকাত নামায পড়তো, আমি তার সেই নামাজের পুরষ্কার দিতে যেয়ে তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ্! **(রাহাতুল কুলুব-৯৯ পৃষ্ঠা)**

'আওয়ারিফ' গ্রন্থে হযরত শিহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) লিখেছেন যে, আবুল লায়ছ সমরকন্দি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনার 'বোস্তান' কিতাবে লিখা আছে যে ইঞ্জিলে নাযিলকৃত কালামগুলো সে সময়কার এক অন্ধ পাঠ করার বরকতে চোখ ফিরে পেয়েছিলো। হযরত ফরিদউদ্দিন মাসউদ গাঞ্জে শাকর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন যে, এ কালামগুলোর প্রতি প্রত্যেক লোকের সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। অর্থাৎ নিয়মানুযায়ী আমল করা উচিৎ। যে সব ব্যক্তি এ কালামগুলোর হক আদায় করবে ইনশা-আল্লাহ এর ফল সে প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

কালাম ও নিয়ম নিম্নরূপ

যিলহজ্ব মাসের **১ম** রাত্রিতে **১০০** বার পাঠ করবে-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ. وَلَهُ الْحَمْدُ. يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ. وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ. بِيَدِهِ الْخَيْرُ. وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

১। লা-ই-লাহা-ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুন লা-ইয়ামুতু বি-ইয়াদিহিল খইর। ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিং ক্বদীর।

যিলহজ্ব মাসের **২য়** রাত্রিতে **১০০** বার পাঠ করবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ. وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. إِلٰهًا وَّاحِدًا أَحَدًا صَمَدًا فَرْضًا وِتْرًا وَلَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبًا وَّلَا وَلَدًا

২। আশহাদু আল লা-ই-লাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু ইলাহান ওয়াহিদান আহাদান ছমাদান ফারোদান বিতরান ওয়ালাম ইয়াত্তাখিজ ছহীবান ওয়ালা ওয়ালাদান।

যিলহজ্ব মাসের ৩য় রাত্রিতে ১০০ বার পাঠ করবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، أَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ-

৩। আশহাদু আল্ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু আহাদাং ছমাদান লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফু ওয়ান আহাদ।

যিলহজ্ব মাসের ৪র্থ রাত্রিতে ১০০ বার পাঠ করবে:

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

৪। আশহাদু আল্ লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ি ওয়া ইউমিতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুন লা-ইয়ামুতু বি-ইয়াদিহিল খইর। ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শাইয়্যিং ক্বদীর।

যিলহজ্ব মাসের ৫ম রাত্রিতে ১০০ বার পাঠ করবে:

حَسْبِيَ اللهُ وَا كَفٰى سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا لَيْسَ وَا رَاءِ اللهِ مُنْتَهٰى سُبْحَانَ لَمْ يَا ذَا الْكَرِيْمًا وَالَا يَا جَالُ رَاحِيْمًا -

৫। হাসবি ইয়াল্লাহু ওয়া কাফা সামিআ'ল্লহু লিমাং দাআ' লায়ছা ওয়া রয়িল্লাহিল মুংতাহা সুবহানা লাম ইয়াজাল কারিমান ওয়ালা ইয়াজালু রহীমা।

(এরপর ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম রাতে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ম রাত্রির অনুরূপ নিয়মে পড়তে হবে)

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম রাতে চার রাকাত নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পঁচিশবার পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা তার আমলনামায় বেশুমার ছওয়াব দান করবেন।

হযরত আবু রেবাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেছেন, আমি হযরত আয়েশা ছিদ্দীক্বা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহাকে বলতে শুনেছি, হুজুর পাক (ﷺ) উনার যামানায় এক ব্যক্তি গান ও সুরের খুব প্রিয় ছিল। যখন সে যিলহজ্জের চাঁদ দেখলো, তখন সে ভোরে উঠে প্রসন্ন হয়ে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দিনই একটি রোজা রাখলো। এই সংবাদ হুজুর পাক (ﷺ) উনার নিকট পৌঁছিল। লোকজন তাকে হুজুর পাক (ﷺ) উনার নিকট পৌঁছাইল। হুজুর পাক (ﷺ) বললেন, এই মাসে রোজা রাখার জন্য তোমাকে কিসে উৎসাহিত করলো? সে বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ)! সমস্ত দিনের চেয়ে এই দিন অত্যন্ত পবিত্রতম। সুতরাং আমি এই মাসকে অত্যন্ত ভালোবাসি। কারণ, যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন যারা রোজা রাখবে, আল্লাহ পাক আমাকে তাদের দুআ'য় শরীক করবেন। হুজুর পাক (ﷺ) বললেন, তুমি যে রোজা রাখবে, তার প্রত্যেক রোজায় আল্লাহ পাক তোমাকে একশত গোলাম আযাদ করার ও একশত উঠ দান করার ছওয়াব দিবেন। কারণ, তুমি যেন ঐ সমস্ত আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করলে এবং একশত ঘোড়া দানের ছওয়াব পাবে, যেন তুমি ঐ গুলোতে চড়ে জিহাদ করতে গেলে।

হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, নিশ্চয়ই এই মাসে একদিন রোজা রাখলে এক বৎসরের রোজার সমান ছওয়াব হয় এবং যিলহজ্জ মাসে একরাত্রি নামায পড়লে এক বৎসরের ইবাদতের সমান ছওয়াব হয়।

وَعَنْ عَائِشَةَ الصِّدِّيْقَةِ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ اَحْيٰى لَيْلَةً مِنْ لَيَالِيْ عَشَرَةِ ذِيْ الْحِجَّةِ فَكَاَنَّمَا عَبَدَ اللهَ عِبَادَةً مِّنْ حَجٍّ اَوِ اعْتَمَرَ طُوْلَ سَنَةٍ وَّمَنْ صَامَ فِيْهَا يَوْمًا فَكَاَنَّمَا عَبَدَ اللهَ سَائِرَ سَنَةٍ-

অর্থ : হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা বর্ণনা করেন, হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের মধ্যের এক রাত্রিকে যিন্দা রাখে, সে যেন আল্লাহ তাআ'লার ইবাদত ঐ ব্যক্তির মত করলো, যে ব্যক্তি এক বৎসরের দিনের সংখ্যা পরিমাণ হজ্জ ও ওমরা আদায় করে। অর্থাৎ ৩৬৫টি হজ্জ ও ৩৬৫টি ওমরা আদায় করে এবং যে ব্যক্তি ঐ দশ দিনের মধ্যে একদিন রোজা রাখে, সে যেন এক বৎসর আল্লাহর ইবাদত করলো।

আমাদের হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের যাবতীয় তথ্য, ওয়াজ, কাসিদা, জুম'আর বয়ান, কিতাব পেতে এবং লাইভ ওয়াজ শুনতে ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন:

www.hoquerdawat.com

শবে-তারোবীয়ার ফজিলত

ইয়াওমে তারোবীয়াহ্ উহাকে বলে, যেদিন হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام) উনার পুত্র হযরত ইসমাঈল (عليه السلام) উনাকে কুরবানী দেওয়ার জন্য স্বপ্নে দেখেছিলেন। উহা যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ।

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন,

مَنْ صَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَكَاَنَّمَا عِبَدَ اللهِ اثْنى عَشَرَ الْفَاسَنَةٍ

অর্থ : যে ব্যক্তি ইয়াওমে তারোবীয়াতে রোজা রাখে, সে যেন বারো হাজার বৎসর আল্লাহর ইবাদত করলো।

নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, শবে-তারোবীয়াহ্ একটি ফজিলতপূর্ণ রাত্রি।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে তারোবীয়াকে যিন্দা রাখে অর্থাৎ উক্ত রাতে জাগ্রত থেকে সমস্ত রাত ইবাদত করে, তার জন্য বেহেশতের নিয়ামত ওয়াজিব হয়ে যায়।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে-তারোবীয়াকে যিন্দা রাখে অর্থাৎ ঐ রাতে ইবাদত করে, সে যেন শবে কদরের ছওয়াব পেলো এবং যে ব্যক্তি শবে-তারোবীয়াকে ইবাদতের সহিত যিন্দা রাখে, সে মুজাহেদীনের ছওয়াব পাবে এবং তার জন্য বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন,

مَنْ اَحْيٰى لَيْلَةَ التَّرْوِيَّةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ

অর্থ : যে ব্যক্তি শবে তারোবীয়াকে যিন্দা রাখে, তার জন্য বেহেশত ওয়াজিব হয়ে যায়।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে তারোবীয়ায় ১৬ রাকাত নফল নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী ও ১৫ বার সূরা ইখলাস পড়ে, আল্লাহ পাক তাকে প্রত্যেক রাকাতের বদলে একটি শহীদের ছওয়াব দান করবেন এবং ঐ ব্যক্তি যে সূরা পড়ে, তার প্রত্যেকটির বদলে জান্নাতের মধ্যে তার জন্য একটি করে ঘর তৈরি করা হবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি শবে-তারোবীয়ার দিনে রোজা রাখে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ্!

চল্লিশ শবানার ফজিলত

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসে চল্লিশ শবানা ইবাদত করে অর্থাৎ এক রাত্রিও ক্ষান্ত না থেকে মাসের ত্রিশদিন ত্রিশরাত ইবাদত করে, তাকে আল্লাহ তাআ'লা আওলিয়ার মরতবায় উঠান।

আরাফা দিবস

'আরাফা' শব্দের অর্থ হলো পরিচিতি। হযরত দ্বাহ্হাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, হযরত আদম (عليه السلام) কে শ্রীলংকায় এবং হাওয়া আলাইহাস সালামকে জিদ্দায় অবতরণ করা হয়েছিল। তারা পরস্পর পরস্পরকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে একদিন উভয়ে আরাফার ময়দানে আরাফার দিনে মিলিত হলেন এবং একে অপরের মধ্যে পরিচয় ঘটলো। এ কারণে ঐ স্থানের নাম হলো আরাফা আর ঐ দিনের নাম হলো আরাফার দিন। আরাফা নামকরণ সম্পর্কে 'গুনিয়াতুত ত্বালিবীন' গ্রন্থে আরো বহু কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই দিনের ফজিলত সম্পর্কে বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে যে, ইহুদিগণ হযরত উমর (رضي الله عنه) কে বলল যে, আপনারা এমন একটি আয়াত পড়ে থাকেন তা যদি আমাদের উপর নাযিল হতো, তবে আমরা সেটাকে ঈদ করে রাখতাম। হযরত ওমর (رضي الله عنه) বললেন, এটা কখন এবং কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে আর নাযিলের সময় নবীজি পাক (ﷺ) কোথায় ছিলেন তা আমি জানি। আল্লাহর শপথ! আমরা সবাই এ সময় আরাফাতে ছিলাম। সেই আয়াতটি হলো-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ -اِلى اٰخِرْ

অন্য বর্ণনায় আছে হযরত ওমর (رضي الله عنه) বলেন, এ আয়াত আরাফার ময়দানে জুমআ'র দিন নাযিল হয়েছিল। আল্লাহর শোকর যে এ উভয় দিন (জুম'আ ও আরাফা) আমাদের জন্য ঈদের দিন। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমানও পৃথিবীতে থাকবে এ দিন দু'টি মুসলমানের জন্য ঈদের দিন হিসেবেই থাকবে। **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, উর্দু, পৃ-৩৯৫)**

হযরত নাফে (رضي الله عنه) হযরত ইবনে ওমর (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবীজি পাক (ﷺ) উনাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআ'লা আরাফার দিন স্বীয় বান্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। যার

অন্তরে বিন্দুমাত্র ঈমান থাকবে তাকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেওয়া হয়। নাফে বলেন, আমি ইবনে ওমর (﵁) কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ক্ষমা কি সকল ঈমানদারদের জন্য নাকি শুধু আরাফাবাসীদের জন্য খাস? উত্তরে তিনি বলেন, এই ক্ষমা সকল ঈমানদারদের জন্য। **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, উর্দু, পৃ-৩৯৭)**

وَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (﵁) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) اَكْرِمُوْا يَوْمَ الْعَرَفَةِ فَاِنَّهٗ عِنْدَ اللهِ تَعَالٰى مُكَرَّمَةٌ۔

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (﵁) বর্ণনা করেছেন, নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আরাফার দিনকে ইবাদতের মাধ্যমে সম্মান জানাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট আরাফার দিন অত্যন্ত সম্মানিত। ইহাও জানার বিষয় যে, আরাফার দিন উহাকে বলে, যেদিন হযরত ইব্রাহিম (ﷵ) হযরত ইসমাঈল (ﷵ) উনাকে জবেহ করার জন্য গিয়েছিলেন। উহা যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ছিল।

তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিন দু'আ প্রার্থনা করে, তার সেই দু'আ রদ হবে না এবং তার জন্য রহমতের ৭০ দরজা খোলা হবে।

শবে আরাফার ফজিলত

নবীজি পাক (ﷺ) বলেন,

مَنْ اَحْىٰ لَيْلَةَ الْعَرَفَةِ فَهُوَ مِنْ عُتَقَاءِ اللهِ۔

অর্থ : যে ব্যক্তি শবে আরাফাকে যিন্দা রাখে, আল্লাহর নিকট সমস্ত গুনাহ হতে সে মুক্ত হবে।

তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে আরাফাকে যিন্দা রাখে, তার সমস্ত অভাব পূর্ণ হয়ে যাবে।

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফার রাতে একশত রাকাত নফল নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার বা তিনবার সূরা ইখলাস পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্য জান্নাতে লাল ইয়াকুতের ঘর তৈরি করবেন।

তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে আরাফায় দুই রাকাত নফল নামায পড়ে, প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একশতবার আয়াতুল কুরসী, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একশতবার সূরা ইখলাস পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার বরকতে আরও ৭০ জন লোককে মাফ করে দিবেন।

দশ হাজার দিনের নামায রোযার চেয়ে উত্তম ইবাদতের দিন ইয়াওমে আরাফা

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ اَيَّامٍ اَحَبُّ اِلَى اللهِ اَنْ يُّتَعَبَّدَ لَهٗ فِيْهَا مِنْ عَشْرِ ذِىْ الْحَجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِّنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَّقِيَامِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (﵁) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: কোন দিন আল্লাহর নিকট যাতে আল্লাহর ইবাদত করা হয়, যিলহজ্জের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা প্রিয় নেই। (কেননা তার) প্রতিদিনের একটি রোযা এক বৎসরের রোযার বরাবর (এ মাসের নবম তারিখ ও দশম তারিখ ছাড়া। কেননা নবম তারিখের রোযার আলাদা ফজিলত, তাহলো এক বছরের পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয় ও দশ তারিখ রোযা রাখা নিষিদ্ধ।) ও প্রত্যেক রজনীতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি পূর্ণ ইবাদতের মধ্যে জাগরণ করা ক্বদর রজনীতে জাগরণ করার সমতুল্য।

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত-পৃষ্ঠা ১২৮ মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, শরহুত তিবী, খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৯৩ পৃ, ইত্যাদি)

ব্যাখ্যা : আমাদের অনেকেরই পক্ষে সারাটি বছর রোযা রাখা কষ্টসাধ্য ও ক্বদর রজনী চিহ্নিত করা দুষ্কর। তাই ঐ দুই সওয়াব নিশ্চিত পেতে হলে যিলহজ্জ মাসের দশ দিন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করতে হবে ও নয়দিন নয়টা রোযা রাখতে হবে। এ উম্মতের এটা বৈশিষ্ট্য এবং উত্তম পুরষ্কার।

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِّلْبَيْهَقِىِّ اَنَّ الْعَمَلَ فِيْهِنَّ يَعْنِىْ فِىْ لَيَالِىْ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ يُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَرَوَى الْبَيْهَقِىُّ وَالْاِصْبَهَانِىُّ بِاِسْنَادٍ لَابَأْسَ بِه عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ كَانَ يُقَالُ فِىْ اَيَّامِ عَشْرِ ذِى الْحَجَّةِ كُلُّ يَوْمٍ اَلْفٌ وَيَوْمُ عَرَفَةَ عَشَرَةُ اٰلَافِ يَوْمٍ يَعْنِىْ فِى الْفَضْلِ (لَوَاقِحُ الْاَنْوَارِ ص ٩٢)

অর্থ : এবং বায়হাক্বী শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে- যিলহজ্জের শুরু দশ রাতের এক এক আমলের ছওয়াব সাতশত গুণ বৃদ্ধি করা হয়। (উদাহরণ স্বরূপ অন্য সময়ের সাতশত নামাযের বরাবর এক নামায ও একবারের দরূদ শরীফ অন্য সময়ের সাতশত বার দরূদের বরাবর।) আর বায়হাক্বী ও ইস্পাহানীর বিশুদ্ধ সনদে হযরত আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণনা করেছেন: যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের প্রত্যেকটি দিন এক হাজার দিনের বরাবর। (অর্থাৎ অন্য সময়ে হাজার দিন ইবাদত করলে যে সওয়াব হবে ঐ দশদিনের প্রতিটি দিনের ইবাদতে ঐ পরিমাণ সওয়াব হবে।) এবং আরাফার দিন (যিলহজ্জের নবম দিন) মর্যাদা ও ফযীলতের ক্ষেত্রে দশ হাজার দিনের সমকক্ষ। ***(লাওয়াক্বিহুল আনওয়ার- পৃষ্ঠা ৯২, নুজহাতুল মাজালিস, কিতাব আল আছার, মুসনাদ, মুসান্নাফ, খারেজীদের ফয়জুল কালাম ২৯৩ পৃ, ইত্যাদি)***

ব্যাখ্যা : অর্থাৎ অন্যান্য সময় দশ হাজার দিনে রাত-দিন ইবাদত করার যে পরিমাণ ছওয়াব হবে আরাফার মাত্র এক দিনেই সে পরিমাণ সওয়াব হবে সুবহানাল্লাহ্! **(ফাতহুল মারাম)**

আরাফার দিনের আমল

যে ব্যক্তি আরাফার দিন যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে চার রাকাত নামায সূরা ফাতেহার পরে সূরা ইখলাস ২৫ বার এবং সালামের পর সূরা ইখলাস ১০০ বার পাঠ করবে সে এমন ছওয়াব লাভ করবে যা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কেউ অনুমান করতে পারবে না। *(রাহাতুল কুলুব-১০৪ পৃষ্ঠা)*

যে ব্যক্তি আরাফার দিন সূর্যাস্তের সময় নিম্নোক্ত দু'আ ১০০ বার পাঠ করবে নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন যে, তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'হে আমার বান্দা আমার নিকট চাও, যা তুমি চাইবে তাই তোমাকে দেয়া হবে'। এ ছাড়াও এর আরো একটি উপকারিতা হচ্ছে যদি কেউ শয়ন করার সময় ও জাগ্রত হয়ে এ দু'আ পাঠ করে তাহলে সে শয়তানের ক্ষতি হতে নিরাপদ থাকবে। *(রাহাতুল কুলুব-১০৪ পৃষ্ঠা)*

দুআ'টি নিম্নরূপ:

বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ। বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহু লা ইয়াছকুনুল খইরু ইল্লাবিল্লাহ্। বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহু কুল্লু নি'মাতিম মিনাল্লহ। বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহুল খইরু কুল্লুহু বি-ইয়াদিল্লাহ বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহু লা-ইউছাররিফুছ্ছুয়ু ইল্লাবিল্লাহ। বিসমিল্লাহি মাশাআল্লাহু ওয়া মা কানা মিন্নি'মাতিন ফামিনাল্লহ্।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আরাফার দিনে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে চার রাকাত নফল নামায পড়ে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর পঞ্চাশবার সূরা ইখলাস পড়ে, তাকে আল্লাহ তাআ'লা মাফ করে দিবেন এবং সে যে দু'আ প্রার্থনা করবে, তাই কবুল হবে।

আরাফার দিনে কথা সমূহের মধ্যে উত্তম কথা হচ্ছে, যে বান্দা বলবে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ يُحْيِىْ وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

তাহলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং তার উপর দোজখ হারাম হয়ে যাবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন, আরাফার দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় এই দু'আ পড়বে-

بِسْمِ اللّٰهِ مَشَاءَ اللّٰهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

আল্লাহ তাআ'লা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, হে ফেরেশতাগণ! আমার বান্দাকে পূর্ণ হেফাযতের সহিত জান্নাতে নিয়ে যাও।

যিলহজ্জ মাসে নামাজের ফজিলত

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হতে ১০ তারিখের মধ্যে কোন এক রাতে দুই রাকাত নফল নামায বেতেরের পূর্বে নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করবে আল্লাহ তাআ'লা তাকে এমন ছওয়াব প্রদান করবেন যা একমাত্র আল্লাহপাক ছাড়া অন্য কেউ তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে না।

নামায পড়ার নিয়ম

১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে সূরা কাওছার ১ বার ও সূরা ইখলাস ৩ বার।

২য় রাকাতে প্রথম রাকাতের অনুরূপ।

যারা এ নামায পাঠ করবে তারা বেহেস্তে নিজের স্থান না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। এবং এত অনুদান সে

লাভ করবে যা আল্লাহ্ তাআ'লা ছাড়া অন্য কেউ নির্ধারণ করতে পারবে না। এবং সে প্রত্যেক রাকাতের জন্য ২ খতম কুরআন পাঠের নেকী পাবে।

এ নামাযী যে পর্যন্ত তার স্থান বেহেস্তে না দেখবে সে পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটবে না। এ সম্বন্ধে তিনি আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, শায়খ সাদউদ্দিন হামুবী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যখন পরলোকগমন করলেন তখন এক বুযর্গ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কেমন আছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ্ রহমানুর রহিম আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমার সকল ইবাদতের জন্যই নির্ধারিত ছওয়াব দান করেছেন কিন্তু যিলহজ্ব মাসের দু'রাকাত নামাজের জন্য এত অধিক ছওয়াব দান করেছেন যা আল্লাহ তাআ'লা ব্যতীত অন্য কেউ অনুমান করতে পারে না।

যে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিনের বৃহস্পতিবার রাতে ৬ রাকাত নামায নিম্নোক্ত নিয়মে পাঠ করলে অশেষ ছওয়াব লাভ করা যায়।

প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহার পর ১৫ বার সূরা ইখলাস পাঠ করে শেষ করবে এবং সালামের পর ১০ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে। তারপর "লা-ই-লাহা ইল্লাল্লাহুল মালিকুল হাক্কুল মুবিন" কয়েক বার পাঠ করবে। এ নামায দ্বারা এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরের ছওয়াব লাভ করা যায় এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত সে নির্বিঘ্নে কাটাতে পারে। গুরুতর কোনো অপরাধ না হলে তার আমলনামায় কোনো গুনাহ লিখা হয় না।

হযরত ফরিদউদ্দিন মাসউদ গাঞ্জে শাকর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমার এক বন্ধু অত্যন্ত নেককার ও মুত্তাকী ছিলেন। তিনি এ নামায প্রত্যেক বছর নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত নিয়মে পাঠ করতেন। তার পরলোকগমনের পর তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো আল্লাহ তাআ'লা আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, তিনি আমায় ক্ষমা করেছেন এবং ক্ষমার প্রধান উপাদান ছিলো যিলহজ্ব মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারের ৬ রাকাত নামায। এরপর হযরত খাজা শায়খ মুঈনুদ্দিন হাসান চিশতী আজমিরী সঞ্জরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-উনার অজিফার কথা উল্লেখ করে বললেন যে তাঁর অজিফায় লেখা আছে নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেছেন, যে ব্যক্তি যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন সূরা 'ওয়াদ্দোহা' পাঠ করবে আল্লাহ্ রব্বুল ইজ্জত তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং দোজখের আগুন হতে নাজাত দিবেন। এরপর হযরত ফরিদউদ্দিন মাসউদ গাঞ্জে শাকর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, 'খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)-উনার ওফাত শরীফের পর তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো এ দুর্লভ সৌভাগ্য আপনি কিভাবে লাভ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ পাক উনার করুণা দ্বারা আমার সকল মুশকিল আসান করেছেন। যখন আমাকে আরশের নীচে নিয়ে যাওয়া হলো আমি মস্তক অবনত করলাম; আওয়াজ হলো মাথা উপরে তুলো। এতো ভয় কি জন্য পাচ্ছ? আমি আরজ করলাম, হে ইলাহি আমি আপনার জব্বারী শান হতে ভয় পাচ্ছি। আওয়াজ হলো, হে মুঈনুদ্দিন যে ব্যক্তি আমার জন্য কাজ করে আমি তার জন্য কাজ করি। যে ব্যক্তি যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন সূরা 'আল-ফজর' পড়ে তার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যাও আমি তোমাকে পুরষ্কৃত করলাম; আমি তোমাকে সাক্ষাৎকারীর মর্যাদা দান করলাম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে যিলহজ্ব মাসের প্রথম দশদিন সূরা 'আল-ফজর' পাঠ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফায়দাজনক। *(রাহাতুল কুলুব-১০২ পৃষ্ঠা)*

যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন নিম্নোক্ত নিয়মে ছয় রাকাত নামায পড়বে সে এতো অধিক ছওয়াবের অধিকারী হবে যে সমস্ত মাখলুক যদি একত্রিত হয়ে পরিমাণ নির্ধারণ করতে চায় তাহলেও তা সম্ভব হবে না। সুবহানাল্লাহ্!

নামায পড়ার নিয়ম

১ম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা আল আছর ১ বার।

২য় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কুরাইশ ১ বার।

৩য় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন ১ বার।

৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা নাসর ১ বার।

৫ম ও ৬ষ্ঠ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার করে। *(রাহাতুল কুলুব-১০৩ পৃষ্ঠা)*

হজ্জের ফজিলত

মহান আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

অর্থ : আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করা তারই জন্য (ফরয), যে তথায় যাতায়াত ক্ষমতাবান। হজ্জ

ইসলামের ৫টি রুকনের একটি রুকন। হজ্জ শব্দের অর্থ ইচ্ছা করা। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট নিয়মে, কাবা শরীফ এবং তার আশেপাশের কয়েকটি পাকস্থান যিয়ারত করার ইচ্ছায় মক্কা শরীফ গমন করাকে হজ্জ বলে। হজ্জের সময় যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ।

যাদের উপর হজ্জ ফরয

যাদের পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদির পর, মক্কা শরীফ যাওয়া আসার এবং সেখানে অবস্থানের খরচ বহন করার ক্ষমতা আছে, তাদের উপর আল্লাহ পাক হজ্জ ফরয করেছেন। জীবনে মাত্র একবার হজ্জ করা ফরয।

হজ্জের ফরয

হজ্জের ফরয তিনটিঃ

১। ইহরাম বাঁধা।

২। কাবা ঘর তাওয়াফ করা এবং

৩। আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা।

হজ্জ ইসলামের পবিত্র রুকন- হাদীস শরীফ : আবু সাঈদ খুদরী (ﷺ) হতে বর্ণিত যে, হুজুর পাক (ﷺ) নছীহত করে বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের উপর হজ্জকে ফরয করেছেন সেহেতু তোমরা হজ্জ করো। (মুসলিম শরীফ)

মহান আল্লাহ পাক বলেন- وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

অর্থ : তোমরা (সাধ্য থাকলে) আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জব্রত ও ওমরাহ পালন করো। *(পবিত্র সূরা বাক্বারা: ১৯৬)*

হজ্জের মাসআলা

হাজীদের জন্য ৪টি পুরষ্কার-

১। গুনাহ মাফ: হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ্জ করলো এবং ঐ হজ্জের জন্য খাহেশাত সম্বলিত অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকলো সে হজ্জ থেকে এমন নিষ্পাপ হয়ে ফিরলো যেন সে আজই তার মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করলো।

২। জান্নাতের সু-সংবাদ: হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) বলেন- রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, এক ওমরা থেকে আর এক ওমরার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ। আর হজ্জের উত্তম প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই হতে পারে না।

৩। দারিদ্রতা দুর হওয়া: হযরত ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূল পাক (ﷺ) বলেছেন হজ্জ ও ওমরা তেমনি গুনাহ সমূহ দূর করে দেয় ও দারিদ্র মিটিয়ে দেয়। আগুনের তাপ যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লোহার ময়লাকে দূর করে দেয়।

৪। নিষ্পাপ হওয়া: হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, চারশত পরিবারের জন্য কবুল হাজীদের সুপারিশ কবুল করা হয় অথবা তা বলেছেন যে, আপন পরিবারের ৪০০ (চারশত) লোকের বিষয় তাদের সুপারিশ কবুল করা হয় এবং কবুল হাজী সাহেবান যেই দিন জন্মগ্রহণ করেছেন সেই দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।

হুজুর পাক (ﷺ) ১৩ বছর মক্কী জীবনে, ১০ বছর মাদানী জীবনে অসংখ্য কষ্ট সাধন-করে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার মতান্তরে ৪০ হাজার সাহাবীকে (رضي الله عنهم) আল্লাহ ওয়ালা বানিয়ে ছিলেন। আরাফাতের ময়দানে বলেছিলেন- "তোমাদের মাঝে যারা উপস্থিত আছো তারা, অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছে দিবে।" তাই এ কথাগুলো পৌঁছে দেওয়ার নিয়তে প্রত্যেককে, সব সময়, সব জায়গাতে, প্রত্যেক অবস্থায় ফরয ঈমান, নামায, রোযা, যাকাত এবং ফরয হজ্বের জন্য আহ্বান করতেই থাকবে। তবে এজন্য আবার বিবি-সন্তানের ফরয হক্ব নষ্ট করে মসজিদকে বাড়ি-ঘর বানিয়ে একচিল্লা, তিনচিল্লা দিয়ে স্বপ্ন দোষের মাধ্যমে মসজিদ নাপাক করা সম্পূর্ণরূপে হারাম ও কবিরা গুনাহ এবং নাবিয়ালা কাম বলা নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপরে প্রকাশ্য মিথ্যা অপবাদ যা বেঈমান হওয়ার প্রমাণ।

হজ্জের নিয়ত

অজু করে ইহরামের কাপড় পরে দুই রাকাআত নফল (প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস ৩ বার) পড়ে সালামের পর কাবা শরীফের দিকে মুখ করে বসে মাথা খোলা রেখে ওমরার/তামাত্তো হজ্জের নিয়ত এভাবে করুন: ইয়া আল্লাহ! আমি উমরা পালন করার নিয়ত করছি, আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করুন।" অত:পর তিনবার তালবিয়া পাঠ করুন।

তালবিয়া:

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক,
লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক,
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক,
লা শারীকা লাক॥

হজ্জ ও কুরবানীর সময় পড়ার দু'আ (তাকবীরে তাশরীক)

যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর নিম্নের তাকবীরটি উচ্চস্বরে ১ বার পড়া ওয়াজিব। আর ৩ বার পড়া মুস্তাহাব-সুন্নত। না পড়লে গুনাহ্গার হবে।
যদি ভুলে কোনো ওয়াক্তে না পড়ে, যখনই মনে হবে তখনই পড়ে নিবে।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আক্বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার আল্লাহু আক্বার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।
(হজ্জের সকল নিয়ম-কানুন এবং নারী-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল জানতে আমার লিখিত **"ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী ১ম খন্ড"** কিতাবটি পাঠ করুন)

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম উনার পরীক্ষা

হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام) কর্তৃক স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্র কুরবানীটি মূলত ছিল একটি মহাপরীক্ষা। আল্লাহ তাআ'লা তাঁকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। সাধারণত মানুষের নিকট দু'টি বস্তু সবচেয়ে প্রিয়ভাজন হয়। একটি হলো নিজের প্রাণ আর অপরটি হলো প্রাণপ্রিয় নিজের সন্তান। নমরুদের আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রাণের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। অবশেষে বৃদ্ধাবস্থায় আল্লাহর কাছ থেকে দু'আ করে প্রাপ্ত একমাত্র ছেলেকে কুরবানী দেওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করে উত্তীর্ণ হন। এ ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ মুবারক করেন-

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ. فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ. فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ. وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ. وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ.

হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام) দু'আ করলেন- ও আমার প্রতিপালক! আমাকে এক নেককার পুত্র সন্তান দান করুন। সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। অতঃপর তিনি যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হলেন, তখন ইব্রাহিম (عليه السلام) তাকে বললেন, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আপনাকে যবেহ করছি। এখন আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, পিতা! আপনাকে যা আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল হিসেবে পাবেন। যখন পিতা-পুত্র উভয়ই আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং ইব্রাহিম (عليه السلام) তাকে যবেহ করার জন্যে শায়িত করলেন, তখন আমি তাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহিম (عليه السلام)! আপনিতো স্বপ্ন সত্যে পরিণত করে দেখালেন। আমি এভাবেই সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয় এটা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তার পরিবর্তে দিলাম যবেহ করার জন্যে এক মহান জন্তু। আমি তার জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে শিক্ষা রেখে দিয়েছি।" *(সূরা আস সাফ্‌ফাত: ১০০-১০৮)*

কুরবানীর দিনের ফজিলত

সহীহ্ হাদীস শরীফে নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন-

مَنْ تَمَسَّكَ مِنَ الْاَكْلِ الشَّرْبِ وَلْجِمَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّٰى اَنْ تُصَلِّيَ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فَكَاَنَّمَا عَبَدَ اللّٰهَ سِتِّيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

অর্থ : যে ব্যক্তি কুরবানীর দিন নিজকে ঈদের নামায পর্যন্ত খাওয়া, পান করা, স্ত্রী-সহবাস হতে সংযত রাখে, তাহলে সে যেন ষাট হাজার বৎসরের ইবাদত করলো।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈদের দিন গোসল করে, সে যেন রহমতের দরিয়ার মধ্যে ডুব দিল, তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।
তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিন ঈদের নামাজের জন্য নতুন কাপড় পরে এবং তার পুরাতন কাপড় আল্লাহর ওয়াস্তে গরীবদেরকে দান করে, তাহলে আল্লাহ তাআ'লা তাকে ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতের ৭০ রকম

অলঙ্কার পড়াবেন। ঐ অলঙ্কার সমূহ নূরের তৈরি হবে এবং সে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন নবীজি পাক (ﷺ) উনার ঝান্ডার নীচে দাঁড়াবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈদুল আদ্বহার দিন ফেরেশতা গণের স্মরণে তাযীম করার জন্য এই নিয়ত করে নিজের কাপড়ে আতর মাখে যে ফেরেশতাগণ তার সঙ্গে মুসাফা করবেন, আল্লাহ তাআ'লা তাকে আল্লাহর রাস্তায় বহু গোলাম আযাদ করার সওয়াব দান করবেন।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে মু'মিন ঈদের দিন নামায পড়ে, তাকে আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক কদমের পরিবর্তে হাজার নেকীর ছওয়াব দান করবেন। এবং যে ব্যক্তি ঈমানের সহিত নামায পড়ে, তার দশ হাজার নেকী হয়। যে ব্যক্তি ঈদের দিন ইমামের খুৎবা শুনে, সে বহু গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈদের দিন নামাজে যাওয়ার ও বাসায় ফেরার পথে তাকবীর বলে, সে হজ্জ ও ওমরার ছওয়াব পাবে।

তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি ঈদের দিন মিসকিনকে ছদকা দিবে, সে হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈদের দিন নামাজের জন্য ঈদগাহে যাবে এবং তাকবীর বলতে থাকবে ও পুনরায় যখন ঐ স্থান হতে ফিরে আসবে, তখন অন্য পথে আসবে এবং তাকবীর বলতে থাকবে, আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু মদ্যপানকারীকে, পিতা-মাতাকে কষ্ট প্রদানকারীকে ও খুনীকে মাফ করবেন না। তবে যে তওবা করবে তাকে আল্লাহ তাআ'লা মাফ করবেন।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি ঈদুল আদ্বহার নামাজের পর চার রাকাত নফল নামায পড়ে তার প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা একবার, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা শামস, তৃতীয় রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা লাইল, চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা দ্বোহা পড়ে, তবে সে আসমানী সমস্ত কিতাবের সওয়াব পাবে যেন ঐগুলো পড়েছে।

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ঈদের দিন কুরবানী করে নিজের ঘরে হোক বা মসজিদে হোক, দুই রাকাত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা শামস না পারলে সূরা ইখলাস ৫ বার পড়ে, সে নিশ্চয়ই হাজীদের সওয়াবের শামিল হবে। আল্লাহ তাআ'লার নিকট তার কুরবানী কবুল হবে এবং কুরবানীর পশুর প্রত্যেক পশমের বিনিময়ে সে ছওয়াব পাবে। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্ (ﷺ)! কোনো ব্যক্তি গরীব হলে যদি কুরবানী করার সৌভাগ্য না হয় তাহলে সে কি করবে? নবীজি পাক (ﷺ) বললেন, ঈদের নামাজের পর সে বাড়িতে গিয়ে দুই রাকাত নফল নামাজের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর তিনবার সূরা কাওছার পড়বে, তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় বহু উট কুরবানী করার ছওয়াব পাবে। ঈদের নামাজের পর কুরবানী করতে হয়, নামাজের পূর্বে দুরস্ত নয়।

যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পূর্বের আমল

যারা পবিত্র কুরবানী দেওয়ার নিয়ত করেন, তাদের পক্ষে পবিত্র যিলহজ্জ শরীফ মাস উনার চাঁদ ওঠার পর থেকে এই চাঁদের ১০ তারিখ পবিত্র কুরবানী করা পর্যন্ত মাথার চুল, হাতের ও পায়ের নখ ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব-সুন্নত। যেমন- পবিত্র হাদীস শরীফ উনার মধ্যে ইরশাদ মুবারক হয়েছে,

عَنْ حَضْرَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاىَ هِلَالَ ذِى الْحِجَّةِ وَاَرَادَ اَنْ يُّضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِه وَلَا مِنْ اَظْفَارِه.

অর্থ : "হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামা (رضي الله عنها) উনার থেকে বর্ণিত, নূরে মুজাসসাম হাবীবুল্লাহ হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তি পবিত্র যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখলো এবং পবিত্র কুরবানী করার নিয়ত করলো, সে যেনো (পবিত্র কুরবানী না করা পর্যন্ত) তার শরীরের চুল, নখ ইত্যাদি না কাটে।" **(মুসলিম শরীফ)**

মূলত: সহীহ্ ও গ্রহণযোগ্য মত হলো এই যে, যারা পবিত্র কুরবানী করবে এবং যারা কুরবানী করবে না,

তাদের উভয়ের জন্যই উক্ত আমল মুস্তাহাব ও ফযীলতের কারণ। আর এ ব্যাপারে দলীল হলো নিম্নোক্ত পবিত্র হাদীস শরীফখানা। যেমন বর্ণিত রয়েছে-

عَنْ حَضْرَتْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاُضْحِىَّ عِيْدًا جَعَلَهُ اللهُ لِـهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّـمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّىْ بِـهَا قَالَ لَا وَلٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلَقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَـمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ۔

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله عنه উনার থেকে বর্ণিত। হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, আমি পবিত্র কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। মহান আল্লাহ পাক তিনি উক্ত দিনটিকে এই উম্মতের জন্য ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এক ব্যক্তি হুযূর পাক (ﷺ) উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমি যদি একটি মাদী মানীহা (উটনী) ব্যতীত অন্য কোনো পশু পবিত্র কুরবানীর জন্য না পাই, তাহলে উক্ত মাদী মানীহাকে কুরবানী করার ব্যাপারে আপনার কি মত? জবাবে হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, না। আপনি উক্ত পশুটিকে কুরবানী করবেন না বরং আপনি পবিত্র কুরবানীর দিন আপনার (মাথার চুল ও হাত-পায়ের নখ কাটবেন। আপনার গোঁফ ছোট করবেন এবং আপনার দেহের নিম্নাংশের পশম কাটবেন। এটাই মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আপনার পূর্ণ কুরবানী অর্থাৎ এর দ্বারা আপনি মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট পবিত্র কুরবানীর পূর্ণ ছওয়াব পাবেন।" ***(আবু দাঊদ শরীফ)***

উক্ত পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, যারা পবিত্র কুরবানী করার সামর্থ রাখে না , তাদের জন্যও পবিত্র যিলহজ্জ শরীফ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে পবিত্র কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নিজ শরীরের চুল, নখ ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব-সুন্নত। আর যে ব্যক্তি তা কাটা থেকে বিরত থাকবে, সে একটি পবিত্র কুরবানীর ছওয়াব পাবে।

শবে-নাহরের ফজিলত

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি শবে-নাহরে অর্থাৎ কুরবানীর পূর্বের রাতে **১২** রাকাত নফল নামায সূরা ফাতিহার পর **১৫** বার করে সূরা ইখলাস পড়ে, সে ব্যক্তি সমস্ত গুনাহ হইতে পবিত্র হবে এবং সে ৭০ বৎসরের ইবাদতের ছওয়াব পাবে।

নবীজি পাক (ﷺ) বলেছেন- যে ব্যক্তি শবে-নাহরে অর্থাৎ কুরবানীর পূর্বের রাতে চার রাকাত নফল নামায পড়ে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার সূরা ইখলাস, একবার সূরা ফালাক ও একবার সূরা নাস পড়ে, এভাবে পড়ে সালাম ফিরানোর পর ৭০ বার সুবহানাল্লাহ্ ইত্যাদি এবং ৭০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআ'লা তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং যে ব্যক্তি ঈদের পূর্বে একশতবার নিম্নোক্ত দু'আ পড়ে, সে ব্যক্তি এই পরিমাণ ছওয়াব পাবে, আর কেউ সেই পরিমাণ পাবে না।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ۔ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ঈ'দুল আদ্বহা নামাজের বর্ণনা

যিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে ঈদুল আদ্বহা। ঈদুল আদ্বহার ওয়াজিব দু'টি। ১। ঈদের নামায পড়া। ২। কুরবানী করা। এখানে একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার এই যে, ৯ই যিলহজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ এর আছর পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীক পাঠ করা ওয়াজিব। ফরয নামাজের সালাম ফিরানোর পর পরই পুরুষ উচ্চস্বরে আর মেয়েরা নিম্নস্বরে তাকবীরে তাশরীক একবার পাঠ করা ওয়াজিব তিনবার পাঠ করা ওয়াজিব সহ মুস্তাহাব-সুন্নত। একবারও না পড়লে কবিরা গুনাহ্গার হবে। তাকবীরে তাশরীক ঈদুল ফিতরের বর্ণনা অধ্যায় দেওয়া আছে। **(ফত:আলমগীরী, শামীসহ অসংখ্য কিতাব)**

ঈদুল আদ্বহার নামায ঠিক ঈদুল ফিতরের নামাজের মতই। একই সময়ে একই নিয়মে পড়তে হয়। কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য শুধু এতটুকু ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের নামাজের আগেই কিছু খাওয়া সুন্নত। আর ঈদুল আদ্বহার দিন নামায ও কুরবানীর পর খাওয়া সুন্নত।

ঈদুল আদ্বহার নামাজের নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكَعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِيْدِ الْاَضْحٰى مَعَ سِتَّةِ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَتِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন উছল্লিয়া লিল্লাহি তায়া'লা রকাআ'তাই ছলাতিল ঈ'দিল আদ্বহা মাআ'ছিত্তাতি তাকবীরোতি ওয়াজিবিল্লাহি তায়া'লা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কা'বাতিশ শারীফাতি আল্লহু আকবার।

নামায সমাপ্ত করে মালিকে নেছাবগণ কুরবানী করবে।

কুরবানীর বিবরণ

হুজুর পাক (ﷺ) বলেছেন, কুরবানীর দিনগুলিতে আল্লাহ পাকের নিকট কুরবানীর চাইতে অন্য কোন জিনিস অধিক প্রিয় নয়। কুরবানী দাতাকে কুরবানীর পশুর এক একটি লোমের বিনিময়ে ছওয়াব দেওয়া হয়। কবুলকৃত কুরবানীর পশুর রক্ত মাটি স্পর্শ করার সাথে সাথেই কুরবানী দাতার জান্নাত নছীব হয়ে যায়। (সুবহানাল্লাহ) ***(মিশকাত, মিরকাত, তিরমিযীসহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)***

কুরবানীর দু'আ

কুরবানীর পশুকে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে পশ্চিমে ঈষৎ বাঁকা করে শোয়ায়ে নিম্নের দু'আ পড়ে যাবেহ করবে।

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ اَوْ مِنْ فُلَانِ اِبْنِ فُلَانٍ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা মিংকা, ওয়া ইলাইকা ইন্না ছলাতি, ওয়া নুছুকি, ওয়া মাহ্ইয়া ইয়া, ওয়া মামাতি, লিল্লাহি রব্বিল আ'লামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা তাক্বোব্বাল মিন্নী (অথবা বলবে মিং ফুলানিবনী ফুলানিন বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার)।

বিঃ দ্রঃ 'ফুলানিবনি' 'ফুলানিন' এর স্থানে কুরবানী দাতা ও তার পিতার নাম বলতে হবে। কুরবাণী দাতা মেয়ে হলে এবনির স্থানে 'বিনতি' বলতে হবে। কুরবানীর পশু কুরবানী দাতার নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। তা না হলে পরহেজগার ব্যক্তিকে দিয়ে যবেহ করাবে।

আইয়ামে নহর বা কুরবানীর দিন হাঁস, মুরগী যবেহ করা

আইয়ামে নহর হলো যিলহজ্জ মাসের **১০, ১১** এবং **১২ই** যিলহজ্জ। এই তিন দিন কুরবানীর দিন। মুসলমানদের আইয়ামে নহর বা কুরবানীর দিনে যারা মজুসী বা অগ্নী উপাসক তারা তাদের ধর্মীয় বিধান মুতাবিক হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে থাকে। এখন যদি কোনো মুসলমান কুরবানীর এই ৩ দিন হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে তাহলে মজুসীদের সাথে তাশাব্বুহ্ বা সাদৃশ্য হবে। কারণ হুযূর পাক (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ : "যে ব্যক্তি, যে সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" ***(তিরমিযী, মিশকাত শরীফ)***

আর যদি কোনো মুসলমান সাধারণভাবে উক্ত সময়ে হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে, তাহলে সেটা মাকরূহ্ তাহরীমী হবে, যেহেতু এটাও তাশাব্বুহ হয়ে যায়।

আর যদি কোনো মুসলমান খুব জরুরতে হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে, তাহলে সেটাও মাকরূহ্ তানযীহ হবে। আর এমন কোনো মুসলমান, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব অথবা ওয়াজিব নয়, তারা যদি কুরবানীর দিন হাঁস, মুরগী ইত্যাদি খেতে চায়, তাহলে তারা যেন সুবহে সাদিকের পূর্বেই সেটা যবেহ্ করে, কেটে, পাক করে রেখে দেয় অথবা শুধু যবেহ্ করে, কেটে রেখে দিবে পরে পাক করলেও চলবে। ***{ফতওয়ায়ে শামী, আলমগীরি, ফতহুল ক্বাদীর, শরহে হিদায়া ইত্যাদি।}***

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কদম মুবারকে যেন আজীবন ইস্তেকামত থাকতে পারি-আমীন।
মুহাম্মাদ রিফাত (কিতাব বিভাগ)
MMD. ইমাম আশরাফ সিদ্দীকী সুন্নতী মডেল স্কুল, কলেজ এন্ড এতিমখানা মাদ্রাসা, বারোপুর, বগুড়া।

১৪ই যিলহজ্জ চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হওয়ার ঐতিহাসিক দিবস

আনুষ্ঠানিক নুবুওওয়াত প্রাপ্তির ৬ষ্ঠ বছর ১৪ই যিলহজ্জ রাতে পবিত্র মক্কা শরীফে আবু জাহিল, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আছ ইবনে ওয়াইল ও হাবিবে ইয়ামান প্রমুখ কুরাইশ কাফিররা সমবেত হয় এবং নবীজি পাক (ﷺ) উনার খিদমত মুবারকে উপস্থিত হয়ে আবেদন জানায় যে, আপনি যদি সত্য নবী হয়ে থাকেন তাহলে চাঁদকে দ্বি-খন্ডিত করে দিন। তিনি বললেন, আমি যদি (তোমাদের দাবী অনুযায়ী) এরূপ করে দিতে পারি তা হলে তোমরা কি ঈমান আনবে? তারা বলল, হাঁ, আমরা ঈমান আনবো। নবীজি পাক (ﷺ) তিনি মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট এরূপ হওয়ার জন্য দু'আ করলেন। অর্থাৎ চাঁদ দ্বি-খন্ডিত হওয়ার জন্য দু'আ করলেন। তখন উনার নির্দেশ মুবারকে চাঁদ দুই টুকরা হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রত্যেক কাফিরের (উপস্থিত) নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, হে অমুক! হে অমুক!! সাক্ষী থাক। তখন উপস্থিত সকল লোকেই উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করলো যে উভয়েই এতই পার্থক্য হয়ে গিয়েছিল যে, উভয়ের মাঝে হেরা পর্বত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। কাফিররা বলে উঠলো, এটা হচ্ছে উনার জাদু। নাউযুবিল্লাহ!

পবিত্র হাদীস সংকলনের তৃতীয় যুগের মুহাদ্দিছীনে কিরাম উনাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিছ হচ্ছেন হযরত আবু নুয়াইম আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইস্পাহানী (রহমة الله عليه) তিনি উনার সংকলিত 'দালায়িলুন নুবুওওয়াহ' নামক প্রসিদ্ধ হাদীছ শরীফ গ্রন্থ উনার মধ্যে হযরত আতা (রحمة الله عليه) ও হযরত জোহাক্ব (رحمة الله عليه) সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) উনার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করা হয়েছে |

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) বলেন, আমরা মিনায় নবীজি পাক (ﷺ) উনার সাথে ছিলাম। তিনি চন্দ্রকে দ্বি-খন্ডিত করলেন এবং এক খন্ড আবু কোবাইস পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল ও এক খন্ড পাহাড়ের উপরে রইলো। তখন হুজুর পাক (ﷺ) বললেন, তোমরা সাক্ষী থেকো। ***(সহীহ্ বুখারী শরীফ ১/৫৪৬; সহীহ্ মুসলিম শরীফ ২/৩৭৩)***

হযরত আনাস ইবনে মালেক (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, মক্কা শরীফ বাসীরা হুজুর পাক (ﷺ) উনার কাছে (নবুওয়্যাতের) কোনো নিদর্শন দেখতে চাইলো। তখন হুজুর পাক (ﷺ) মহান আল্লাহ তাআ'লা উনার হুকুমে চন্দ্রকে দ্বি-খন্ডিত করে দেখিয়ে দিলেন। তারা (সাহাবায়ে কিরাম ও কাফেররা) দেখতে পেল যে, চাঁদের দুই খন্ড হেরা পাহাড়ের দুই পার্শ্বে চলে গিয়েছে। ***সূত্রঃ সহীহ্ বুখারী শরীফ ১/৫৪৫; সহীহ্ মুসলিম শরীফ ২/৩৭৩; জামে তিরমিযী শরীফ ৩২৮৫; মুসনাদে আহমদ শরীফ ৩/১৬৫; দালাইলুন নুবুওয়াহ ২/২৬২-২৬৮; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৩/৩৫৪, ৩৬১; ফাতহুল বারী ৭/২২১; আততাহরীর ওয়াত তানবীর ২৭/১৬৩; আদ্দুররুল মানসুর ৬/১৩২-১৩৪; তাফসীরে কুরতুবী ১৭/১২৫-১২৮; তাফসীরে মাযহারী ৯/১৩৫)***

মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে যিলহজ্জ মাসের আমলগুলো করে উনার নৈকট্য হাসিল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার সুন্নতী জামে মসজিদ ও এতিমখানা মাদ্রাসার বহুমুখী দ্বীনি কাজ চলছে।
উক্ত হক্বের জিহাদে আপনিও চাইলে শরীক হতে পারেন।
মুর্শিদ ক্বিবলা উনার একমাত্র নিজস্ব নাম্বার
০১৩৪৪-৯৯১৭১১ (বিকাশ/নগদ/রকেট+৬)
অথবা
অনলাইন ব্যাংকিং "ইসলামী ব্যাংক বড়গোলা শাখা বগুড়া (BD) Md Ashraf Alimullah একাউন্ট নম্বর-
২০৫০৩১২০২০০১৪৪৪০৭

✪ আমেনা বস্ত্রবিতান এন্ড কসমেটিক্স
এখানে শাড়ী, লুঙ্গী, থ্রী-পিছ, ওড়না, প্যান্ট, শার্ট, বিবাহের শাড়ী ও সকল প্রকার প্রসাধনী সামগ্রী পাওয়া যায়।
প্রো: মুহাম্মাদ আল-আমিন শেখ
মোবাইল: ০১৭২৯-৩০৯৫৭২, ০১৭৬১-৭৬৭২৬৫
ঠিকানা: জে. এস প্লাজা, দোকান নং-০১, শম্ভুগঞ্জ পূর্ব বাজার, সদর, ময়মনসিংহ।

যিলহজ্জ মাসের বিশেষ দিবস সমূহঃ

★ **১লা যিলহজ্জঃ** পবিত্র যিলহজ্জ মাসের বরকতময় প্রথম ১০ দিনের রোযা রাখার ফজিলত ১ বছর রোযা রাখার সমপরিমাণ এবং প্রতি রাতের ইবাদত পবিত্র শবে ক্বদরের সমপরিমাণ ফজিলতপূর্ণ। সুবহানাল্লাহ্!

★ **২রা যিলহজ্জঃ** সাইয়্যিদাতু নিসায়ি আহলিল জান্নাহ্, হযরত ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ) উনার সাথে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ) উনার বিবাহ মুবারক ২রা যিলহজ্জ ২য় হিজরী, সোমবার রাতে অনুষ্ঠিত হয়।

★ **৭ই যিলহজ্জঃ** সাইয়্যিদুনা হযরত ইমাম বাকীর (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) ৭ই যিলহজ্জ ১১৭ হিজরী সোমবার রাতে ওফাত তথা ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৫০ বছর ৫ মাস ৬ দিন অবস্থান করেন।

★ **৭ই যিলহজ্জ থেকে ১৩ই যিলহজ্জঃ** সম্মানিত দ্বীন ইসলামের চতুর্থ বুনিয়াদ বা স্তম্ভ পবিত্র হজ্জ।

★ **৯ই যিলহজ্জঃ** পবিত্র ইয়াওমুল আরাফা।

★ পবিত্র আইয়্যামে তাশরীক। যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত মোট ২৩ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায়ের পর- 'তাকবীরে তাশরীক' পাঠ করতে হয়। আর 'তাকবীরে তাশরীক' পাঠ করার দিনগুলোকে 'আইয়্যামে তাশরীক' বলে।

★ **১০ই যিলহজ্জ :** পবিত্র ঈদুল আদ্বহা, আইয়ামে তাশরীক, আইয়ামুন নহর।

★ এই রাত হচ্ছে ঈদুল আদ্বহার রাত। পবিত্র হাদীস শরীফে বর্ণিত দু'আ কবুলের ৫ রাত্রির মধ্যে অন্যতম একটি রাত।

★ **১১ই যিলহজ্জঃ** আইয়ামে তাশরীক ও আইয়ামুন নহর।

★ **১২ই যিলহজ্জঃ** আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) ১২ই যিলহজ্জ (নবীজি পাক ﷺ উনার জন্মগ্রহণের পৌনে ১৩ বছর পর) রবিবার জন্মগ্রহণ করেন।

★ **১২ই যিলহজ্জঃ** আইয়ামে তাশরীক ও আইয়ামুন নহর।

★ **১৩ই যিলহজ্জঃ** আইয়ামে তাশরীক।

★ **১৪ই যিলহজ্জঃ** চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হওয়ার দিবস। ১৪ই যিলহজ্জ, নবুওয়ত প্রকাশের ৬ষ্ঠ বছর, নবীজি পাক ﷺ উনার হাতের অঙ্গুলী মুবারকের ইশারায় চন্দ্র দ্বি-খন্ডিত হয়। সুবহানাল্লাহ!

★ **১৮ই যিলহজ্জঃ** হযরত উসমান গণী যিন নূরাইন (রাঃ) ১৮ই যিলহজ্জ ৩৫ হিজরী, জুমু'আর দিনে শাহাদাতবরণ করেন। তিনি ১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন খিলাফত পরিচালনা করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৮১ বছর ৯ মাস ১৫ দিন অবস্থান করেন। জান্নাতুল বাক্বী 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে উনাকে দাফন করা হয়।

★ **১৯শে যিলহজ্জঃ** উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমূনাহ বিনতে হারিছ রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা ১৯শে যিলহজ্জ ৫১ হিজরী, সোমবার দিনে ইন্তেকাল মুবারক করেন। তিনি দুনিয়ার যমীনে ৯৪ বছর ৫ মাস ১৬ দিন অবস্থান করেন।

★ **২৫শে যিলহজ্জঃ** ইসলামের ৩য় খলীফা হযরত উসমান গণী যুন নূরাইন (রাঃ) শাহাদাতবরণের পর ইসলামের ৪র্থ খলীফা হিসেবে হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু (রাঃ) ২৫শে যিলহজ্জ, ৩৫ হিজরী জুমআ'র দিনে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

★ **২৬শে যিলহজ্জঃ** নবীজি পাক ﷺ উনার সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত যাইনাব বিনতে খুযাইমাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা উনার ২৬শে যিলহজ্জ ৩য় হিজরী সোমবার রাতে বিবাহ মুবারক অনুষ্ঠিত হয়। তখন আম্মাজান উনার বয়স ছিল ৩০ বছর ২ মাস ৬ দিন।

✪ হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া ফ্যাশন ও এশিয়া গার্মেন্টস

এখানে যাবতীয় গার্মেন্টস সামগ্রী ও ছেলেদের সকল প্রকার তৈরি পোশাক পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম সিদ্দীকী

মোবাইলঃ ০১৭৯৬-৮৮৩৭০১, ০১৭৭৫-৭৩৮৭৫১

দোকান নং-১,২ এবং দোকান নং-৯, ১০, তালুকদার নিট মার্কেট, অগ্রণী ব্যাংকের সামনে হাসপাতাল রোড, কালাই, জয়পুরহাট।

নফল নামায পর্ব
সাপ্তাহিক দিন-রাতের নফল নামায
রবিবার রাতের নামায

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى لَيْلَةَ الْاَحَدِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ خَمْسِيْنَ مَرَّةً وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً۔

অর্থ : হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, (যে ব্যক্তি শনিবার দিনগত রাত) রবিবার রাতে বিশ রাকাত নামায পড়বে- প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা একবার, সূরা ইখলাছ পঞ্চাশবার এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস একবার করে পড়বে আর সালাম ফিরানোর পর নিজের এবং নিজের পিতা-মাতার জন্য একশতবার ইস্তেগফার পড়বে অতঃপর নবীজি পাক (ﷺ) উনার উপর দরূদ শরীফ প্রেরণ করবে এরপর নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ۔

এরপর পাঠ করবে,

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ اٰدَمَ صَفْوَةُ اللهِ وَ فِطْرَتِهٖ وَ اِبْرَاهِيْمُ خَلِيْلُ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مُوْسٰى كَلِيْمُ اللهِ وَ عِيْسٰى رُوْحُ اللهِ وَ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: অতঃপর আল্লাহর দরবারে দু'আ করবে, তবে নিশ্চয় তার দু'আ কবুল করা হবে। অসংখ্য ছওয়াবের অধিকারী হবে এবং নবীগণের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। সুবহানাল্লাহ্! **(গুনিয়াতুত ত্বালিবীন-২৭৮ পৃষ্ঠা)**

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট খাছ দোয়ার আবেদন

আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় আব্বাজান, আমি আপনার নগণ্য মুরিদ, মুহাম্মাদ রওশন জমির নাসির। আমি অনার্স চতুর্থ বর্ষের ছাত্র।
রংপুর সিটি কর্পোরেশন ৩১ নং ওয়ার্ডে আমার বাসা। মালিক যেন হক্বের উপর অবিচল রাখেন এবং সুস্থ রাখেন।

রবিবার দরূদ শরীফ পড়ার ফজিলত

হযরত হুজায়ফা (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুজুর পাক (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেন, তোমরা রবিবার দিন রোমদের (খ্রিষ্টানদের) বিরোধীতা করো। সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) জানতে চাইলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (ﷺ) আমরা রোমদের সাথে কোনো বিষয়ে/কেন বিরোধীতা করব? তখন নবীজি পাক (ﷺ) বললেন, যখন রবিবার আসে তখন তারা তাদের গির্জায় প্রবেশ করে মূর্তির ইবাদত করে আর আমাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। সুতরাং (তোমরা এদের জবাবে আমার উপর বেশি বেশি করে দরূদ শরীফ পড়।) এছাড়া তোমাদের (সাহাবীদের/উম্মতে মুহাম্মাদীর) যে কেউ/যারা সকালের নামায আদায়ের পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসাবস্থায় আল্লাহর তাসবীহ/যিকির করে এরপর দু'রাকাত নামায আদায় করবে, আল্লাহ তার/তাদের জন্য রহমতের দরজা খুলে দিবেন। অতঃপর আমার উপর সাত (৭) বার দরূদ শরীফ পড়লো এবং তার পিতা-মাতার জন্য, নিজের জন্য, সকল মু'মিনদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থণা করলো এবং আমার উপরে দরূদ শরীফ পড়লো, আল্লাহ পাক তার দু'আ-দরূদ কবুল করে সকলের গুনাহ মাফ করে দিবেন। অতঃপর যে বলবে- 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না আদামু সফওয়াতুল্লাহি, ওয়া ইবরাহীমু খলীলুল্লাহ, ওয়া মুসা কালীমুল্লাহ, ওয়া ঈসা রুহুল্লাহি ওয়া মুহাম্মাদান মুহাম্মাদুল্লাহি ﷺ।' এ দরূদটি পড়লে আল্লাহর উপর এ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর এ ব্যক্তিকে জান্নাতে নবীদের সাথে স্থান দেন। **(আল-কওলুল বদী-১৯১ পৃষ্ঠা)**

✪ সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার নিকট দোয়ার আবেদন

আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় আব্বাজান, আমাদের এস.এস.সি (দাখিল) পরীক্ষা চলছে। আপনার নেক নজর কামনা করছি।

মুহাম্মাদ হাফেজ তানজিল আল-আমিন, মুহাম্মাদ হাফেজ আব্দুস সালাম, মুহাম্মাদ হাফেজ ইয়াসিন, মুহাম্মাদ হাফেজ রিফাত, মুহাম্মাদ হাফেজ আসিফ। নগণ্য খাদেম, হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ, বারোপুর, বগুড়া।

ফতওয়া বিভাগ

নবীজি পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে উম্মতের কুরবানী করা সুন্নত।

নবীজি পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে কুরবানী করা সুন্নত। আমরা ওয়াজিব কুরবানী করার পাশাপাশি নবীজি পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে কুরবানী করে থাকি। এটা নিয়ে অনেকেই ফিতনা ছড়ায়। তারা নিজেরাও উক্ত আমল করেনা আবার অন্যকে আমল করতে নিরুৎসাহিত করে। নবীজি পাক ﷺ উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন কি'না এবং নবীজি পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে কুরবানী করা সুন্নত নাকি বিদআত? এই বিষয়ে সহীহ্ হাদীস শরীফ থেকে সনদসহ দলীল পেশ করবো।

তিরমিযী শরীফের ২৭৭ পৃষ্ঠায় এসেছে-

بِحَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ ضَحىّٰ بِكَبْشٍ فَقَالَ هَذَا عَمَّنْ لَّمْ يُضَحِّ مِنْ اُمَّتِيْ

অর্থ : হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজী পাক ﷺ একটি কুরবানী করেছেন। তিনি বলেন, আমার উম্মতের পক্ষ থেকে যারা কুরবানী করতে পারছেন না তাদের পক্ষ থেকে আমার এ কুরবানী করলাম। ***(তিরমিযী শরীফের ২৭৭ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজাহ্ শরীফের ২২৫ পৃষ্ঠার ৩১২১ ও ৩১২২ নং হাদীস, সুনানে আবু দাউদ শরীফের ৩৮৬ পৃষ্ঠার ২৭৯২ ও ২৭৯৫ নং হাদীস, মিশকাতের ১২৮ পৃষ্ঠার ১৪৬১ ও ১৪৬২ নং হাদীস, বজলুল মাজহুদ, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ।)***

তিরমিযী শরীফের ২৭৮ পৃষ্ঠায় এসেছে-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةَ ثَنَا يَعُوْعُبِبْ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرُوْ بِنْ اَبِيْ عَمْرُوْ عَنْ الْمُطَّلَبِ عَنْ ذجَابِرُ بِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيْ ﷺ الْاَضَحِيِّ بِالْمُصَلىٰ فَلَمَّا قَضىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِّنْبَرِهِ فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرْ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّيْ مِنْ اُمَّتِيْ

এই হাদীস শরীফে

فَأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرْ هَذَا عَنِّيْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّيْ مِنْ اُمَّتِيْ

অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর হাবীব হুজুর পাক ﷺ নিজ হাতে একটি দুম্বা কুরবানী করলেন এবং তিনি বললেন بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرْ আল্লাহর নামে যিনি মহান, এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের যারা কুরবানী দিতে পারে নি তাদের পক্ষ হতে। ***(তিরমিযী শরীফের ২৭৮ পৃষ্ঠা ১৫২১ নং হাদীস, আবু দাউদ শরীফের ৩৮৮ পৃষ্ঠার ২৮১০ নং হাদীস)***

আবু দাউদ শরীফের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় এসেছে-

حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ نَا عَبْدُ اللهِ اِبْنُ وَهَبٍ قَالَ اَخْبَرْنِيْ حَيَوَةُ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ صَخَرَ عَنْ اِبْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةِ بِنْ الزُبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَمَرَ بِكَبْشٍ اَقْرَنَ يَطَاءُ فِيْ سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِيْ سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِيْ سَوَادٍ فَأُتِيَ بَهَ فَضَحَّى بِه فَقَالَ يَا عَائِشَةَ هَلُمِّى الْمُدَيَةَ ثُمَّ قَالَ اَشْحَذِيْهَا بِحِجْرٍ فَفَعَلَتْ فَاَخَذَهَاوَ اَخَذَ الْكَبْشَ فَاَ ضَبَحَعَهُ فَذَبَحَهُ وَ قَالَ بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مَنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحّٰى بِه.

অর্থ : হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা হতে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ দুম্বা কুরবানী করতে আদেশ করতেন। তার কাছে সুন্দর শিং বিশিষ্ট কালো, সুন্দর চোখ বিশিষ্ট, সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট দুম্বা আনা হলো। অতঃপর তিনি জবেহ করলেন। তিনি বলেন হে আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা! আমাকে একটি ছুরি দিন। তিনি আরো বলেন এটা ধার দিয়ে দিন। তিনি ধার দিয়ে দিলেন। তিনি ছুরিটি নিলেন এবং দুম্বাটি কাছে নিলেন। এরপর দুম্বাটিকে শুয়ে ফেললেন। যবেহ করার পূর্বে তিনি বললেন, بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مَنْ مُحَمَّدٍ وَاٰلِ مُحَمَّدٍ وَ مِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'আল্লাহর নামে, আয় আল্লাহ পাক! আপনি কুরবানী কবুল করুন মুহাম্মাদ ﷺ উনার পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদ

ﷺ উনার পরিবারের পক্ষ থেকে এবং মুহাম্মাদ ﷺ উনার উম্মতের পক্ষ থেকে। অতঃপর তিনি ইহা যবেহ করলেন। *(আবু দাউদ শরীফের ৩৮৬ পৃষ্ঠার ২৭৯২ নং হাদীস)*

আবু দাউদ শরীফের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় অপর হাদীস শরীফে এসেছে-

حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى الرَّازِىُّ قَالَ نَا عِيْسٰى قَالَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ قَالَ ذَبَحَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ اَقْرَنَيْنِ اَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْ ءَيْنِ فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتُ وَالاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًاوَّمَااَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَّلٰوتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحيَا ىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَّ اُمَّتِه بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ.

অর্থ : জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ رضي الله عنه বলেন, কুরবানীর দিবসে হুজুর পাক ﷺ সুন্দর শিং বিশিষ্ট, অত্যন্ত উন্নত মানে ও সুন্দর চোখ বিশিষ্ট (আকর্ষণীয়) দুটি দুম্বা জবেহ করলেন। জবেহর শুরুতে এগুলোকে ক্বিবলামুখী করা হলো এবং হুজুর পাক ﷺ বললেন,

اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتُ وَالاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًاوَّمَااَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَّلٰوتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحيَا ىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অতঃপর বললেন, আয় আল্লাহ পাক! এই কুরবানী মুহাম্মাদ ﷺ উনার পক্ষ থেকে ও তার উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করুন, আল্লাহর নামে যিনি মহান। অতঃপর তিনি যবেহ করলেন। *(আবু দাউদ শরীফের ৩৮৬ পৃষ্ঠার ২৭৯২ ও ২৭৯৫ নং হাদীস, তিরমিজী শরীফের ২৭৭ ও ২৭৮ পৃষ্ঠার ১৫০৫ ও ১৫২১ নং হাদীস, মিশকাত শরীফের ১২৮ পৃষ্ঠার ১৪৬১ ও ১৪৬২ নং হাদীস, ইবনে মাজাহ শরীফের ১২৫ পৃষ্ঠার ৩১২১ ও ৩১২২ নং হাদীস, মিরকাত, লুম'আত, আশআতুল লুমআত, সুনানুদ দারেমী, দারে কুতনী, তুহফাতুল আহওয়াজি শরহে তিরমিজি, মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক, বজলুল মজহুদ শরহে আবু দাউদ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব।)*

আবু দাউদ শরীফের ৩৮৮ পৃষ্ঠার ২৮১০ নং হাদীস শরীফে এসছে-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْوُعْبِبْ يَعْنِىْ الْاَسْكَنْدَرَانِىُّ عَنْ عَمَرُوْ بِنْ اَبِىْ عَمَرُوْ عَنْ الْمُطَّلَبِ عَنْ ذجَابِرُ بِنْ عَبْدُ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ الْاَضَحِىّ فِىْ الْمُصَلىٰ فَلَمَّا قَضىٰ خُطْبَتَهُ نَزَلَ عَنْ مِّنْبَرِهِ وَاُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ هَذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّىْ مِنْ اُمَّتِىْ

এই হাদীস শরীফে

وَاُتِىَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللهِ وَاللهُ اَكْبَرُ هَذَا عَنِّىْ وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّىْ مِنْ اُمَّتِىْ অংশে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর হাবীব হুজুর পাক ﷺ নিজ হাতে একটি দুম্বা কুরবানী করলেন এবং তিনি বললেন, "আল্লাহর নামে যিনি মহান, এটা আমার পক্ষ থেকে এবং আমার উম্মতের যারা কুরবানী দিতে পারে নি তাদের পক্ষ হতে।" **(তিরমিযী শরীফের ২৭৮ পৃষ্ঠা ১৫২১ নং হাদীস, আবু দাউদ শরীফের ৩৮৮ পৃষ্ঠার ২৮১০ নং হাদীস)**

কওমীদের লিখা কিতাবের দলীল : হাদীস শরীফে এসেছে হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু তাআ'লা আনহা থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ ﷺ কুরবানীর দুম্বা যবেহ করার সময় বললেন-

بِسْمِ اللهِ . اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ . وَ آلِ مُحَمَّدٍ . وَمِنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ

অর্থ : আল্লাহর নামে, আয় আল্লাহ্ পাক! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কবুল করে নিন। *(সুনানে আবু দাউদ ২৭৯৪, বজলুল মাজহুদ, মিশকাত, মিরকাত*

ইত্যাদি, জামিল মাদ্রাসার এক নং হুজুর ইয়াকুব সাহেবের মাদ্রাসার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস সিদ্দিকুল্লাহ রাশেদীর কিতাবের ২৪ পৃষ্ঠা)

নবীজী ﷺ উনার পক্ষে উম্মতের কুরবানী করা সুন্নত

আবু দাউদ শরীফের ৩৮৫ পৃষ্ঠার বাবের নাম بَابُ الأُضْحِيَّةِ عَنِ الْمَيِّتِ 'বাবু উদ্বহিয়াতি আনিল মাইয়িত' বা মাইয়িত এর পক্ষ হতে কুরবানী

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي الْحَسْنَاءِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا رضي الله عنه يُضَحِّيْ بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذَا فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَوْصَانِيْ اَنْ اُضَحِّيَ عَنْهُ فَاَنَ اُضَحِّيْ عَنْهُ

অর্থ : তাবেয়ী হানাস (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) বলেন, আমি আলী رضي الله عنه কে দুইটি দুম্বা কুরবানী করতে দেখেছি। তখন আমি আলী رضي الله عنه কে জিজ্ঞাসা করলাম এটা কী? আলী رضي الله عنه বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে অসিয়ত করেছেন, আমি যেন উনার পক্ষ থেকে প্রতি বছর কুরবানী করি। তাই আমি উনার পক্ষ থেকে প্রতি বছর কুরবানী করি। ***(সহীহ্ আবু দাউদ শরীফের ৩৮৫ পৃষ্ঠার ২৭৯০ নং হাদীস, ইলাউস সুনান ১৭তম খন্ড ২৬৮ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফ ১২৭ ও ১২৮ পৃষ্ঠার ১৪৬১ ও ১৪৬২ নং হাদীস, তিরমিযী শরীফের ২৭৫ পৃষ্ঠার ১৪৯৫ নং হাদীস, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ।)***

তিরমিযী শরীফের ২৭৫ পৃষ্ঠার ১৪৯৫ নং হাদীসে এসেছে فَلَا اَدَعُهُ اَبَدًا 'আমি ইহা কখনোই পরিত্যাগ করবো না।'

কওমীদের লিখা কিতাবের দলীল : তাই সামর্থবান ব্যক্তির রসূল পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবীজী পাক ﷺ আলী رضي الله عنه কে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার অসিয়ত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রসুল পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন।

(সুনানে আবু দাউদ ২য় খন্ড ২৯ পৃষ্ঠা, সহীহ্ আবু দাউদ শরীফের ৩৮৫ পৃষ্ঠার ২৭৯০ নং হাদীস, জামে তিরমিজী ১ম খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা, ইলাউস সুনান ১৭তম খন্ড ২৬৮ পৃষ্ঠা, মিশকাত ১২৮ পৃষ্ঠার ১৪৬১ ও ১৪৬২ নং হাদীস, মিরকাত, লুমআত, আশআতুল লুমআত, তুহফাতুল আহওয়াজী, বজলুল মাজহুদ সহ অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ, জামিল মাদ্রাসার এক নং হুজুর ইয়াকুব সাহেবের মাদ্রাসার প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস সিদ্দিকুল্লাহ রাশেদীর কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠা)

সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে

مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করবে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন- যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে। *সহীহ্ বুখারী শরীফ-৭২৮০ নং হাদীস (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৭৭১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৭৮৩)*
যারা আল্লাহর রাসূলের সহীহ হাদীসকে জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরিত্যাগ ক'রে কারো স্বকল্পিত রায় কিয়াসের অনুসরণ করে তারা আল্লাহর রাসূলের অবাধ্য"।

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনি আমর ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল পাক ﷺ বলেন- আমার উম্মতেরা ৭৩ দলে বিভক্ত হবে (আমল আক্বিদার দিক থেকে) ৭২ দল (নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালেমার স্বীকৃতি দেওয়ার পরেও) জাহান্নামী হবে এক দল জান্নাতী হবে। সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহু গণ বললেন ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ কোন দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু তায়া'লা আনহুদের মত পথ ও আমল আক্বিদা এবং ব্যাখ্যার সাথে যাদের মত পথ আমল আক্বিদা ও ব্যাখ্যা মিলে যাবে তারাই জান্নাতী দল। *(মিশকাত ৩০ পৃ, ১৭১ নং হাদীস, আবু দাউদ ৪৫৯৭ নং ও তিরমিযী-২৬৪১ নং হাদীস শরীফ সহ প্রায় ১০৫টি হাদীস শরীফের কিতাব)।*

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّ ابُوْنَ ـ يَأْتُوْ نَكُمْ مِّنَ الْاَ حَادِ يْثِ بِمَالَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَلَا اٰبَائُكُمْ فَاِيَّا كُمْ وَاِيَّا هُمْ لَا يُضِلُّوْ نَكُمْ وَلَا يُفْتِنُوْ نَكُمْ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ ـ

হযরত আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কায্যাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোন দিন শোন নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্ব পুরুষ মুমিনেরা কোনদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফেৎনায় ফেলতে পারবে না, এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"।- ***(সহীহ্ মুসলিম- ৭ নং হাদীস শরীফ, তিরমীযি, মিশকাত, মিরকাত সহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)***

প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ

◈ প্রশ্ন : কোন সমস্ত মানুষের উপর কুরবানী ওয়াজিব?
(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ নিজাম উদ্দিন)

উত্তর : প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নারী-পুরুষ, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণ এবং সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্য সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হবে, তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

হযরত আবু হুরায়রা (﵁) হতে বর্ণিত- নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন, "যে ব্যক্তির সামর্থ্য থাকার পরেও কুরবানী করেনা, সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (ইবনে মাজাহ্-৩১২৩ নং হাদীস শরীফ)

◈ প্রশ্ন : কুরবানী করার সুন্নতী পদ্ধতি কি?
(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আতিক হাসান, জয়পুরহাট)

উত্তর : কুরবানীর পশুকে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে পশ্চিমে ঈষৎ বাঁকা করে শোয়ায়ে নিম্নের দোয়া পড়ে যবেহ করবে।

اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَاِلَيْكَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ . اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى اَوْ مِنْ فُلَانِ اِبْنِ فُلَانٍ بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ : আল্লহুম্মা মিংকা, ওয়া ইলাইকা ইন্না ছলাতি, ওয়া নুছুকি, ওয়া মাহইয়া ইয়া, ওয়া মামাতি, লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বি যালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুসলিমীন। আল্লহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী (অথবা বলবে মিন ফুলানিবনী ফুলানিন বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার)।

বিঃ দ্রঃ 'ফুলানিবনি' 'ফুলানিন' এর স্থানে কুরবানী দাতা ও তার পিতার নাম বলতে হবে। কুরবানী দাতা মেয়ে হলে এবনির স্থানে 'বিনতি' বলতে হবে। কুরবানীর পশু কুরবানী দাতার নিজ হাতে যবেহ করাই উত্তম। তা না হলে পরহেজগার যার ঈমান এবং আক্বিদা ঠিক আছে এরূপ ব্যক্তিকে দিয়ে যবেহ করাবে।

প্রথমে জবেহকারীকে পবিত্রতা হাসিল করা,-তৎপর জবেহের অস্ত্রকে উত্তমরূপে ধার দিয়ে নেওয়া। তারপর নির্দিষ্ট পশুকে জমিনে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শায়িত করে পশুর মুখ ক্বিবলার দিক করবে এবং জবেহকারী ও ধৃতকারী সকলেই পশ্চিম মুখী হয়ে দাঁড়াবে। জবেহকারী বাম হাতে পশুর মাথা ধরবে এবং ডান পার্শ্বে পশুর অবশিষ্ট দেহ রাখবে। অতঃপর بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ (বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার) বলে গলায় ছুরি চালায়ে কণ্ঠনালী, শ্বাসনালী ও উহার দুই পার্শ্বের দুইটি রক্ত শিরা কেটে রক্ত প্রবাহিত করবে। *(বুখারী, মুসলিম, শরহে বেকায়া, কিতাব আল আছার, দারেমীসহ অসংখ্য কিতাব)*

পাখী জাতীয় প্রাণী জবেহ করতে হলে একই নিয়ম কিন্তু ভূমিতে শায়িত করার আবশ্যকতা নেই। সর্বক্ষেত্রে জবেহকারীকেই بِسْمِ اللهِ (বিস্মিল্লাহ) বলতে হবে অন্যে বললে চলবেনা। *(আলমগীরি, কিতাব আল আছার, শামী, মুসলিমসহ অসংখ্য কিতাব)*

জবেহের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اَذْبَحَ هٰذَا الْحَيْوَانَ بِحَيْثُ يَخْرُجُ عَنْهُ الدَّمُ الْمَسْفُوْحُ وَتَكُوْنُ لَحْمُهٗ حَلَالًا لِّجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ

বাংলা উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আযবাহা হাযাল হাইওয়ানা বিহাইছু ইয়াখরুজু আনহুদ্দামুল মাছফুহু, ওয়া তাকুনু লাহ্মুহু হালালাল লিজামীয়ি'ল মু'মিনীনা ওয়াল মু-মিনাতি 'বিসমিল্লাহি আল্লহু আকবার'। *(শরহে বেকায়া, কিতাব আল আছার, দারেমী, দারে কুতনীসহ অসংখ্য হাদীস শরীফের কিতাব)*

জবেহকৃত প্রাণীর নারী ভূড়ি কেটে বের করার পূর্বে কোনোক্রমেই আগুনে শেকা অথবা গরম পানিতে ডোবানো যাবে না। (সমূহ সহীহ্ হাদীস শরীফের কিতাব)

◈ প্রশ্ন: কুরবানীর দিন হাঁস-মুরগী যবেহ করা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ্)

উত্তর : আইয়ামে নহর হল যিলহজ্জ মাসের **১০, ১১** এবং **১২ই** যিলহজ্জ। এই তিন কুরবানীর দিন। মুসলমানদের আইয়ামে নহর বা কুরবানীর দিনে যারা মজুসী বা অগ্নী উপাসক তারা তাদের ধর্মীয় বিধান মুতাবিক হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে থাকে। এখন যদি কোন মুসলমান কুরবানীর এই ৩ দিন হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে তাহলে মজুসীদের সাথে তাশাব্বুহ্ বা সাদৃশ্য হবে। কারণ হুযূর পাক (ﷺ) বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

অর্থ : "যে ব্যক্তি, যে সম্প্রদায়ের সাথে মিল রাখে, সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" *(তিরমিযি, মিশকাত শরীফ)*

আর যদি কোনো মুসলমান সাধারণভাবে উক্ত সময়ে হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে, তাহলে সেটা. মাকরূহ্ তাহরীমী হবে, যেহেতু এটাও তাশাব্বুহ হয়ে যায়।

আর যদি কোনো মুসলমান খুব জরুরতে হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ্ করে, তাহলে সেটাও মাকরূহ্ তানযীহ হবে। আর এমন কোনো মুসলমান, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব অথবা ওয়াজিব নয়, তারা যদি কুরবানীর দিন হাঁস, মুরগী ইত্যাদি খেতে চায়, তাহলে তারা যেন সুবহে সাদিকের পূর্বেই সেটা যবেহ্ করে, কেটে, পাক করে রেখে দেয় অথবা শুধু যবেহ্ করে, কেটে রেখে দিবে পরে পাক করলেও চলবে। *{ফতওয়ায়ে শামী, আলমগীরি, ফতহুল ক্বাদীর, শরহে হিদায়া ইত্যাদি।}*

◈ প্রশ্ন: যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় তারা কি কুরবানীর ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুল লতিফ)

উত্তর: সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

عَنْ حَضْرَتْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرْتُ بِيَوْمِ الْاَضْحٰى عِيْدًا جَعَلَهُ اللهُ لِهٰذِهِ الْاُمَّةِ قَالَ لَهٗ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ اَجِدْ اِلَّا مَنِيْحَةً اُنْثٰى اَفَاُضَحِّيْ بِهَا قَالَ لَا

وَلٰكِنْ خُذْ مِنْ شَعْرِكَ وَاَظْفَارِكَ وَتَقُصُّ شَارِبَكَ وَتَحْلَقُ عَانَتَكَ فَذٰلِكَ تَمَامُ اُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ اللهِ۔

অর্থ : "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উনার থেকে বর্ণিত। হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, আমি পবিত্র কুরবানীর দিনকে ঈদের দিন হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। মহান আল্লাহ পাক তিনি উক্ত দিনটিকে এই উম্মতের জন্য ঈদ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। এক ব্যক্তি হুযুর পাক (ﷺ) উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (ﷺ)! আমি যদি একটি মাদী মানীহা (উটনী) ব্যতীত অন্য কোনো পশু পবিত্র কুরবানীর জন্য না পাই, তাহলে উক্ত মাদী মানীহাকে কুরবানী করার ব্যাপারে আপনার কি মত? জবাবে হুযূর পাক (ﷺ) তিনি ইরশাদ মুবারক করেন, না। আপনি উক্ত পশুটিকে কুরবানী করবেন না বরং আপনি পবিত্র কুরবানীর দিন আপনার (মাথার চুল ও হাত-পায়ের নখ কাটবেন। আপনার গোঁফ ছোট করবেন এবং আপনার দেহের নিম্নাংশের পশম কাটবেন। এটাই মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট আপনার পূর্ণ কুরবানী অর্থাৎ এর দ্বারা আপনি মহান আল্লাহ পাক উনার নিকট পবিত্র কুরবানীর পূর্ণ ছওয়াব পাবেন।" *(আবু দাঊদ শরীফ)*

উক্ত পবিত্র হাদীছ শরীফ উনার ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে যে, যারা পবিত্র কুরবানী করার সামর্থ রাখে না , তাদের জন্যও পবিত্র যিলহজ্জ শরীফ মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে পবিত্র কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নিজ শরীরের চুল, নখ ইত্যাদি না কাটা মুস্তাহাব-সুন্নত। আর যে ব্যক্তি তা কাটা থেকে বিরত থাকবে, সে একটি পবিত্র কুরবানীর ছওয়াব পাবে।

◈ প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর গোস্ত বন্টনের নিয়ম কি?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ তাওহিদ, পাবনা)

প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর সমস্ত গোস্ত কুরবানী দাতার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশী হলে একা খাওয়াও জায়েজ আছে। তবে গোস্ত (বন্টন করে) দান করা সুন্নাত। গোস্ত বন্টনের মুস্তাহাব-সুন্নত নিয়ম হচ্ছে: গোস্তকে তিনভাগ করে, একভাগ নিজের জন্য, একভাগ আত্নীয়-স্বজনের জন্য অপর এক ভাগ মিছকীন বা গরীব দুঃখীদের জন্য। তাদের গোস্তের ভাগে যেন কুরবানী দাতা এবং ধনী ব্যক্তি ভাগ না বসায়। যা বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় সামাজিকতার নামে দেখা যায় যাকে গোশত বদল বলা হয়। আসলে নিয়ম ছিল সামাজিকতার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সকলের ৩য় নং ভাগ জমা হবে এবং যারা কুরবানী দিতে পারে নাই বা ফকির মিছকিন তাদেরকে খুঁজে খুঁজে গোস্তগুলো বণ্টন করার নাম ছিল সামাজিক দাবী। কিন্তু এখন তার বিপরীত জমাকৃত গোস্তগুলো কুরবানী দাতাদের বাড়ীতেই গোস্তবদল হিসাবে পাঠানো হয় যা নিজে বমি করে তা আবার খাওয়ার মত। কারণ দানকৃত জিনিসে আর মালিকের মালিকানা বা দাবী থাকেনা। *(বেদায়া, নেহায়াসহ সমূহ ফতওয়ার কিতাব ও হাদীস শরীফের কিতাব)*

◈ প্রশ্ন: অবিবাহিত ইমামের পিছনে নামাজ পড়া যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল, টাঙ্গাইল)

ইমামতি শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমাম বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। তাই অবিবাহিত সাবালকযোগ্য ব্যক্তির পেছনে নামাজ পড়া নিঃসন্দেহে জায়েজ। (রদ্দুল মুহতার : ১/৫৫০) ইমামতির জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়; বরং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআ'তের আক্বিদাসম্পন্ন কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান, শুদ্ধ তিলাওয়াত এবং তাক্বওয়া থাকলেই সেই ইমামের পিছনে নামাজ হবে। তবে ইমাম যদি শরীয়তবিরোধী কোনো হারাম কাজের সাথে লিপ্ত থাকে সেই ইমামের পিছনে নামাজ পড়া যাবে না।

আল্লাহ্ পাক কুরআন শরীফে ইরশাদ মুবারক করেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

অর্থ: আর ওই ব্যক্তির আনুগত্য করো না, যার অন্তরকে আমি আমার যিকির থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং যার কর্ম বিনষ্ট হয়েছে। (সূরা কাহাফ-২৮ নং আয়াত শরীফ)

অতএব সঠিক আক্বিদা ও তাক্বওয়াসম্পন্ন অবিবাহিত ইমামের পিছনে নামাজ আদায় করা যাবে।

✪ মোমেনা নার্সিং হোম
মোবাইল: ০১৭১৮-৯৯৬১১৮
ঠিকানা: দত্তবাড়ী, কাটনারপাড়া, রংপুর রোড, বগুড়া।

◈ প্রশ্ন: পাগড়ি, রুমাল পরিধান করা অবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানা করা যাবে কি'না?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ শাহীনুর আলম সিদ্দীকী, ময়মনসিংহ)

উত্তর: পাগড়ি, রুমাল বা টুপি মাথায় দিয়ে প্রস্রাব-পায়খানা করা শুধুমাত্র জায়েজই নয়, বরং এটি ইসলামি আদব বা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি করা উত্তম বা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) আমল।

ইসলামি ফিকহ ও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী, টয়লেটে প্রবেশের সময় মাথা ঢেকে রাখা শিষ্টাচারের অংশ। খালি মাথায় টয়লেটে প্রবেশ করা অনুচিত এবং অপছন্দনীয় বলে গণ্য করা হয়। তাই পাগড়ি বা রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা অনেক ভালো একটি অভ্যাস।

পায়খানায় প্রবেশের সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উত্তম:

১. মাথা ঢেকে রাখা: পুরুষদের জন্য মাথায় টুপি, পাগড়ি বা রুমাল দিয়ে মাথা ঢেকে টয়লেটে প্রবেশ করা সুন্নত ও আদব। এটি অপবিত্র স্থান থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে রাখার একটি উপায়।

২. বাম পা দিয়ে প্রবেশ: টয়লেটে প্রবেশের সময় অবশ্যই বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হবে এবং বের হওয়ার সময় ডান পা দিয়ে বের হতে হবে।

◈ প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর বয়স কম করে কতো হতে হবে ?

(প্রশ্নকারী: মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক)

উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছর হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে। উল্লেখ্য :- ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। (কাযীখান ৩/৩৪৮)

ঘটনা পর্ব :

মা বাবা'র দোয়া'র বরকতে কোটিপতি : (২য় পর্ব)

✍ মুহাম্মাদ নূর আলম সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর.....

ছেলে আবার সেই গাভীটিকে নিয়ে মায়ের কাছে আসলো। মা তখন বললেন যে দেখ, ব্যাপারটা অন্য রকম মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই উনারা মানুষ নন, উনারা ফেরেশতা আলাইহিমুস সালাম হবেন। তুমি এক কাজ করো তাদের কাছে গিয়ে পরামর্শ করো। জিজ্ঞাসা করো, গাভীটার মূল্য কত হবে? কত দিয়ে বিক্রি করা যাবে? কখন বিক্রি করবো? ছেলেটির মা প্রকৃত বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। ছেলেটি ফিরে এসে দেখলো, লোকগুলো তখনও রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করলো: আচ্ছা, আপনাদের কাছে আমার মা পাঠিয়েছেন পরামর্শ করার জন্য। এটার কত মূল্য হতে পারে এবং কখন কোথায় এটা বিক্রি করবো? তখন ফেরেশতাগণ বললেন এক কাজ করো, তুমি এটা এখন বিক্রি করো না। কিছুদিন পর মহান আল্লাহ পাক উনার রসূল, হযরত মূসা কালীমুল্লাহ ﷷ উনার একটি ঘটনা ঘটবে। সে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকদের একটা গাভীর প্রয়োজন হবে তখন তারা তোমার গাভীটা কিনে নিবে। তুমি বলবে, এই গাভীর চামড়াটা ছাড়িয়ে নেয়ার পর তা পরিপূর্ণ করতে যত স্বর্ণের দরকার ঠিক সেই পরিমান স্বর্ণ দিয়ে গাভীর চামড়া পূর্ণ করে দিলে গাভীটি বিক্রি করবো। এছাড়া তুমি রাজী হবে না। আর এখন এটা বিক্রি করো না। ঠিকই কয়েকদিন পর সেই ঘটনা ঘটলো। যে ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র সূরা বাক্বারা (৬৭-৭৩ নং আয়াত) শরীফে বর্ণিত আছে। বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি নিহত হলো। কিন্তু কে তাকে হত্যা করেছে তা সকলের অজানা। সেই নিহত ব্যক্তির চাচাতো ভাই বাদী হয়ে বিচার প্রার্থনা করলো এবং সে উনার জন্য এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করলো। তখন এ বিষয়টির ফায়সালার জন্য তারা হযরত মূসা কালীমুল্লাহ ﷷ

উনার নিকট আসলো। তিনি তখন মহান আল্লাহ পাক উনার আদেশ মুতাবিক বিষয়টি ফায়সালা করলেন। সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে উল্লেখ করেন, যখন হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام উনার সম্প্রদায়কে বললেন, হে আমার সম্প্রদায়! মহান আল্লাহ পাক তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করার আদেশ করেছেন। তারা বললো, হে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام! আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করেন? তিনি বলেন, আমি জিহালত বা মুর্খতা থেকে মহান আল্লাহ পাক উনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ পাক উনার নবী এবং রাসূলগণ আলাইহিমুস সালাম কখনও ঠাট্টা বিদ্রুপ করেন না। তখন তারা বললো, হে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام! আপনি মহান আল্লাহ পাক উনার কাছে জিজ্ঞাসা করুন, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, গাভীটি কচি বাচ্চাও হবে না আবার বৃদ্ধাও হবে না, মাঝামাঝি বয়সের হবে। যা আদেশ করা হয়েছে, তোমরা সেটা পালন করো। তখন তারা আবার বললো, হে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام! আপনি মহান আল্লাহ পাক উনার কাছে জিজ্ঞাসা করুন, গাভীটির রং কেমন হবে? মহান আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলেন, সেটা গাঢ় হলুদ রংয়ের হবে। এমন সুন্দর রং হবে যে, মানুষ দেখলে খুশী হয়ে যায়। তখন তারা আবার বললো, হে হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام! আপনি মহান আল্লাহ পাক উনার কাছে আর একটু জিজ্ঞাসা করুন, সেটা কেমন হবে? সমস্ত গাভী তো আমাদের কাছে এক রকম। ইনশা-আল্লাহ্ অবশ্যই আমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হবো। যখন তারা একথা বললো, তখন হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام বললেন, মহান আল্লাহ পাক তিনি জানিয়েছেন সেটা কখনও পানি টানেনি, যমীন চাষ করেনি। নিখুঁত, যার মধ্যে কোনো দাগ নেই অর্থাৎ কোন কাজ কর্ম ছাড়া পালিত এমন সুন্দর একটা গাভী। তখন তারা আবার বললো যে, আপনি সত্য কথাই বলেছেন। যেটা তাদের করার ইচ্ছা ছিল না। তারা সেটা করতে বাধ্য হলো। তারা যখন গাভী তালাশ করা শুরু করলো, তালাশ করতে গিয়ে যখন কোনো গাভী পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত সেই ছেলের গাভিটিই তাদের পছন্দ হলো। হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام যা বর্ণনা করেছেন হুবহু সেটার সাথে মিলে গিয়েছে। তখন তারা গিয়ে বললো, হে ছেলে! তোমার গাভীটি আমরা কিনতে চাই। তুমি এটার মূল্য কত নিবে? তখন সেই ছেলে হযরত ফেরেশতা আলাইহিমুস সালামগণ উনারা তাকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে মুতাবিক বললো, এটার মূল্য হচ্ছে, গাভীটি জবাই করে চামড়া খুলে তার চামড়ার মধ্যে যত স্বর্ণ জায়গা হবে ঠিক ততগুলো স্বর্ণ ওজন করে দিতে হবে। তাহলে আমি গাভী বিক্রি করবো। মহান আল্লাহ পাক জানতেন তারা অনেক অবৈধ স্বর্ণের মালিক ছিল। অবশেষে যখন তারা অনেক তালাশ করেও কোনো গাভী পেল না শেষ পর্যন্ত সেই গাভীটিই ক্রয় করলো এবং গাভীটি যবেহ করে তার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে তাতে একটা গাভী পরিমান স্বর্ণ ভর্তি করে মেপে সেই স্বর্ণ তাকে দিয়ে দিলো। মহান আল্লাহ পাক উনার কুদরত! এভাবেই সেই সন্তানের আজীবনের রিযিকের ফায়সালা হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ! এদিকে মূল ঘটনা হলো, বনী ইসরাঈলের এক লোক তার চাচাতো ভাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাত করার জন্য তাকে হত্যা করে অন্য একজনের নামে দোষ দেয়। অতঃপর সে নির্দোষ সাজার জন্য হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام উনার কাছে বিচার প্রার্থনা করে। তখন, মহান আল্লাহ পাক হযরত মূসা কালীমুল্লাহ عليه السلام উনাকে বলে দিলেন, সেই জবাইকৃত গাভীর একটা অংশ দিয়ে মুর্দাকে স্পর্শ করো। তাহলে মুর্দা জিন্দা হয়ে বলে দিবে কে তার হত্যাকারী? যখন তারা গাভীটার একটা অংশ কেটে নিয়ে সেই মুর্দার গায়ে স্পর্শ করলো সাথে সাথে মুর্দা জিন্দা হয়ে বলে দিলো, আমার যে চাচাতো ভাই বিচারপ্রার্থী হয়েছে, সেই আমাকে হত্যা করেছে। এভাবেই মহান আল্লাহ পাক তিনি সত্য প্রকাশ করে দিলেন। যা কালীমুল্লাহ শরীফ উনার সূরা বাক্বারার শরীফের ৭২ ও ৭৩নং আয়াত শরীফে উল্লেখ হয়েছে।

আর আলোচ্য ঘটনার মূল বিষয় হচ্ছে, সন্তানের প্রতি পিতার দোয়া। এখানে পিতা তার সন্তানের জন্য দোয়া

করেছিলেন যে, আল্লাহ পাক! আমার বিষয় সম্পত্তি তেমন নেই, এই বাছুরটা আমি রেখে গেলাম, এটা বড় হলে যেন এটার মাধ্যমে তার রিযিকের ফায়সালা হয়ে যায়। মহান আল্লাহ পাক তার পিতার দোয়া সম্পূর্ণ কবুল করে নিয়েছিলেন এবং তার মা তাকে যে আদেশ-নিষেধ করেছেন সে হুবহু তা পালন করেছে। সে কারণেই তার রিযিকের ফায়সালা এভাবেই হয়ে গেলো, এক গাভীর সমপরিমান স্বর্ণ সে লাভ করলো, তার আজীবনের জন্য এবং তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য রিযিকের ফায়সালা হয়ে গেলো। সুবহানাল্লাহ! ***(আম্মা হুজুর ক্বিবলা উনার লিখিত-হাজার হাজার অলৌকিক ঘটনাবলী-১ম খন্ড ৪২ পৃ.)***

সর্বপ্রথম হাবিল-কাবিলের কুরবানীর ইতিহাস

মুহাম্মাদ আতিক হাসান সিদ্দীকী

যখন হযরত আদম (عليه السلام) ও হাওয়া আলাইহাস সালাম পৃথিবীতে আগমন করেন এবং সন্তান প্রজনন ও বংশ বিস্তার আরম্ভ হয়, তখন প্রতি গর্ভ থেকে একটি পুত্র ও একটি কন্যা সন্তান জময জন্মগ্রহণ করতো। তখন ভাই বোন ছাড়া হযরত আদম (عليه السلام) উনার আর কোনো সন্তান ছিলনা। অথচ সহোদর ভাই-বোন পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনা। তাই আল্লাহ তাআ'লা উপস্থিত প্রয়োজনের খাতিরে আদম (عليه السلام) উনার শরীয়তে বিশেষভাবে এ নির্দেশ জারি করেন যে, একই গর্ভে যে পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করবে, তারা পরস্পর সহোদর ভাইবোন বলে গন্য হবে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হবে। কিন্তু পরবর্তী গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী পুত্রের জন্যে প্রথম গর্ভে জন্মগ্রহণকারীনী কন্যা সহোদর ভাই-বোন বলে গন্য হবে না। ফলে তাদের পরস্পর বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে। ঘটনাক্রমে কাবিলের সহজাত বোন ছিল গাজালা পরমা সুন্দরী এবং হাবিলের সহজাত বোন ছিল আকলিমা কম সুন্দর। বিবাহের সময় হলে নিয়মানুযায়ী হাবিলের সহজাত কম সুন্দর আকলিমা বোন কাবিলের ভাগে পড়ল। এতে কাবিল অসন্তুষ্ট হয়ে হাবিলের শত্রু হয়ে গেল। সে জেদ ধরল যে, আমার সহজাত বোনকেই আমার সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। হযরত আদম (عليه السلام) উনার শরীয়তের আইনের পরিপেক্ষিতে কাবিলের দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। অতঃপর তিনি হাবিল ও কাবিলের মতভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা উভয়েই আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী পেশ করো। যার কুরবানী গৃহিত হবে, সেই গাজালা সুন্দরীকে বিবাহ করবে। তৎকালে কুরবানী গৃহিত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে অগ্নি ভস্মিভূত করতনা, তা প্রত্যাখ্যান বলে মনে করা হত। হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করতো। সে একটি উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করলো। কাবিল কৃষিকাজ করত। সে কিছু শস্য,গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়মানুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা এসে হাবিলের কুরবানীটি ভস্মিভূত করে দিল এবং কাবিলের কুরবানী যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবিলের দুঃখ ও ক্ষোভ বেড়ে গেল। সে নিজেকে আত্মসংবরণ করতে পারলোনা এবং শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রকাশ্যে ভাইকে বলে দিল অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করবো। হাবিল তখন ক্রোধের জওয়াবে ক্রোধ প্রর্দশন না করে একটি মার্জিত ও নীতিগত কাজ উচ্চারণ করে বলল– আল্লাহ তাআ'লা কেবল খোদাভীরু পরহেজগারের কর্মই গ্রহণ করে থাকেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করবো না। কেননা আমি সকল জগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। অতঃপর কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করল। কুরবানীর ইতিহাস যদিও আদিকালের তবে আমরা যে কুরবানী করি মূলত তা হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام) উনার সুন্নত ও তাঁর আত্মত্যাগের অবিস্মরণীয় ঘটনাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য চিরস্মরণীয় ও প্রাণবন্ত করে রাখার জন্য উম্মতে মুহাম্মাদীর (صلى الله عليه وسلم) উপর তা ওয়াজিব করা হয়েছে।

সিদ্দীক্বিয়া চাউল ঘর ও আশফাক আয়শা গ্যাস ঘর

এখানে সকল প্রকার উৎকৃষ্ট মানের চাল পাইকারী ও খুচরা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

বি. দ্র. পুরাতন মটর সাইকেল ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

প্রো: মুহাম্মাদ আওলাদ হোসাইন

মোবাইল: ০১৬৮৩-৪১০৮৪৬, ০১৭১৭-৩০৮৬৮৩

ঠিকানা: রংপুর রোড, মাটিডালী, বগুড়া।

ভাগে কুরবানীর বিধি-বিধান

✍ মুহাম্মাদ মুফতী আবু রায়হান রানা, বগুড়া।

সামর্থবান ব্যক্তির পক্ষে একা কুরবানি করা বিভিন্ন কারণে উত্তম। তবে শরীকে বা ভাগে কুরবানীর বিধান উম্মতকে দিয়েছে অবকাশ ও প্রশস্ততা। এই প্রশস্ততা সহীহ্ হাদীস শরীফে স্পষ্টভাবে আছে। যেমনঃ

দলীল নং ০১: একটি গরুতে ৭ ভাগে কুরবানীর দলিলঃ

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ: فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ

হযরত জাবের (رضي الله عنه) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ উনার সাথে সফরে ছিলাম। যখন কুরবানীর সময় হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে আদেশ করলেন যেন আমরা একটি গরু ও উটে ভাগে কুরবানী করি। আমরা একটি গরু ও উটে সাত জন করে শরীক হলাম। *(সহীহ্ মুসলিম-১৩১৮ নং হাদীস, আবু দাউদ-২৮০৯ নং হাদীস, মুসনাদে আহমদ-১৩৬০২ নং হাদীস)*

দলীল নং ০২:

ইমাম বায়হাকী আরেকটি সনদ সংকলন করেন-

قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ

"হযরত কায়েস বিন সা'দ তিনি তাবেয়ী আতা থেকে তিনি সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ মুবারক করেছেন, গরু এবং উট এর কুরবানীতে সাতজন অংশ গ্রহণ করবে।" (সুনানিল কুবরা-৫/৩৮৩, হাদীস নং-১০১৯৬)

দলীল নং ০৩:

عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ لا بِذِبْحِ الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَرِكُ فِيهَا

"হযরত আতা তিনি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (ﷺ) উনার যামানায় একটি গরুতে ৭ জন অংশগ্রহণ করতাম।" *(আস সুনানিল কোবরা ৫/৩৮৩ পৃষ্ঠা, ১০১৯৫ নং হাদীস শরীফ)*

দলীল নং ০৪:

قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ اللَّهِ يَشْتَرِكُونَ سَبْعَةٌ فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْإِبِلِ, وَالسَّبْعَةُ فِي الْبَدَنَةِ مِنَ الْبَقَرِ

"হযরত কাতাদা (رضي الله عنه) তিনি সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল (ﷺ) উনার সাহাবাগণ গরু এবং উটের মধ্যে ৭জনই শরীক হতেন।" *(ইমাম তাহাবি শরহে মায়ানিল আসার ৪/১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নাম্বার ৬২২০)*

আমার ভক্ত-মুরিদ, পুরুষ-মহিলাগণ আমার সংকলিত কিতাবগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পাক ও নবীজি পাক ﷺ এবং আমার সাথে কথা বলা ও মুবারক সোহবতের ছওয়াব পাবেন এবং বাড়িতে বরকত হবে ইনশা-আল্লাহ্।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার ওয়াজ শেয়ার করে অথবা "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা প্রচার করে হলেও মানুষদেরকে হক্বের দা'ওয়াত দিন। আপনার দা'ওয়াতে যদি কেউ হক্ব পথ পায় তাহলে তার জীবনের সমস্ত ভালো আমলের এক কপি ছওয়াব আপনিও পেয়ে যাবেন।

কাসিদা ও কবিতা
কাসিদা :
হামদ

আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান
(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
বুঝেও বুঝে না আপনার শান
বুঝেও বুঝে না নবীজির শান
বুঝেও বুঝে না অলিদের শান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
আপনারই করুণায় ঘেরা সারা দুনিয়া
সে কথা বুঝেনা শুধু বধির রহিয়া ॥
অশেষ ও অসীম অনুপম
হৃদয় সুষমা আপনি, আপনি প্রিয়তম ॥
হৃদয়ও কুঠিরে আপনি ॥ চির মহিয়ান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
কখনও আপনারে যদি ভূলি
হিদায়াতের আলো জ্বেলে নিবেন কাছে তুলি ॥
ঠাঁই দিবেন প্রিয়তম, ঠাঁই দিবেন মহান আল্লাহ
ওগো দয়াবান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
জনমও জনম যদি গাহি,
আপনারই মহিমা গাওয়া শেষ হবে নাহি ॥
ভরে ও ভরে না যেন, সাহারা এ প্রাণ
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥
অন্ধ গাহে না শুধু আপনারই গুনগান ॥
বুঝেও বুঝে না আপনার শান
বুঝেও বুঝে না নবীজির শান
বুঝেও বুঝে না অলিদের শান
আপনি রহমান, আপনি মেহেরবান ॥

নাতে রাসূল (ﷺ)
যারে আমি ভালোবাসি
(মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কাসিদা)

যারে আমি ভালোবাসি তিনি আমার প্রিয় রাসুল
বুকের মাঝে ফুটে আছে ॥ মালা গাঁথা ফুল।
তিনি আমার প্রিয় রাসুল।
যারে আমি ভালোবাসি তিনি আমার প্রিয় রাসুল
বুকের মাঝে ফুটে আছে ॥ মালা গাঁথা ফুল।
স্বার্থপরের এই দুনিয়ায় নাইরে কেহ নাই,
স্বার্থহীনের এই দুনিয়ায় নাইরে কেহ নাই।
ব্যাথা তুরের পার্শ্বে এসে দাঁড়াবার কেউ নাই,
যিনি আছেন আমার প্রিয় রাসুল,
এই দুনিয়ায় নাইরে যার তুল।
আছেন আমার প্রিয় রাসুল,
এই দুনিয়ায় নাইরে যার তুল।
তিনি আমার প্রিয় রাসুল।
যারে আমি ভালোবাসি তিনি আমার প্রিয় রাসুল
বুকের মাঝে ফুটে আছে ॥ মালা গাঁথা ফুল।
বুকের মাঝে ফুঁটে আছে,
হৃদয়ের মাঝে ফুঁটে আছে,
মালা গাঁথা ফুল।
তিনি আমার প্রিয় রাসুল।
যারে আমি ভালোবাসি তিনি আমার প্রিয় রাসুল
বুকের মাঝে ফুটে আছে ॥ মালা গাঁথা ফুল।

শানে মুর্শিদী
হক্কানী পীরের পরিচয়

মুহাম্মাদ আরিফুল ইসলাম আরিফ

ছন্দের খেলা খেলবো আজি, লেখে অলীর শান
তাঁর আগে হক্বের পথে, করলাম আহ্বান।
উত্তরবঙ্গের প্রবেশপথ, মাটি ডালি বিমান মোড়
তাঁর পশ্চিম দিকে পড়ে, বগুড়া বারোপুর।

সেখানে গিয়ে পাবেন আপনি, জামানার শ্রেষ্ঠ ওলী
ধন্য হয়ে নিতে চাইবেন, মাথায় চরণধুলি।

সুন্নাহ্ রঙ্গে চেহারা দেখে' হইতে পারেন মুগ্ধ
খাছ দিলে দেখার পড়ে, যাবেন হয়ে স্তব্ধ।

যার বর্ণনা দিচ্ছি কিছু, পড়ুন দিয়ে মন
বেয়াদবি ক্ষমা পীরের কাছে, চেয়ে নিচ্ছি অধম।
বাইয়াত হতে আসে তাঁর কাছে, হাজার বছরের জ্বীন

তাঁর সোহবতে গেলে মিলে, রাসূলে আরাবীর দ্বীন?
স্বপ্ন যোগে পড়েন যিনি, নবীজীর পিছে নামাজ
অক্ষরে অক্ষরে যত্নে রাখেন, সুন্নাহ্ হৃদয় মাঝ।

সারা জীবন চলে আসছেন, আওলিয়াদের পথে
সামনে পড়লে গোমরাহ বাত্বিল, দমন করে মাঠে।

লক্ষ মানুষের মাঝে শুনিয়ে যাচ্ছেন, শরীয়তের বাণী
যার বজ্র কণ্ঠে লাখো বাতিল, খাচ্ছে ছোবানি?

হক্ব কথা বলা তাঁর অভ্যাস, তা-ও বলিষ্ঠ কণ্ঠে
কত দল চেষ্টা করে- পারেনি তারে কিনতে।

আওলিয়াদের কেনা যায়না, সাত রাজার ধন দিয়া
খোদার সনে অশ্রু জড়ায়, যারা আঁধার ঘরে গিয়া।

যাঁরা আসে প্রত্যেক যুগে, তুলতে গুনাহ সাগর থেকে
নৌকার মাঝি তাঁদের একজন, কবিতা নিয়ে যাকে?

ইচ্ছে করে- করেনা যাঁরা, দ্বীনের বিরোধী কাজ হারাম
তাঁদের অসিলা টিকে আছে, সোনার এই ধরাধাম।

ছন্দের তালে অযোগ্য কলম, লেখা শেষ প্রায়
তাঁর আগে আল্লাহর কুতুবথথ চিনিয়ে দিয়ে চায়।

যান ছোটে উত্তরবঙ্গ বগুড়া, করতোয়ার পাড়
হক্বানী পীরের খুশবু নিতে, সিদ্দীক্বিয়া দরবার।

কবিতা :

তওবার আহ্বান

মুহাম্মাদ রিহান ইসলাম আলিফ

মুর্শিদ ক্বিবলা আমি বড় গুনাহ্গার,
মাথা নত করি পাপের বোঝা কাঁধে নিয়ে,
চলি পথ ধরি।
দুনিয়ার রঙে মজে গেছি,
ভুলেছি আপনায় নফসের ধোঁকায় পড়ে,
হারিয়েছি সীমায়।
রাতের আঁধারে কাঁদি,
চোখে আসে পানি ক্ষমা চাই বারেবার,
আপনি বলে দেন।
তওবার দরজা খোলা,
জানি আমি বেশ তবু পাপে জড়াই ফের,
মন বড় অবশ।
মুর্শিদ ক্বিবলা আপনার দোয়ায় যদি শান্তি আসে
আমার এ কালো দিল, নূরে যেন ভাসে।
গুনাহের এই শিকল,
ভেঙে দেন আজ রবের দরবারে যেন পাই আমি মাফ।
পথ দেখান মুর্শিদ ক্বিবলা
আমি বড় গুনাহ্গার, চাই শুধু আপনায় ।

কলাম ও মতামত

কে উত্তম?

✍ প্রসেফর মুহাম্মাদ আলমগীর হুসাইন

সত্যিকার অর্থে অনুতপ্ত একজন খুনি রাহাজানি জিনাকারী মানুষও উত্তম হতে পারেন। যদি তিনি আল্লাহর কোনো হক্কানী অলীর সান্নিধ্যে যান বা সোহবত ইখতিয়ার করেন।

একজন ব্যক্তি সারাটা জীবন ধরে ইবাদতে মশগুল থাকেন। তিনি তাহাজ্জুদ গুজার। নামাজ পড়তে পড়তে কপালে কালো দাগ করে ফেলেছেন। দান সদকা করেন। শত শত বার কুরআন খতম করেছেন। কিন্তু সে আল্লাহর অলীর বিরোধিতা করে, মিলাদ-ক্বিয়ামের বিরোধীতা করে, শব-ই- মিরাজ, শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর, ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ, ফরজ নামাজের পরে হাত তুলে মুনাজাত, নবীজি নূরের নবী, হায়াতুন্নবী, নবীজিকে নিজের জীবনের চাইতেও বেশি ভালবাসতে হবে ইত্যাদি আমলগুলোকে অস্বীকার করে। নবীজি সম্পর্কে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে।

যিনি আল্লাহর অলীর কাছে গেলেন তার হাতে হাত রেখে তওবা করলেন বায়াত গ্রহণ করলেন আল্লাহ রব্বুল আলামীন সঙ্গে সঙ্গে তার তওবা কবুল করে নিবেন।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

বাংলা উচ্চারণ: ইন্নাল্ল-হা ইউহিব্বুত্ তাওয়াবীনা ওয়া ইউহিব্বুল মুতাতহ্হিরী-ন।

বাংলা অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।" (দলিল: সূরা বাকারা আয়াত নং ২২২) আল্লাহ রব্বুল আলামীন খুশি হয়ে ওই বান্দার সমস্ত গুনাহ্ শুধু মাফই করবেন না তার গুনাহর জায়গাগুলো নেকি দিয়ে ভরপুর করে দিবেন। (দলীল: সুরোতুল ফুরকান: ৭০ নং আয়াত শরীফ) ওই গুনাহ্গার ব্যক্তি হলেন উত্তম ব্যক্তি, মুমিন ব্যক্তি। কিভাবে? এত এত গুনাহ্ করার পরেও তিনি কিভাবে উত্তম হলেন?

নবীজি পাক ﷺ উনার একটি হাদীস শরীফে এসেছে,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

বাংলা উচ্চারণ: আল মারউ মা'আ মান আহাব্বা

বাংলা অর্থ: আল্লাহ্ পাক এবং আল্লাহর রসূল ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষ যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন সে তার সাথেই থাকবে।

হাদীসের বর্ণনা: এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ও আল্লাহর রাসূল ﷺ! কিয়ামত কখন হবে?"

তখন নবীজী পাক ﷺ তাকে বললেন: "তুমি কিয়ামতের জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছো?"

লোকটি বলল: "আমি বেশি নামাজ-রোজা করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উনাকে ভালোবাসি।"

তখন রাসূল ﷺ বললেন:

"তুমি যাকে ভালোবাসো, কিয়ামতে তার সাথেই থাকবে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই হাদীসের অর্থ হলো-

যে ব্যক্তি আল্লাহ, রসূল ﷺ উনাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যার কথা শুনে ইসলাম বা শরীয়ত মানবে তার হাশর-নাশর জান্নাত-জাহান্নাম ওই ব্যক্তির সঙ্গেই হবে। বোঝা যায় কেন ওই গুনাহগার ব্যক্তি ও আল্লাহর অলীর সোহবতে গিয়ে উত্তম হলেন? কারণ আল্লাহর অলী-মুর্শিদগণ নবীজি ﷺ উনার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখেন। উনারা যেহেতু নবীজি ﷺ উনার সঙ্গে জান্নাতে যাবেন উনাদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখবে তারাও উনাদের সাথে সাথে জান্নাতে যাবে। সেই কারণেই ওই গুনাহ্গার ব্যক্তিটিও তার অলীর সাথে জান্নাতে যাবেন। নবীজি ﷺ উনার হাদীস তো মিথ্যা হবে না।

এরপরেও আল্লাহর অলীর সান্নিধ্যে থাকতে থাকতে যিকির-আযকার করতে করতে তার ক্বলব পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন তার ক্বলব শয়তানের ওয়াস ওয়াসা মুক্ত হয়ে যায়। তখন তিনি আল্লাহর ইবাদত করে অনেক তৃপ্তি পান। তখন তিনি সকল গুনাহের কাজ ছেড়ে দিতে পারেন। হালাল-হারাম বেছে চলতে পারেন। তখন তার চোখ পায় নুরুন্নবীজি পাক ﷺ উনার মোবারক নূরের জ্যোতি। তার অন্তরে পয়দা হয় নূর নবীজি ﷺ উনার মোবারক নূর। যার দ্বারা তিনি আল্লাহর মারেফাত অর্জন করতে পারেন।

চোরের সাথে থাকলে চোর হয়ে যায়, ডাকাতের সাথে থাকলে ডাকাত হয়ে যায়, চরিত্রহীন এর সাথে থাকলে চরিত্রহীন হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আল্লাহর অলীর সাথে থাকলে আল্লাহর অলী হয়ে যায়। আল্লাহর অলী হচ্ছে আল্লাহর বন্ধু অর্থাৎ জান্নাতী মানুষ।

আল্লাহর রহমতওয়ালা বান্দাদের সাথী না হওয়ার কারণে শয়তান তার সাথী হয়ে যায়। দলিল: (সুরোতুল যুখরুফ আয়াত নং ৩৬)

আরবি:

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

উচ্চারণ: ওয়া মাইয়্যা'শু আং যিক্‌রির রহমানি নুকোয়্যিদ লাহু শাইত্বোনাং ফাহুয়া লাহু ক্বরী-ন।

বাংলা অর্থ: আর যে ব্যক্তি পরম করুণাময় (আল্লাহ্ পাক)-উনার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই; অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।

যার সাথী শয়তান তার ঈমান আমল কি আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হয়? সে মদও খায় নামাজও পড়ে তাহাজ্জুদও পড়ে আবার মেয়ে বাজিও করে। ইসলামী পোশাক ধারী শয়তান মার্কা মৌলোভীরা ওর সাথী হয়ে যায়। তাদের ভূল ফতওয়া শুনে শুনে ইসলাম মানার কারণে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়।

ওই নামাজওয়ালা ব্যক্তি শয়তানের ওয়াসওয়াসা মুক্ত না হতে পারার কারণে সকল আমল করলেও হারাম ছাড়তে পারেনা, ঘুষ ছাড়তে পারেনা, জুলুম, অন্যায় ও অবিচারে লিপ্ত থাকে। ফলে এত এত আমলও তাকে বাঁচাতে পারেনা। তাকে নাজাত দিতে পারেনা। তার মৃত্যু হয় জাহেলিয়াতের মৃত্যু অর্থাৎ জাহান্নামের মৃত্যু।

হযরত নুহ عليه السلام উনার সময়ের বুড়িমার ঘটনার কথা মনে আছে সবার?

হযরত নূহ عليه السلام উনার সময়ে উনাকে যারা মেনে নেয়নি তারা ভীষণ এক প্রলয়ের মধ্যে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেই সময়ে নুহ عليه السلام কে মেনে নেওয়া এক

বুড়িমা বেশি বয়স্ক হওয়ার কারণে তিনি সেই নূহ عليه السلام উনার নৌকায় ওঠার মত সক্ষমতা ছিল না। তাই তাকে বলা হয়েছিল যখন প্রলয় আসবে তখন আপনাকে জানানো হবে।

ঘটনাক্রমে আল্লাহর তরফ থেকেই হযরত নুহ عليه السلام কে বুড়িমাকে প্রলয়ের সময় জানানোর কথাটা ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রলয় এসে সমস্ত কিছু তছনছ করে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ কুদরত ওয়ালার কি খেলা ওই বুড়িমা বুঝতেও পারেননি প্রলয় কবে আসলো কবে এই নাস্তিকদেরকে ধুঁয়ে মুছে নিয়ে চলে গেল।

এভাবেই যুগে যুগে যারা আল্লাহ, নবী-রসূল এবং অলি আউলিয়াদেরকে অনুসরণ করেছে আল্লাহ তাঁর রাসূল ﷺ উনাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে তারা সর্বদাই আল্লাহর রহমত পেয়ে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে হেফাজত হয়েছেন।

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, যারা নবী-রাসূল থাকলে নবী রাসূলের পথ অনুসরণ করেছেন এবং নবী রসূলগণ না থাকলে অলী-আওলিয়াদেরকে মেনে নিয়েছেন তারাই উত্তম মানুষ আর যারা মেনে নেয়নি তারা নিকৃষ্ট।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফে নবীজি পাক ﷺ উনার পক্ষ থেকে সুন্নতী কুরবানী দেওয়া হবে ইনশা-আল্লাহ্।

যারা সুন্নতী কুরবানীতে ভাগ দিতে ইচ্ছুক তাঁরা দরবার শরীফে যোগাযোগ করুন।

প্রতিভাগ এক হাজার টাকা। (১০০০৳)

০১৩২৮-৩১০৩০০ (অফিস)

০১৭৯৯-১৪৬৮২০ (মুহাম্মাদ নূর আলম সিদ্দীকী)

মুর্শিদী কদম মুবারকে আজীবন স্ব-পরিবারে ইস্তেকামত যেন থাকতে পারি-আমীন।

মুহাম্মাদ নাজমুল হক।

নবী-রসূল عليهم السلام ও অলী-আউলিয়ায়ে কিরাম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনাদের শাফায়াত করা প্রসঙ্গে (৩য় পর্ব)

✍ মুহাম্মাদ মুফতী আব্দুর রউফ সিদ্দীকী

পূর্ব প্রকাশিতের পর............

দলীল নং ০৫: অপর পবিত্র আয়াত শরীফে মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন:

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا .

অর্থ: অচিরেই আপনার রব আপনাকে প্রশংসিত মাকামে অধিষ্ঠিত করবেন। (১৭ নং সূরা আল ইসরা(বনী-ইসরাঈল) আয়াত শরীফ নং ৭৯)

এখন আমরা দেখব **مَقَامًا مَحْمُودًا** দ্বারা কি উদ্দেশ্য? এ ব্যাপারে ইমাম জালালুদ্দিন ছুয়ূতী, ইমাম নাসাফী, আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী ও ইমাম খাযেন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সহ অনেক মুফাচ্ছিরিনে কিরাম বলেছেন,

{مَقَامًا مَحْمُودًا} يَحْمَدك فِيهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ وَهُوَ مَقَام الشَّفَاعَة.

এখানে '**مَقَامًا مَحْمُودًا**' হলো সুপারিশের স্থান। যেখানে পূর্বাপর সবাই তাঁর নবীজি পাক (ﷺ) উনার প্রশংসা করবে। *(ইমাম ছিয়ূতী: তাফসীরে জালালাইন, ৩৭৫ পৃ:, ছিয়ূতী: দুররে মানসুর- ৫ম খণ্ড, ৩২৪ পৃ:, ইসমাঈল হাক্কী: তাফসীরে রুহুল বয়ান- ৭ম খণ্ড, ২২২ পৃ:, নাসাফী: তাফসীরে মাদারেক- ২য় খণ্ড, ২৭৩ পৃ:, খাযেন: তাফসীরে খাযেন- ২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃ:)*

ইমাম ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) রঈসুল মুফাচ্ছিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণনা করেন যে,

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلُهُ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ، رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} قَالَ: الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ: مَقَامُ الشَّفَاعَةِ

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত রয়েছে, মহান আল্লাহ তাআ'লার বাণী 'মাক্বামে মাহমুদ' হলো মাক্বামে শাফায়াত তথা সুপারিশ করার স্থান।

(ইবনু জারীর: তাফসিরে তাবারী- ১৫ম খণ্ড, ৪৪ পৃ:, ছিয়ূতী: দুররে মানসুর- ৫ম খণ্ড, ৩২৪ পৃ:, সিরাজুদ্দিন নুমানী: আল-লুবাত ফি উলুমিল কিতাব- ২০ খণ্ড, ৩৮৬ পৃ:)

ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (رحمة الله عليه) হযরত আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে এভাবে উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزَّعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} وَسُئِلَ عَنْهَا قَالَ: هِيَ الشَّفَاعَةُ.

-"হুজুরে আকরাম ﷺ উনাকে যখন মহান আল্লাহর বাণী 'মাক্বামে মাহমুদ' প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন উনি তার উত্তরে বলেন, এটি হলো শাফায়াত তথা সুপারিশ।

(তিরমিযী: আস সুনান, ৫ম খণ্ড, ১৫৪ পৃ: হাঃ নং ৩১৩৭, বাগাভী: শারহু সুন্নাহ- ১৫ম খণ্ড, ১৫২ পৃ: হাঃ নং ৪৩৩২)

জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী (رحمة الله عليه) খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল (ﷺ) ক্বিয়ামতের দিনে শাফায়াত সম্পর্কে দীর্ঘ হাদিস বর্ণনার শেষে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} قَالَ: وَهَذَا المَقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

-"অতঃপর বললেন, এটিই হচ্ছে, তোমাদের নবী (ﷺ) উনার জন্য প্রতিশ্রুতি 'মাকামে মাহমুদ' বা প্রশংসিত স্থান।

(বুখারী: আস ছহীহ্, ৯ম খণ্ড, ১৩১ পৃ: হাঃ নং ৭৪৪০, মোল্লা আলী ক্বারী: শরহে মিসকাত, ১০ খণ্ড, ২৮২ পৃ:, খতিব তিবরিযী: মিশকাত, ৪৮৯ পৃ: হাঃ নং ৫৫৭২, শায়হ আব্দুল হক: আল আশয়াতুল লুম'আত, ৩য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃ.)

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন...........

নফস নিয়ে দু'টি কথা:

✍ মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসাইন সিদ্দীকী

আমরা নিজেরা এমন ভাবে নফসের গোলাম হয়ে গিয়েছি এখন নফস যা বলে আমরা তাই করি। কিন্তু আমাদের করার কথা ছিল আল্লাহ পাক, নূর নবীজি পাক ﷺ ও আমাদের প্রাণের আঁকা মুর্শিদ ক্বিবলা উনার কথা গুলো শুনে মান্য করার চেষ্টা করা। তাওহীদের আল্লাহ, রিসালাতের নবীজি পাক ﷺ, ও বেলায়েতের প্রাণের আঁকা মুর্শিদী সর্বদা ধ্যান খেয়াল করে নিজের নফসের সঙ্গে জিহাদ করা।

ইমাম ইবনুল জাওযি (رحمة الله عليه) বলেছেন, "আমি দীর্ঘ সময় নফসের সাথে লড়াই করেছি; কখনো আমি বিজয়ী হই, কখনো নফস জিতে যায়। একদিন একান্তে নফসকে বললাম, ধিক্কার তোমাকে! যদি তুমি সন্দেহযুক্ত পথে সম্পদ জমা করো, তবে কি নিশ্চিত যে তুমিই তা ভোগ করবে? নফস বলল, না। আমি বললাম, তবে মৃত্যুর সময় এটিই হবে তোমার বড় কষ্ট যে, ভোগ করবে অন্য কেউ আর গুনাহের বোঝা বইবে শুধু তুমি!"

নফস হলো মানুষের হৃদয় এবং রবের মাঝখানে এক বিশাল দেয়াল। নফসকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশুদ্ধ করা ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি বা পরকালের মুক্তি সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

"শপথ নফসের এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন... যে নিজেকে শুদ্ধ করলো সেই সফল হলো, আর যে নিজেকে কলুষিত করলো সে ব্যর্থ হলো।" (সূরা শামস: ৭-১০)

ব্যক্তির সংশোধনই জাতির সংশোধন। আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা ততক্ষণ পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা (নফস) পরিবর্তন না করে। আজ যারা দ্বীনের পথে চলেন, তাদের মধ্যেও অনেকের পদস্খলন ঘটছে। এর কারণ, নিজেকে গড়ার চেয়ে অন্যকে গড়ায় আমরা বেশি ব্যস্ত। অথচ যে নিজেকে গড়তে পারে না, সে অন্যকে গড়বে কীভাবে? আল্লাহ্ পাক সাতটি শপথ করে বলেছেন, যে নিজেকে শুদ্ধ করবে, সেই সফল হবে। আর এই শুদ্ধির পুরস্কার হলো চিরস্থায়ী জান্নাত।

নফস কলুষিত হওয়ার লক্ষণগুলো কী কী?

১। ছোট হোক বা বড়, গুনাহ করার পর যদি মনে খটকা না লাগে, তবে বুঝবেন নফস অসুস্থ। মুমিন ব্যক্তি ছোট গুনাহকেও পাহাড়ের মতো ভয় পায়।

২। ইবাদতের স্বাদ হারিয়ে ফেলা। ফজর সলাতের চেয়েও যখন ঘুম ও লেপের উষ্ণতা বেশি মিষ্টি মনে হয়, তখন বুঝবেন নফসের জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন।

৩। তিলাওয়াত, যিকির বা দ্বীনি আলোচনার চেয়ে দুনিয়ার গল্প, হাঁসি-ঠাট্টা, গীবত বা টাকা-পয়সার চিন্তায় ডুবে থাকা।

নফসকে পরিশুদ্ধির ৫টি কার্যকর পদক্ষেপ:

* নফসের স্তর নির্ণয় করার চেষ্টা করা। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী নফস তিন প্রকার।

১। নফসে আম্মারা: যা কেবল মন্দের আদেশ দেয়। (সূরা ইউসুফ: ৫৩ নং আয়াত শরীফ)

২। নফসে লাওয়ামা: যা ভুল করলে নিজেকে ধিক্কার দেয়। (সূরা কিয়ামাহ: ২ নং আয়াত শরীফ)

৩। নফসে মুতমাইন্না: যা আল্লাহর স্মরণে শান্ত থাকে। (সূরা ফজর: ২৭-৩০)

* "আমি অনেক বড় দ্বীনদার" এই অহংকার ছেড়ে নিজের দোষগুলো চিহ্নিত করে নিজেকে সংশোধন করা।

* আল্লাহর পথে নিজেকে পরিচালিত করতে মনের বিপরীতে গিয়ে নফসের সাথে যুদ্ধ করা।

* ধৈর্য ও বিনয়ের মতো গুণগুলো বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে স্বভাবে পরিণত করা।

* আল্লাহর কাছে নিজের মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা এবং এই দোয়া করা,

اَللّٰهُمَّ آتِ نفسي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

অর্থ: "ও আমার আল্লাহ্ পাক! আমার নফসকে তার তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি) দান করুন এবং তাকে পরিশুদ্ধ করুন। আপনিই তো তার সর্বোত্তম পরিশোধনকারী। আপনিই তার অভিভাবক এবং তার মালিক।"

আল্লাহ পাক নুর নবীজি পাক ﷺ উনার অসিলায় প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলার নেক দোয়ায় সকলকে হক্বের পক্ষে কাজ করার তৌফিক দান করুন এবং সকলকে মুর্শিদী কদমে জান্নাত পর্যন্ত কবুল করুন- আমীন।

হক্বানী অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা মহান আল্লাহ্ পাক উনার নির্দেশ (২য় পর্ব)

✍ মুহাম্মাদ রবিউল ইসলাম (বেড়া, পাবনা)

মহান আল্লাহ পাক মানব জাতি কে কিতাব প্রেরণের পাশাপাশি অনেক নবী ও রসূল আলাইহিমুস সালাম প্রেরণ করেছেন। শুধু কিতাব দিয়েই যদি আল্লাহ পাক উনার উদ্দেশ্য পূরণ হতো তাহলে তিনি ১ লক্ষ ২৪ হাজার পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম পাঠাতেন না। পয়গম্বর আলাইহিমুস সালাম গণ সেই কিতাবের অনুসরণের পাশাপাশি তা তাদের উম্মতের মাঝে শিক্ষা দিয়েছেন। আবার এসকল নবী রসূল আলাইহিমুস সালামগণ পৃথিবী থেকে মহান আল্লাহ পাক উনার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। তারা যাদেরকে কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন তারা আবার তাদের অধিনস্তদের শিক্ষা দিয়েছেন এবং এভাবেই পর্যায়ক্রমে শিক্ষা চলতেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো আমাদের সমাজের কিছু জ্ঞানপাপী লোকেরা মনে করে শুধুমাত্র কিতাব পড়লে এবং সেই অনুযায়ী আমল করলে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলো। তাহলে এই কিতাব শিক্ষা দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ পাক উনার ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী রসূল আলাইহিমুস সালাম প্রেরণ করতেন না। এতে বুঝা যায় কিতাবের পাশাপাশি একজন কিতাব শেখানেওয়ালা দক্ষ ওস্তাদ দরকার। এরকম করে শিক্ষা দেওয়ার ধারা চলতে থাকলো।

এভাবে বহু আলেম উলামা অলী-আওলিয়া ও পীর মাশায়েখদের জীবনের সূর্য অস্তমিত হয়েছে তাদের আকাবীর তথা পীর মাশায়েখদের সিলসিলার সনদ বজায় রাখতে। মুহাদ্দিসগণ হাজার হাজার পৃষ্ঠা সংবলিত রিজাল শাস্ত্র রচনা করেছেন। তাতে অলী-আওলিয়াদের জীবনী সবিস্তারে সজ্জিত রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাক (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে কথা মুকাদ্দিমায়ে ইবনে সালাহ তে বর্নিত হয়েছে এভাবে -

عن عبد الله بن المبرك رضي الله تعالي عنه انه قال

الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء

অর্থাৎ: সনদ হলো দ্বীনের একটি অংশ। যদি সনদ না থাকতো তাহলে যে যা ইচ্ছা তাই করতো। (মুকাদ্দামাতু ইবনে সালাহ ২/৬৬)

অতএব সনদের সিলসিলা জারি থাকে অলী-আওলিয়া ও পীর মাশায়েখদের অনুসরণ করার মাধ্যমে।

আমরা হানাফী মাযহাব অনুসরণ করি। আমাদের মাযহাবের প্রচার প্রসারে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন

তারা হলেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)। তারা দুজনেই নির্দিষ্ট পীর বা ওস্তাদ এর সোহবতে থেকে ইলম চর্চা করেছেন। পীরের খেদমতে থেকে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

আমাদের মাযহাবের ইমামে আযম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) যার ইলম আমলে বিকশিত হয়েছেন তিনি হলেন হাম্মাদ বিন সুলায়মান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)। তিনি বিকশিত হয়েছেন ইব্রাহিম নাখয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনার থেকে। তিনি ইলমে শরীয়ত এবং মারেফতের অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছেন আলকামা এবং আসওয়াদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উনাদের থেকে।

এরা দুজন ইলমের বটবৃক্ষ হয়েছেন রঈসুল ফুকাহা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) উনার খাস সোহবতে। আর সর্বোপরি ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) ছিলেন হুজুর পাক ﷺ উনার বালিশ এবং জুতা মুবারকের খাদেম। ইবনে মাসউদ (رضي الله عنه) সবসময়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ উনার সোহবতে থেকেছেন। উনার সোহবতে থেকে তিনি অর্জন করেছেন ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারেফত।

সুতরাং মুরুব্বী বা অলী-আওলিয়া বা পীর-মাশায়েখদের সোহবত এবং তাদের বলা কথা গুলো অনুসরণ করা ব্যতীত হক্বের উপর টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তাই তো ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে পীর-মাশায়েখ বা আকাবীরের অনুসরণের ধারাবাহিকতা চলে আসতেছে। আর এর থেকে যে ছিটকে পড়েছে সে হক্ব পথ থেকে দূরে সরে গেছে। এজন্যই মহান আল্লাহ পাক আমাদের কে শুধু কুরআন ও হাদীস শরীফের দিকে যেতে না বলে ছদিক্বীন তথা সত্য বাদী আলেম উলামা অলী-আওলিয়াদের নিকট যেতে বলেছেন যেমন মহান আল্লাহ পাক বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّٰدِقِينَ

হে মুমিনগণ (পুরুষ অথবা মহিলা) তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। (সুরা-তওবা ১১৯ নং আয়াত শরীফ)

হেদায়াতের পথ হলো হক্বানী আলেম-ওলামা অলী-আওলিয়াদের অনুসরণ করা। শুধু কিতাবুল্লাহর অনুসরণ নয়। কেননা কিতাব একা একা পড়ে বোঝায় যায় না। তাই তো মহান আল্লাহ পাক কিতাব অবতীর্ণের পাশাপাশি কিতাব পাঠ করতে এবং বোঝাতে পারেন এমন নবী আলাইহিমুস সালাম পাঠিয়েছেন।

(অসমাপ্ত) পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকুন.......

অস্থির দুনিয়া বনাম আল্লাহর সন্তুষ্টির হাতছানি

✍ মুহাম্মাদ আফতাবুজ্জামান আল ইমরান

দুনিয়া অস্থিরতায় ভরপুর। অস্থিরতায় ভরা এই দুনিয়ার সাথে কেউ তাল মেলাতে চাইলে সে নিজেই ডুবে যায় তাতে। এভাবে সে ছিটকে পড়ে আল্লাহর রশি থেকে। এজন্য মুমিনদের আল্লাহপাক বারবার ছবর করতে বলেছেন। আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন, যেন এই রশি ধরে সে জান্নাতে যেতে পারে। কারণ স্থিরতা কেবলই জান্নাতে।

মানুষের সন্তুষ্টি কখনোই অর্জন করা সম্ভব নয় কিন্তু আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কোনোভাবেই ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। সবসময় আল্লাহপাককে আগে রাখতে হবে। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তিনি আমাদের সকল কাজে আগে রাখবেন।

পৃথিবীতে ২ ধরনের লোক আছে। এক শ্রেণি ঘুম থেকে উঠে ভাবে "আজ কী করব"। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহপাককে আগে রাখে তারা ঘুম থেকে উঠে ভাবে "আজ আল্লাহপাক আমার সাথে কী করবেন?"

এখানেই পার্থক্য...

বর্তমান বিশ্বের অদৃশ্য জাল: দাজ্জালি নজরদারি ও আমাদের নিরাপত্তা

বর্তমান যুগে আমরা এক অদ্ভুত সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের হাতের স্মার্টফোন থেকে শুরু করে ঘরের কোণের সিসি ক্যামেরা-যাকে আমরা ভাবছি নিরাপত্তার ঢাল, সেটিই আসলে আমাদের বিরুদ্ধে "অদৃশ্য গুপ্তচর" হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দাজ্জালি এই গ্লোবাল সার্ভেইল্যান্স বা বৈশ্বিক নজরদারি নেটওয়ার্ক আমাদের প্রতিটি কদম, প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি ব্যক্তিগত মুহূর্তকে রেকর্ড করছে।

নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো কিভাবে আপনার সিসি ক্যামেরা, মোবাইল এবং ল্যাপটপের নিয়ন্ত্রণ আপনার অজান্তেই চলে যাচ্ছে অন্যের হাতে:

১. সিসি ক্যামেরার "ব্যাকডোর" ও ক্লাউড নিয়ন্ত্রণ:

আধুনিক আইপি (IP) ক্যামেরাগুলো এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকে দেখা যায়। আর এখানেই লুকিয়ে আছে বড় বিপদ।

ডিফল্ট পাসওয়ার্ডের ঝুঁকি: অধিকাংশ ব্যবহারকারী ক্যামেরা স্থাপনের পর সেটির আদি পাসওয়ার্ড (যেমন: ১২৩৪ বা admin) পরিবর্তন করেন না। হ্যাকাররা

বিশেষ সফটওয়্যার দিয়ে কয়েক সেকেন্ডে এই ক্যামেরাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে।

বিদেশি সার্ভার ও ব্যাকডোর: সাশ্রয়ী মূল্যের অধিকাংশ ক্যামেরা তাদের ডেটা বিদেশি সার্ভারে পাঠায়। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনেক সময় হার্ডওয়্যারে একটি 'মাস্টার কি' বা গোপন পথ রেখে দেয়, যা দিয়ে তারা যেকোনো সময় আপনার শোবার ঘর বা অফিসের লাইভ ফুটেজ দেখতে পারে।

২. পকেটের গুপ্তচর: স্মার্টফোন আপনার মোবাইল ফোনটি হলো আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা। এটি আপনার সাথে থাকে এবং আপনার সব গোপন কথা শোনে।

আড়িপাতা (Eavesdropping): খেয়াল করে দেখবেন, কোনো বিষয়ে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই ফেসবুক বা ইউটিউবে সেই পণ্যের বিজ্ঞাপন চলে আসে। এটি কোনো কাকতালীয় বিষয় নয়; অ্যাপগুলো আপনার মাইক্রোফোন ব্যবহার করে নির্দিষ্ট 'কী-ওয়ার্ড' সংগ্রহ করে।

হিডেন পারমিশন ও ম্যালওয়্যার: সাধারণ গেম বা ক্যালকুলেটর অ্যাপকেও আমরা ক্যামেরা ও মাইক্রোফোনের পারমিশন দিয়ে দিই। এ ছাড়া 'পেগাসাস'-এর মতো উন্নত স্পাইওয়্যার কোনো লিঙ্কে ক্লিক না করলেও আপনার ফোনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম।

৩. ল্যাপটপের ওয়েবক্যাম হ্যাকিং: ল্যাপটপের ক্যামেরা হ্যাকিং বা 'Camfecting' এখন অতি সাধারণ ঘটনা। পাইরেটেড সফটওয়্যারের মাধ্যমে কম্পিউটারে ভাইরাস ঢুকিয়ে হ্যাকাররা আপনার অগোচরে ক্যামেরা চালু করতে পারে। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ক্যামেরার পাশের নির্দেশক বাতিটি (LED) না জ্বালিয়েও ভিডিও রেকর্ড করা সম্ভব।

৪. কীভাবে তারা এই তথ্য চুরি করে?

১. ডেটা কম্প্রেশন: আপনার ভয়েস বা ভিডিওকে খুব ছোট ফাইলে রূপান্তর করা হয় যাতে আপনার ইন্টারনেটের ওপর প্রভাব না পড়ে এবং আপনি টেরও না পান।

২. এআই অ্যানালাইসিস: সংগৃহীত এই বিপুল ডেটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। এর মাধ্যমে আপনার আর্থিক অবস্থা, দূর্বলতা এবং জীবনযাত্রার ধরন বুঝে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করার ছক কষা হয়।

৫. দাজ্জালি নজরদারি থেকে বাঁচার প্র্যাকটিক্যাল গাইড এই ফেতনা থেকে বাঁচতে আমাদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি:

ক. হার্ডওয়্যার সুরক্ষা:

ক্যামেরা কভার: ল্যাপটপ এবং মোবাইলের সামনের ক্যামেরার ওপর একটি ছোট কালো টেপ বা 'ওয়েবক্যাম স্লাইডার' ব্যবহার করুন। এটি সবচেয়ে সাশ্রয়ী ও কার্যকর পদ্ধতি।

সাউন্ডপ্রুফ বক্স: গুরুত্বপূর্ণ কোনো ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত আলোচনার সময় মোবাইল অন্য ঘরে রাখুন অথবা একটি মেটাল বক্সে রাখুন।

খ. সফটওয়্যার সুরক্ষা:

পারমিশন চেক: ফোনের Settings > Privacy > Permission Manager-এ গিয়ে অপ্রয়োজনীয় অ্যাপের ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিন।

পাইরেটেড সফটওয়্যার বর্জন: কোনোভাবেই ক্র্যাক বা পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন না।

গ. সিসি ক্যামেরার সতর্কতা:

ক্যামেরার পাসওয়ার্ড অত্যন্ত জটিল রাখুন এবং সম্ভব হলে সিসি ক্যামেরাকে গ্লোবাল ইন্টারনেট থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল লোকাল নেটওয়ার্কে (NVR/DVR) সীমাবদ্ধ রাখুন।

আধুনিক বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করছে যে, ডিজিটাল ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে মানুষকে ব্ল্যাকমেইল করা, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হরণ করা এবং বৈশ্বিক দাসত্বে বন্দি করা কতটা সহজ। এজন্যই ইসলামে প্রাণীর ছবি ও ভিডিওর ওপর এই কঠোর বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে। (ছবি-ভিডিও হারামের দলিল) প্রযুক্তিকে কেবল শরীয়তসম্মত ও অপরিহার্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা এবং অনর্থক ছবি-ভিডিও থেকে দূরে থাকাই হলো বর্তমান সময়ের বড় ঈমানি পরীক্ষা। আল্লাহ্ পাক আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন- আমীন।

বি:দ্র: কলাম, মতামত ও বিজ্ঞাপন বিভাগের লেখনীর জন্য সম্পাদক দায়ী নয়।

দিন-রাত তথা ২৪ ঘন্টা নবীজি (ﷺ) উনার সুন্নাত

প্রশ্রাব-পায়খানার সুন্নত সমুহ

সকালে উঠার পরই প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হয়। তাই যখনই এ জরুরত দেখা দিবে নিম্ন লিখিত সুন্নত সমুহের প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

- ❑ পানি নেওয়ার সময় পানির পাত্রে হাত না ডুবানো। বরং আগে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুয়ে পাত্রে হাত দেয়া।
- ❑ ইস্তেঞ্জার জন্য পানি এবং ঢিলা দুই-ই নিয়ে যাওয়া। তিনটি ঢিলা অথবা পাথর ব্যবহার করা মুস্তাহাব (চারটা হলে ভাল হয়।) যদি আগে থেকেই বা পায়খানা প্রশ্রাব খানায় রাখা থাকে তবে ঢিলা নিয়ে যেতে হবে না। ব্যবহৃত ঢিলা-কুলুখ নির্দিষ্ট পাত্রে রাখা।
- ❑ হযরত রসুলুল্লাহ (ﷺ) যখন পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় যেতেন তখন জুতা পরে এবং মাথা ঢেকে যেতেন। **(ইবনে সায়াদ)**
- ❑ পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দু'আ পড়া-

بِسۡمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡ ذُبِكَ مِنَ الۡخُبُثِ وَالۡخَبَائِثِ

(ترمذی)

অর্থ : মহান আল্লাহ্ তা'আলার নামে, জরুরত পুরা করতে যাচ্ছি হে আল্লাহ্ পাক! পুরুষ ও মহিলা জ্বীনের অনিষ্ট হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থণা করছি।

- ❑ পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশ কালে প্রথমে বাম পা রাখা।
- ❑ শরীরের নিম্নাংশের কাপড় যতটুকু না খুললে নয় সেইটুকু খোলা উত্তম। **(তিরমিযী, আবু দাউদ)**
- ❑ আংটি অথবা কোন জিনিসের উপর যদি কুরআনের আয়াত অথবা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) উনার পবিত্র নাম লেখা থাকে এবং দেখা যায় তবে তা বাইরে খুলে রেখে যাওয়া উচিৎ। **(নাসাঈ)**

টিকা : পায়খানা হতে বের হয়ে এসে আবার সে আংটি পরে নেয়া। মোম দিয়ে আটকানো অথবা কাপড় দিয়ে সেলাই করা তা'বীজ পরে যাওয়া জায়েয আছে।

- ❑ প্রশ্রাব পায়খানার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে না বসা। বরং উত্তর বা দক্ষিণ দিক হয়ে বসা অপারগতায় ক্বিবলার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একটু বাঁকা হয়ে বসা। (তিরমিযী)
- ❑ প্রশ্রাব পায়খানার সময় (একান্ত প্রয়োজন ছাড়া) কথা না বলা। এমনকি জিহ্বা দিয়েও আল্লাহ্র যিকির না করা। তবে মুমিনের অন্তর কখনও যিকির শুন্য থাকবেনা।
- ❑ প্রশ্রাব করার সময় পবিত্রতা অর্জন কালে লজ্জাস্থানে ডান হাত ব্যবহার না করা। বরং বাম হাত ব্যবহার করা। **(বুখারী, মুসলিম)**
- ❑ প্রশ্রাব-পায়খানার ছিটা থেকে খুবই সতর্ক থাকা উচিৎ। কারণ, অধিকাংশ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। **(তিরমিযী)**
- ❑ যেখানে প্রশ্রাবখানা বা পায়খানা নেই সেখানে এমন আড়ালে যেয়ে প্রশ্রাব-পায়খানা করা যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। **(তিরমিযী)**
- ❑ জঙ্গলে অথবা শহরের বাইরে খোলামাঠে প্রশ্রাব পায়খানার প্রয়োজন হলে এতদূরত্বে যাওয়া যেখানে কারো দৃষ্টি না পরে। **(তিরমিযী)**
- ❑ অথবা কোন নীচু জায়গায় চলে যাওয়া যেখানে কেউ দেখতে না পায়।
- ❑ প্রশ্রাব করার সময় এমন নরম জমি বেছে নেয়া যাতে প্রশ্রাবের কনা ছিটে না উঠে এবং মাটিতে চুষে যায়। **(তিরমিযী)**
- ❑ বসে প্রশ্রাব করা, দাঁড়িয়ে না করা। **(তিরমিযী)**
- ❑ ইস্তেঞ্জার সময় প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করে তারপর পানি ব্যবহার করা। **(তিরমিযী)**
- ❑ পায়খানা ঘর থকে বের হবার সময় প্রথমে ডান পা বাহিরে দিয়ে বের হওয়া। **(তিরমিযী)**
- ❑ পায়খানা ঘর হতে বের হয়ে এই দু'আ পড়া-

غُفۡرَانَكَ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِیۡ اَذۡهَبَ عَنِّی الۡاَذٰی وَعَافَانِیۡ

অর্থ : ও আমার আল্লাহ্ আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র যিনি আমার কষ্টকে দুর করেছেন এবং প্রশান্তি দান করেছেন। **(সিহাহ্ সিত্তাহ্)**

- ❑ প্রশ্রাব করার পর পূর্ণ পবিত্রতার জন্য কুলুখের প্রয়োজন হলে দেওয়াল অথবা পর্দার আড়ালে দা'ড়ান উচিৎ। **(তিরমিযী)**

(সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৩১৪ পৃষ্ঠা)

অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্ন ভান্ডার

❖ **কিভাবে ১০ হাজার রাকাত তাহাজ্জুদের সওয়াব হয়?**

উত্তর: কুদৃষ্টি (পরনারী) হইতে ১বার চক্ষুকে ফিরানো/হেফাজত করা ১০ হাজার রাকাত তাহাজ্জুদ নামায পড়া হইতেও উত্তম। (আল্লামা হাকীম আখতার এর বর্ণনায় ১ লক্ষ রাকাতের ছওয়াব)

❖ **কোন আমলে মসজিদে ১০ বছর ই'তেকাফের সওয়াব হয়?**

উত্তর: এক মুসলমান অন্য মুসলমানের উপকারের চেষ্টা করলে, যেমন এক বৃদ্ধ লোকের হাতের লাঠি হাত থেকে পড়ে গেলো অন্য কোনো মুসলমান ভাই সেই বৃদ্ধের লাঠি উঠিয়ে দিতে অগ্রসর হলে চেষ্টার জন্য দেয়ার পূর্বেই বৃদ্ধ তার লাঠি নিজেই উঠিয়ে ফেলল। উপকারের নিয়তে সামান্য চেষ্টার জন্য আল্লাহ পাক তাকে ১০ বছর মসজিদে ই'তেকাফ করার ছওয়াব দান করবেন। (তিরমিযী)

❖ **কিভাবে ২৮০ কোটি সওয়াব লাভ করা যায়?**

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ اِلَهًاوَّاحِدًا اَحَدًا صَمَدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًاوَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدً

উত্তর: যে কালেমা ১০ বার পড়বে আল্লাহ পাক তাকে ৪ কোটি ছওয়াব দিবেন, রমাদ্বনে ৭০ গুণ ৪০,০০,০০০×৭০ = ২৮০ কোটি ছওয়াব।

উচ্চারণ: আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ইলাহাও ওয়াহিদান আহাদান ছমাদান লাম ইয়াত্তাখিজ সহিবাতাও ওয়ালা ওয়ালাদাও ওয়ালাম ইয়া কুল্লাহু কুফুয়ান আহাদ। (তারগীর, তারহীব)

❖ **যে আমলে ৭০ হাজার ফেরেশতা সারা দিন গুনাহ মাফের দু'আ করে?**

উত্তর: হুজুর পাক (ﷺ) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে ৩ বার আউজুবিল্লাহিস্ সামীয়িল আলী মিমীনাশ শাইত্বনির রজীম-বিসমিল্লাহির রহমা-নির রহীম পড়ে সূরা হাশরের শেষ ৩টি আয়াত একবার পাঠ করবে, আল্লাহ পাক তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশ্‌তাকে সারা দিনের জন্য গুনাহ্ মাফের দু'আ করার জন্য নিযুক্ত করে দেন ঐ দিন মৃত্যু হলে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপ সন্ধ্যায় পাঠ করলে সারা রাত্রির জন্য নিযুক্ত করে দেন। মারা গেলে শহীদি মর্যাদা দান করবেন। (তিরমিযী)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ هُوَاللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ . هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ . اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْم .

উচ্চারণ: হুওয়াল্লা হুল্লাজী লা ইলাহা ইল্লাহু, আ'লীমুল গইবী ওয়াশ শাহাদাতী হুওয়ার রহমানুর রহীম। হুয়াল্লা হুল্লাজী লা-ইলাহা ইল্লাহু, আল মালিকুল কুদ্দুসুস সালামুল মু-মিনুল মুহায়মিনুল আ'জীজুল জাব্বারুল মুতাক্বাবির। সুবহানাল্লাহি আম্মা ইয়ুশরিকুন। হুওয়াল্লা হুল খলিকুল বারিয়ুল মুছাওয়িরু লাহুল আসমা উল হুসনা ইউসাব্বিহু লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ্বি ওয়া হুওয়াল আ'যীযুল হাকীম।

(সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার-৪০৪ পৃষ্ঠা)

✪ রত্না ক্লোথ ষ্টোর

এখানে তৈরি পোশাক, শাড়ী, লুঙ্গী সহ যাবতীয় সিট কাপড় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রশিদ

মোবাইল: ০১৭১৪-৬৫৭৫৭৩

ঠিকানা: তালুকদার মার্কেট, কালাই, জয়পুরহাট।

মাসআলা-মাসায়েল
নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় দু'আ সমূহ :

✪ ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা হাসিলের দু'আ

আমার মহান আল্লাহর কাছে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা চেয়ে এ দু'আ খানা পাঠ করতে পারি।

رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ۞

উচ্চারণ : রব্বানা আফরিগ আলাইনা ছবরোও ওয়া তাওয়াফ ফানা মুসলিমীন।

অর্থ : ও আমাদের পালন কর্তা। আমাদের জন্যে ধৈর্যের দ্বার খুলে দিন এবং আমাদেরকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিয়েন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ কোনো খানার উপর সন্দেহ হলে এ দু'আ পড়বে

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহিল্লাযী লা-ইয়া দুররু মায়া'সমিহী শাইউং ফিল আরদ্বি ওয়ালা ফিস সামায়ি।

অর্থ : মহান আল্লাহ পাকের নামে, যে নামের বরকতে কেউ বা কোনো বস্তুই কোন রকম ক্ষয় ক্ষতি করতে পারে না। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ মহান আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হওয়ার দু'আ

আমরা সব সময় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্যে এ দু'আ খানা পাঠ করতে পারি।

اُفَوِّضُ اَمْرِىْ اِلَى اللهِ اِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۞

উচ্চারণ : উফাউয়িদ্বু আমরী ইলাল্ল-হি ইন্নাল্ল-হা বাছীরুম বিল ই'বা-দ।

অর্থ : আমি আমার সব কিছু মহান আল্লাহ পাকের নিকট সমর্পণ করলাম; নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সকল বিষয় প্রত্যক্ষকারী। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

✪ সন্তান লাভের দু'আ

কারো সন্তান না হলে মহান আল্লাহ পাকের কাছে নিম্নের দু'আ পাঠ করে দু'আ করতে হবে:

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الدُّعَآءِ ۞

উচ্চারণ : রব্বি হাবলী মিললা দুংকা যুররি ইয়্যাতাং ত্বইয়্যিবাতান, ইন্নাকা আংতাস সামীউ'দ দু'আ।

অর্থ : ও আমার পরওয়ারদিগার! আপনার পক্ষ থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করুন, অবশ্যই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞

উচ্চারণ : রব্বি হাবলী মিনাছ্ ছ-লিহীন।

অর্থ : ও আল্লাহ্ পাক! আপনি আমাকে নেক সন্তান দান করুন। আপনিই তো সব কিছু দিতে পারেন। (তারগীব, হিসনে হাসীন)

দরূদ শরীফ পর্ব

দরূদে তুনাজ্জিনা-এর ফজিলত

১. কোন ব্যক্তি চাকুরী হারানো বা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলে বা মোকদ্দামায় জয়ী হবার আশা না থাকলে খাছ নিয়তে এক হাজার বার দরূদে তুনাজ্জিনা পাঠ করে দু'আ করলে আল্লাহ তাআ'লা তার দু'আ কবুল করবেন।
২. ফজর ও মাগরিবের নামাযান্তে এই দরূদ নিয়মিত পাঠ করলে সে ব্যক্তি সকল প্রকার বিপদ হতে মুক্ত থাকবে।

দরূদে তুনাজ্জিনা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلٰوةً تُنَجِّيْنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاٰفَاتِ وَتَقْضِىْ لَنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ الْحَاجَاتِ وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيْعِ السَّيِّاٰتِ وَتَرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيْعِ الْخَيْرَاتِ فِى الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٍ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

বাংলা উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ছল্লি আ'লা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ছলাতান্ তুনাজ্জীনা বিহা মিন্ জামীয়িল্ আহ্ওয়ালি ওয়াল্ আফাতি, ওয়া তাক্বদী লানা বিহা জামীয়িল্ হাজাতি, ওয়া তুত্বহ্হিরুনা বিহা মিন্ জামীয়'স্ সাইয়্যিআতি, ওয়া তার্ফাউনা বিহা ই'ংদাকা আ'লাদ্দারোজাতি, ওয়া তুবাল্লিগুনা বিহা আক্ছাল্ গয়াতি মিং জামীয়িল্ খইরোতি ফিল্ হায়াতি ওয়া বা'দাল্ মামাতি। ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শাইয়্যিং ক্বদীর্। বি-রহ্মাতিকা ইয়া আর হামার রহিমীন।

স্বাস্থ্যকথা

তীব্র দাবদাহে সুস্থ থাকতে প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপন :

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অনেকটাই ব্যাহত হয়। অতিরিক্ত গরমে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে, ক্লান্তি, মাথা ঘোরা, অরুচি, এমনকি হিটস্ট্রোকের ঝুঁকিও বেড়ে যায়। এই সময় সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সচেতন জীবনযাপন না করলে ছোট সমস্যা বড় অসুস্থতায় রূপ নিতে পারে। তাই গরমের এই মৌসুমে শরীরকে ভেতর থেকে শীতল রাখা এবং পানির ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

গরমে আমাদের শরীর বেশি ঘাম ঝরায়, যার ফলে শুধু পানি নয়-লবণ ও খনিজ পদার্থও বের হয়ে যায়। এ কারণেই শুধু পানি পান করাই যথেষ্ট নয়; বরং এমন খাবার গ্রহণ করতে হবে, যা শরীরকে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পুষ্টিও জোগায়।

তরমুজ: প্রাকৃতিক পানির উৎস

তরমুজে প্রায় ৯০ শতাংশ পানি থাকে, যা দ্রুত শরীরের পানিশূন্যতা পূরণ করে। এতে থাকা প্রাকৃতিক চিনি ও ভিটামিন শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি দেয়। গরমে বাইরে থেকে এসে তরমুজ খেলে শরীর ঠান্ডা হয় এবং ক্লান্তি দূর হয়।

শসা: সহজপাচ্য ও শীতল

শসা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি সবজি। এটি হজমে সাহায্য করে এবং শরীরের অতিরিক্ত তাপ কমায়। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় শসা রাখলে শরীর সতেজ থাকে এবং ত্বকও ভালো থাকে।

ডাবের পানি: প্রাকৃতিক ইলেক্ট্রোলাইট

গরমে ঘামের সাথে যে লবণ ও খনিজ পদার্থ বের হয়ে যায়, ডাবের পানি তা পূরণ করতে সাহায্য করে। এটি শরীরকে দ্রুত চাঙা করে এবং পানিশূন্যতা দূর করে। বিশেষ করে অতিরিক্ত গরমে এটি একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পানীয়।

মৌরি: হজমে স্বস্তি

গরমে অনেকেরই হজমের সমস্যা দেখা দেয়। মৌরি হজম প্রক্রিয়া সহজ করে এবং পেটের অস্বস্তি কমায়। খাবারের পর অল্প মৌরি খেলে গরমজনিত অস্বস্তি অনেকটাই কমে যায়।

ধনে পাতা: শরীর ঠান্ডা রাখে

ধনে পাতা শুধু স্বাদই বাড়ায় না, বরং শরীরের তাপ কমাতেও সাহায্য করে। এটি শরীরকে হালকা রাখে এবং গরমের কারণে হওয়া অস্বস্তি দূর করে।

পুদিনা: প্রাকৃতিক শীতলতা

পুদিনা শরীর ও মন দুটোই সতেজ করে। পুদিনা দিয়ে তৈরি শরবত বা চাটনি গরমে খুবই উপকারী। এটি হজমে সাহায্য করে এবং শরীরের ভেতরের উত্তাপ কমায়।

গরমে সুস্থ থাকার কিছু বাড়তি পরামর্শ

প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি পান করুন (কমপক্ষে ৮-১০ গ্লাস)।

দুপুরের তীব্র রোদ এড়িয়ে চলুন।

হালকা, ঢিলেঢালা ও সুতির পোশাক পরিধান করুন।

অতিরিক্ত তেল-চর্বিযুক্ত ও ভাজাপোড়া খাবার পরিহার করুন।

কৃত্রিম কোমল পানীয়ের পরিবর্তে প্রাকৃতিক পানীয় গ্রহণ করুন।

ঘরে বা বাইরে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন।

উপসংহার:

দাবদাহের এই সময়ে সুস্থ থাকতে হলে সচেতনতা সবচেয়ে বড় অস্ত্র। প্রাকৃতিক ও সহজপাচ্য খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পানি পান এবং কিছু সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললেই গরমের কষ্ট অনেকটাই কমানো সম্ভব।

তাই আসুন, আমরা সবাই এই গ্রীষ্মে সচেতন হই এবং প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে নিজেদের সুস্থ ও সতেজ রাখি।

কারণ, একটু সচেতনতা পারে বড় অসুস্থতা থেকে আমাদের রক্ষা করতে।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ্।
সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা, আমি সৌদি আরবের রিয়াদ শহর থেকে নিয়মিত লাইভে যুক্ত থাকি। আমাদের জন্য দোয়া করবেন।

মুহাম্মাদ মাহবুব হোসেন শান্ত,
সৌদি প্রবাসী।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার বিশেষ নছীহত মুবারক (২য় পর্ব)
৯ পৃষ্ঠার পর.............
দরবারে যা কিছু ঘটবে সব মুর্শিদের জন্য। মুর্শিদ ক্বিবলার আদেশ মানার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাকে মানতে হবে। এটা কি বুঝা গেছে? মুর্শিদের আদেশের বাইরে কাউকে মানা যাবে না। বা মুর্শিদের জায়গায় কাউকে সেটিং করা যাবে না, এমনকি মুর্শিদের ছেলেও নয়। মুর্শিদের ছেলে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু সম্মানের পাত্র হয়ে থাকবে, মুর্শিদ হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মুর্শিদ ক্বিবলা পৃথিবীতে বেঁচে আছেন। মুর্শিদ যখন ইন্তেকাল করবেন, মুর্শিদ ক্বিবলার ছেলের ওপর তখন দায়িত্ব চলে যাবে। তখন মুর্শিদকে ভালোবাসার জন্য তার সন্তানকে মেনে নেওয়ার দায়িত্ব হবে। যদি সে মুর্শিদি আক্বিদার উপর থাকে। আর মুর্শিদি আক্বিদা থেকে যদি সরে যায়, তাহলে তাকে বাদ দিয়ে মুর্শিদি আক্বিদায় কে আছে- তাকে আপনাদের বাছাই করতে হবে। এটা হলো ইসলাম। এটা কোনো সন্তানীতি নয় বা ব্যক্তি নীতি নয়। এজন্য সবাইকে বলতেছি সবাই সবার হয়ে কাজ করেন, কারো সাথে যেন দুর্ব্যবহার না হয়।" আমি আবারো বলছি, কারো সাথে কখনো কোনো অন্যায় বা জুলুম করবেন না। কারণ যারা জুলুম করে তারা হয় জালেম। আর আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

অর্থ: আল্লাহ্ পাক জালেমকে হেদায়েত দান করেন না। (সূরা মায়েদা-৫১ নং আয়াত শরীফ) নবীর সন্তানও অন্যায় পথে গিয়ে হেদায়েত পায়নি। হযরত নূহ عليه السلام- উনার ছেলে কেনান শুধুমাত্র বাপের পথ বাদ দিয়ে কাফেরদের পথ নিয়েছে- অন্যায়। এজন্য সে জালেম হয়ে গেল। তার কপালে হেদায়েত জুটলো না।

এরপর সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা বললেন, আমার খাদেম-খুদামা, আমার হাফেজে কুরআন, আমার ত্বুলাবায়ে ইলেম, আপনারা আমার আদর্শ মেনে যদি চলতে পারেন তাহলে আমার সাথে থাকবেন, আর যদি আদর্শ না মানতে পারেন তাহলে এখনি বাড়িতে চলে যান। বাসায় গিয়ে মা-বাবার খিদমত করেন।

যে গোলামকে মালিক যত বেশি পছন্দ করেন সেই গোলামকে মালিক তত বেশি নিকটে রাখেন। মা-বাবার অনেকগুলো সন্তান থাকলেও সব সন্তানের যেমন মা-বাবার খিদমত করার মত সৌভাগ্য নছীব হয়না। তেমনি হক্কানী অলীর লক্ষ লক্ষ মুরীদ থাকতে পারে। কিন্তু সব মুরীদ তার মুর্শিদ ক্বিবলার খিদমত করার মত সৌভাগ্য পায়না। খিদমত বিভিন্নভাবে করা যায়। যেমন: সময় দিয়ে, অর্থ দিয়ে, শ্রম দিয়ে। যারা যেভাবে পারেন খিদমত করার চেষ্টা করবেন। সবসময় একটি কথা মনে রাখবেন, যে গোলাম যত বেশি নিজেকে গোলামীর পরিচয় দিবে এবং নিজেকে সবসময় সকলের চেয়ে ছোট মনে করবে, সে গোলাম মালিকের তত বেশি নিকটতম হবে। আর যে গোলাম নিজেকে যত বেশি বড় মনে করবে, নিজের আমিত্বকে প্রকাশ করবে, সেই গোলাম মালিকের থেকে তত বেশি দূরে চলে যাবে।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা উনার গুরুত্বপূর্ণ নছীহত মুবারক শেষ করে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হলেন।

(২য় পর্ব সমাপ্ত)

৩য় পর্ব ৫ম সংখ্যায় আসবে ইনশা-আল্লাহ্।

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার অমীয় বাণী

"হিংসা, অহংকার, লোভ, মিথ্যাচার, বেআদবী ও জুলুম শয়তানের বদগুণ। খালিছ তওবা না করলে আল্লাহ্ পাক শয়তানের সাথে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (পবিত্র সূরা আরাফ **১৮** ও অসংখ্য সহীহ্ হাদীস শরীফ)

"সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে, প্রাণীর ছবি, মূর্তি, ভিডিও, গান-বাজনা এবং প্রজেক্টর সম্পূর্ণরূপে হারাম তথা জাহান্নামী হওয়ার আমল"

(সহীহ্ বুখারী-২২২৫ নং হাদীস, সহীহ্ মুসলিম-২১১০ নং হাদীস সহ প্রায় ৩০৫৫টি সহীহ্ হাদীস শরীফ)

"সত্য বলা উত্তম জিহাদ, সত্য গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)*

"হক্বানী অলীদের দুশমনি করলে মহান আল্লাহ্ পাক তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন" *(বুখারী-৬৫০২ নং হাদীস শরীফ)*

"আদবে আওলিয়া, বেআদবে শয়তান"

সম্পাদকীয়

জ্বালানি সংকট ও লোডশেডিং: জোড়াতালির অবসান চাই

দেশের জ্বালানি খাতের আকাশে সংকটের যে কালো মেঘ জমেছে, তা কেবল প্রকৃতিদত্ত দুর্যোগ নয়; বরং দীর্ঘদিনের কাঠামোগত দুর্বলতা এবং আমদানিনির্ভর নীতির এক অনিবার্য পরিণতি। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে যখন জনজীবন ওষ্ঠাগত, তখন শহর থেকে গ্রাম-সর্বত্র লোডশেডিংয়ের দুঃসহ যন্ত্রণা সাধারণ মানুষের ধৈর্য চ্যুতি ঘটাচ্ছে। বিশেষ করে মফস্বল এলাকায় বিদ্যুতের যে ভয়াবহ হাহাকার, তা বর্তমান উন্নয়ন অগ্রযাত্রার সঙ্গে চরম বৈপরীত্য তৈরি করেছে।

আমাদের জ্বালানি সংকটের মূলে রয়েছে অতিমাত্রায় আমদানিনির্ভরতা। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি কিংবা ডলার সংকটের দোহাই দিয়ে দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। কারণ, গত এক দশকে নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে যে স্থবিরতা দেখা গেছে, তা আজ আমাদের এই সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে। যখন ভূ-গর্ভস্থ নিজস্ব খনিজ সম্পদ উত্তোলনে বিনিয়োগ করার প্রয়োজন ছিল, তখন আমরা ঝুঁকেছি ব্যয়বহুল আমদানিকৃত এলএনজি ও কয়লার দিকে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারের সামান্য ওঠানামাতেই আমাদের জাতীয় গ্রিড থমকে যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা কাগজে-কলমে হাজার হাজার মেগাওয়াট হলেও, জ্বালানির অভাবে সেই সক্ষমতা আজ অলস পড়ে আছে। অথচ কেন্দ্রগুলো বসে থাকলেও আমাদের গুনতে হচ্ছে বিশাল অংকের 'ক্যাপাসিটি চার্জ'। একদিকে বিদ্যুৎ নেই, অন্যদিকে ভর্তুকির চাপ সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে- এই দ্বিচারিতা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এছাড়া সিস্টেম লস এবং অবৈধ সংযোগের নামে যে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ অপচয় হচ্ছে, তার দায়ভার শেষ পর্যন্ত সাধারণ গ্রাহককেই বইতে হচ্ছে।

বর্তমান এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ কোনো 'সাময়িক লোডশেডিং রুটিন' বা 'জোড়াতালির সিদ্ধান্তে' সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। বরং দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

সরকারকে অবিলম্বে নিজস্ব গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে এবং আমদানিনির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দিকে নজর দিতে হবে। সেই সাথে জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরা এখন সময়ের দাবি।

আমরা বিশ্বাস করি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কেবল পণ্য নয়, এটি দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কৃষি, শিল্প এবং সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে সচল রাখতে হলে জ্বালানি খাতের অব্যবস্থাপনা দূর করার কোনো বিকল্প নেই।

নীতিনির্ধারকদের মনে রাখতে হবে, কেবল স্থাপনা বাড়িয়ে উন্নয়ন সম্ভব নয় যদি না সেই স্থাপনা সচল রাখার মতো নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়।

দৈনন্দিন জীবনে সুন্নতী আমলের পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন!

আপনার ২৪ ঘণ্টার প্রতিটি কাজকে ইবাদতে পরিণত করতে চান? আলহামদুলিল্লাহ, প্রকাশিত হয়েছে "সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ ১২ চাঁদের ২৪ ঘণ্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভাণ্ডার।"

এই বইটিতে পাচ্ছেন:

☞ সনদ সহ হাজার হাজার নির্ভরযোগ্য দলীল।

☞ ১২ মাসের অর্থাৎ মুহররম মাস থেকে যিলহজ্ব মাস পর্যন্ত প্রতিটি মাসের, প্রতিটি দিনের ও রাতের গুরুত্বপূর্ণ আমল ও তার ফজিলত

☞ ২৪ ঘণ্টার প্রয়োজনীয় সকল দোয়া ও আমল।

☞ অল্প সময়ে কোটি কোটি ছওয়াবের রত্নভান্ডার

☞ ৬৯টি সুন্নতী খুৎবা (অর্থসহ)।

বইটি সংকলন করেছেন: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাসসির মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী।

হাদিয়া: ৮০০/- টাকা মাত্র।

✪ BOGRA SATATA METALLIC

Specialist in Making Metal, Crest, Tropy, Medal, Coat Pin, Key Ring, Gold Coatet Dish, Poly Sign, Wooden & SS Febrication. ETC

Proprietor SMA BASHAR

VOICE: 01730-988224, 01738-059727

OFFICE: KANASHGARI, SHERPUR ROAD, BOGRA.

মুর্শিদ ক্বিবলা উনার পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার:

পবিত্র কুরআন শরীফ বোঝার এক নতুন দিগন্ত!

আলহামদুলিল্লাহ! দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফ থেকে প্রকাশিত হয়েছে এক অনন্য কিতাব: "পবিত্র কুরআন শরীফের বাংলা ও ইংরেজিতে উচ্চারণ ও অর্থসহ প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের সহীহ্ অনুবাদ" ৩০ খন্ডের (১ম খন্ড) এবং (২য় ও ৩য় খন্ড)।

যারা আরবি ব্যাকরণ না জেনেও পবিত্র কুরআন শরীফের প্রতিটি শব্দের অর্থ সরাসরি বুঝতে চান, তাদের জন্য এটি একটি অমূল্য সম্পদ।

এই কিতাবটির অনন্য বৈশিষ্ট্যসমূহ:

☑ শব্দে শব্দে অর্থ: প্রতিটি আরবি শব্দের নিচে আলাদাভাবে বাংলা উচ্চারণ ও শাব্দিক অর্থ দেওয়া হয়েছে।

☑ দ্বি-ভাষিক সুবিধা: একই সাথে বাংলা ও ইংরেজি উচ্চারণ এবং প্রাঞ্জল অনুবাদ।

☑ ৩০ খণ্ডে বিভক্ত: পড়ার ও বহনের সুবিধার্থে সম্পূর্ণ কুরআনকে ৩০টি সুন্দর খণ্ডে সাজানো হয়েছে।

☑ সবার জন্য উপযোগী: সাধারণ পাঠক, শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, গৃহিণী এবং আলেম-ওলামাদের জন্য এটি একটি সেরা রেফারেন্স গাইড।

"এটি কেবল একটি কিতাব নয়, বরং প্রতিটি মুসলিম পরিবারের জন্য একটি অমূল্য সম্পদ।"

আপনার ঘরে আল্লাহ্ পাক উনার কালামের আলো পৌঁছে দিতে এবং প্রতিটি আয়াতের মর্মার্থ বুঝতে সংগ্রহ করুন এই অনন্য সংকলনটি।

ঘরে বসেই সংগ্রহ করুন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের সকল কিতাব ও মাসিক পত্রিকা!

আপনারা এখন থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে মুর্শিদ ক্বিবলা উনার লিখিত সকল কিতাব এবং "মাসিক হক্বের দা'ওয়াত" পত্রিকা পেয়ে যাবেন ইনশা-আল্লাহ্।

অর্ডার করার নিয়মাবলী:

আপনি যদি কিতাব বা পত্রিকাগুলো সংগ্রহ করতে চান, তবে সরাসরি যোগাযোগ করুন অথবা মেসেজ দিন:

সরাসরি কল করুন: ০১৭৭৮-০৮০৯৪৫, ০১৩২৮-৩১০৩০০ (WhatsApp)

"হক্ব তালাশীদের জন্য বিশেষ বার্তা"

প্রতিটি মানুষ জন্ম নেয় মুসলমান হয়ে। এ প্রসঙ্গে সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে,

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ

হযরত আবূ হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবীজি পাক ﷺ ইরশাদ মুবারক করেন- প্রত্যেক নবজাতক ফিতরাতের উপর অর্থাৎ মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে। (সহীহ্ বুখারী-১৩৮৫ নং হাদীস শরীফ) এরপর জন্মের পর যখন তার বোঝার মত বয়স হয় তখন তার মা-বাবা যে ধর্মে থাকে সে ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য ১০ বছরের নিচে কোনো সন্তান মারা গেলে সে জান্নাতে যাবে। কিন্তু ১০ বছরের পর যখন সে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে ধরবেন। কেন সে সত্য সঠিক ধর্ম ইসলামকে মেনে নিলোনা। এখন ইসলাম ধর্মের মধ্যেও নানারকম দল-মত, ফিতনা-ফাসাদ। তিরমিযী শরীফের ২৬৪১ নং হাদীসের ভিত্তিতে ধর্মের নামে ৭৩টি দল হবে। এখন এই ৭৩টি দলের মধ্যে কোনটি হক্ব? ৭৩টি দলের মধ্যে সবাইতো নিজেকে হক্ব বলে দাবী করছে। ইসলামের নামে যতগুলো দল রয়েছে কোনো দলই ১৫০-২০০ বছর অতিক্রম করেনি। শুধুমাত্র পীর-মুরিদীর ইসলাম সিলসিলা বাই সিলসিলা নবীজি পাক ﷺ থেকে চলে আসতেছে। আল্লাহর অলীরাই হিন্দুদেরকে কলেমা পড়িয়ে পড়িয়ে মুসলমান বানিয়েছেন। আর সেই মুসলমানের নাতি-পুতিরা মসজিদ, মাদ্রাসা বানিয়েছে। আর সেই মসজিদ-মাদ্রাসায় চাকুরী করে বলে পীর-মুরিদী মানেই ভন্ডামি। নাউযুবিল্লাহ্। এটাতো যার পাতে খাওয়া তার পাতেই পায়খানা করা হলো।

আজকে সাধারণ মানুষেরা সঠিক ইসলাম মানতে চায় কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা যে, সঠিক ইসলাম কোনটা?

মহান আল্লাহ্ পাক ইরশাদ মুবারক করেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

অর্থ: যারা আমাকে পাওয়ার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে, তাদের জন্য হিদায়াতের সকল রাস্তা খুলে দিয়ে থাকি। (সূরা আনকাবুত-৬৯ নং আয়াত শরীফ) কিন্তু আজকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা তো দূরেই থাক কারো সামান্যতম চেষ্টাটুকুও নেই। তাহলে হক্ব পথ পাবে কিভাবে? আজকে আমরা বাজারে যখন কোনো জিনিস কিনতে যাই যেমন, কোনো কাপড় কিনতে গেলে সেটা কত যাচাই-বাছাই করে করি, কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তারপর দরদাম করে সেটা কিনি। অথচ অনাদি-অনন্তকাল ধরে আমরা প্রত্যেকেই জান্নাতে থাকার বাসনা করি। কিন্তু বাত্বিল পথে নিজের জীবন অর্থ, সময়, শ্রম ব্যয় করলে কখনো জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয়। জান্নাতে যেতে হলে হক্ব পথে থাকতে হবে।

সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী বলেন, যারা হক্ব পথে চলতে চান কিন্তু হক্ব খুঁজে পাচ্ছেন না বা কোনটা হক্ব কোনটা বাতিল সেটা বুঝতে পারছেন না, তারা তাহাজ্জুদ নামাজের সময়ে উঠে মন খুলে আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাদুন আর এভাবে দোয়া করুন, আয় আল্লাহপাক! আপনার এবং আপনার হাবীব ﷺ উনার সন্তুষ্টির পথে চলতে চাই। দয়া করে এই গুনাহগার বান্দাকে আপনার সরল, সঠিক হক্ব পথ দেখান, হক্বের পথে কবুল করুন। এভাবে প্রতিদিন দোয়া করতে থাকুন। বিশ্বাস করুন, আল্লাহপাক আপনাকে মাহরূম করবেন না। আল্লাহপাক অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে উনার সন্তুষ্টির পথ দেখাবেন। শুধুমাত্র নিয়ত, চেষ্টা এবং দোয়া এই তিনটি জিনিস থাকলে সে হক্ব পথ পাবেই ইনশা-আল্লাহ্।

"হক্বের দা'ওয়াত"

বর্তমান যামানায় বাইয়াত, দা'ওয়াত ও হাক্বিকতে জিহাদ ভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর জেনুইন ইসলাম যিনি নিজে মানছেন এবং সাধারণ মানুষদেরকে মানানোর চেষ্টা করছেন। তিনি হচ্ছেন হক্বের দা'ওয়াত সিদ্দীক্বিয়া দরবার শরীফের **সম্মানিত মুর্শিদ ক্বিবলা মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী**। তিনি মাথার তালু থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীজি পাক ﷺ উনার সুন্নতকে অনুসরণ-অনুকরণ করেন। ৫ বছরের উর্ধ্বে কোনো মহিলার সাথে তিনি কখনো দেখা করেন না। (পাতিলের ভাত হয়েছে কিনা এজন্য পুরো পাতিলের ভাত টিপে টিপে দেখতে হয়না তার জন্য উপর থেকে একটি ভাত টিপলেই পুরো পাতিলের খবর পাওয়া যায়। সহীহ্ হাদীস শরীফে এসেছে, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ পাকের কথা স্মরণ হয় তারাই হলেন আল্লাহর অলী। জীবনে একবার হলেও উনার সোহবতে আসুন। উনার সোহবতে আসা যদি সম্ভব নাও হয় তাহলে ইন্টারনেট থেকে ছবি-ভিডিও মুক্তভাবে উনার একটি ওয়াজ হলেও শুনুন। উনার লিখিত কিতাবগুলো পড়ুন। তাহলে সঠিক ইসলাম জানতে ও বুঝতে পারবেন ইনশা-আল্লাহ্।

(এই পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ফটোকপি করে লিফলেট আকারে প্রচার করার জন্য)

"আখেরী নবীজি ﷺ ও হক্বানী অলীদের দুশমনদের বিরুদ্ধে শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ"

মহান আল্লাহ্ পাক বলেন, "ইসলামের ভিতরে কোনো বাড়াবাড়ি নেই" (সূরা বাকারা- ২৫৬) "সত্যের ওপরে এক হয়ে যাও, পৃথক হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান- ১০৩) "ফিৎনা সৃষ্টি করা হত্যাকান্ডের চেয়েও জঘণ্য অপরাধ" (সূরা বাকারা- ১৯১ এবং ২১৭)। আল্লাহপাকের এমন হুঁশিয়ারির পরেও সমস্ত নবী রসূল عليهم السلام গণ ও আওলাদে রসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম رضي الله عنهم গণ ও হক্কানী অলী আওলিয়াদের আমল আক্বিদার প্রতি বিশোদগার করে ছলচাতুরিতে ভরা হিংসাত্মক ও ধর্ম ব্যবসায়ীক হীন স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে মিথ্যা বক্তব্য ও মিথ্যা লিফলেট ও বই প্রতি দোকানে-দোকানে, জনে জনে প্রচার করে শান্ত মুসলিম সমাজে অশান্তি, ভাগাভাগি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যা বই, লিফলেট ও ভুয়া লোক দেখানো মিছিল মিটিং ও কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টায় মিথ্যা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়ার অধিকারে প্রথমে তাদের দ্বারা সম্পাদিত-

অমুসলিমদের তৈরী করা যাবতীয়, হারাম ও কুফরী আমল-আক্বিদা যেমন :

ইসলামের দোহাই দিয়ে খেলাফত ভুলে গিয়ে রাজনীতি তথা "জনগনই সকল ক্ষমতার উৎস" গণতন্ত্র করা, তাদেরকে ভোট দিলে নবী ভোট পাবে বলা, ভাস্কর্য হারাম আর ছবি-ভিডিওকে হালাল বলা, পবিত্র কুরআন হাতে হরতাল করে হরতাল ও লংমার্চ কে ঈমানী দায়িত্ব বলে কুফুরী করা ও জালাও-পোড়াও কে হেফাজতে ইসলাম নামে প্রচার করা এবং জুতা ফেলে পালিয়ে আসা, অসংখ্য কুরআন পুঁড়িয়ে ফেলা, কুশপুত্তলিকা তৈরী ও দাহ করা, অহরহ হারাম ছবি তোলা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কওমি মৌলভীদের টিভিতে হারাম ছবি-ভিডিও ও খেলা দেখা, ইন্টারনেটে কওমী টিভি চালু করা, জামিল মাদ্রাসা হতে টিভিতে প্রোগ্রামের ভিডিও পাঠানো, পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে পুলিশকে লাথি মারা, ঘেরাও, ভাংচুর, জনসাধারণের ইজ্জত নষ্ট করা, সারা দেশ অচল করে দেবো বলে কুফরী করা, নারী নেতৃত্ব ও মহিলা জামাত করা, বেপর্দা মেয়েদের সাথে প্রোগ্রাম করা, ফকির-মিছকিন, এতিম-অনাথের হক নষ্ট করে ছদকা, যাকাত, চামড়ার পয়সা আদায় করে তা দিয়ে বিল্ডিং, বাড়ি-গাড়ি তৈরী করে বিলাসিতার জীবন যাপন করা, নবীগণ ভুল করেছেন বলা, সাহাবীগণ মূর্খ ছিলেন বলা, ১৯৪০ সালে কওমি-ওহাবী মৌ-লোভী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছয় উছুলি ইলিয়াসী তাবলিগ তথা তিন চিল্লা না দিলে ঈমান পাকা হবেনা বলা, তা ফরজ বলা এবং তাকে "নবীয়ানা কাম" বলে নবীজি পাক ﷺ উনার ওপরে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে নিজেদের এবং সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করা, মিলাদ-ক্বিয়ামকে শিরক্-কুফরী বলা, নবীজিকে মাটির মানুষ বলা, পাঁচ তালি চোক্কা বেদয়াতি টুপি, লাল রুমাল ও কোনা ফাঁড়া পাঞ্জাবীকে সুন্নাত নামে চালিয়ে দিয়ে সুন্নাতের সাথে তামাশা করা, কুরআনের মাহফিলে বাঁধা দিয়ে কুফরী করা, মসজিদে একাধারে চার মাস ঘুমিয়ে রাত্রি যাপন করাসহ হুজুরপাক ﷺ ও হক্বানী অলীদের প্রতি দুশমনি আক্বিদাগুলো ও তাদের প্রচারিত মিথ্যা লিফলেটের কথাগুলো তারা কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণ করা এবং মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার কোনো আমল আক্বিদাকে শরীয়ত বিরোধী প্রমাণ করার হিম্মত ও বুকের সাহস যদি তাদের থাকে তাহলে মিথ্যা ছলচাতুরিতে ভরা লিফলেট ও বই প্রচার না করে তারা যেন প্রকাশ্য ময়দানে বাহাসে বসে।

তাদের প্রতি, দুই মাসব্যাপী দৈনিক পত্রিকা ও মাইকিং এর মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার প্রসার করে মুহাম্মাদ আলহাজ্ব **MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী** উনার পক্ষ থেকে "শর্ত সাপেক্ষে প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ" ঘোষণা করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উনার লিখিত সনদসহ হাজার হাজার দলীল সমৃদ্ধ **১২** চাঁদের ২৪ ঘন্টার সুন্নতী আমল ও দোয়ার ভান্ডার, ফতওয়ায়ে আশরাফ সিদ্দীকী সহ উনার দলীলভিত্তিক লিখিত অসংখ্য কিতাব গুলো এবং অত্র লিফলেটটি নিজে পাঠ করুন অন্য দশজনকে পড়তে সাহায্য করুন। কমের পক্ষে অত্র লিফলেটটি ফটোকপি করে হাজার হাজার লিফলেট আকারে হক্বের দাওয়াত প্রচার করুন।"
"হক্ব কথা প্রচার করা উত্তম জিহাদ (গীবতও না অহংকারও নয়)"- "হক্বকে গোপনকারী বোবা শয়তান" *(সহীহ্ হাদীস শরীফ)* ।

বাহাসের প্রাথমিক শর্তসমূহ :

১। বাহাসের শুরুতেই উভয় পক্ষ নিজেদের আক্বীদা ও আমলগুলোর দলীল দিয়ে নিজেদেরকে মুসলিম প্রমাণ করতে হবে। কারণ মুসলিম হওয়া ব্যতীত বাহাস করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে না ।

২। বাহাসের বিষয় ও শর্তগুলো আইনগত মূল্যমানের সরকারি স্ট্যাম্পের ওপরে লিখিত হবে এবং উভয় পক্ষের আলেমগণ তাদের পেশার নাম ও দলের নাম ঠিকানাসহ নিজ হাতে স্বাক্ষর করবে। বাহাসের প্রচার প্রসার ও কিতাব পত্র বহনের জন্য উভয় পক্ষ বাহাসের পনেরো দিন পূর্বে আয়োজনকারী প্রশাসনের নিকট রিসিভ কপিভিত্তিক দুই লক্ষ টাকা করে জমা দিতে বাধ্য থাকবে। বিজয়ী পক্ষের খরচগুলো বহনের জন্য পরাজিত পক্ষের সকল টাকা বিজয়ী পক্ষ প্রাপ্ত হবে।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহণকারী ২য় পক্ষকে জেলা প্রশাসকের ও পুলিশ সুপারের অনুমতিনামার কপি আমাদের নিকটে অবশ্যই পেশ করতে হবে। কারণ দুর্বল দল তাদের নিকটে গিয়ে মিথ্যা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ভীতি দেখিয়ে ১৪৪ ধারা জারী করে যেন বাহাস বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা প্রচারের সুযোগ না পায়, তবেই সমাজের সন্দেহ নিরসন হয়ে মুসলিম সমাজ ফিৎনা মুক্ত হবে। একমাত্র প্রশাসনের মাধ্যম ছাড়া আমাদেরকে কেউ অযথা বিরক্ত বা হয়রানির চেষ্টা করলে তারা সন্ত্রাসী-জঙ্গী হিসেবে প্রমাণিত হবে এবং তৎক্ষনাৎ তাদেরকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে সোর্পদ করা হবে।

৪। ঢাকা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অথবা প্রতি জেলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে, বগুড়াতে হলে আলতাফুন্নেছা মাঠে ২ মাসব্যাপী প্রচার প্রসারের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে বাহাস হতে হবে। গ্রামে গ্রামে হবে না। (কেননা সম্মানিত জেলা প্রশাসক সাহেবের রুমে, এসপি সাহেবের রুমে, ইউএনও-ওসির রুমে অথবা অন্য কোনো সংকুচিত পরিসরে বাহাসে বসলে পরাজিত হওয়ার পরেও বেহায়াপনা করে তারা বিজয়ী হয়েছে বলে হাজার হাজার মুখে মিথ্যা প্রচারনা চালাতে অভ্যস্থ। ইতিপূর্বে আমাদের নিকটে তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে)

৫। পরাজিত দল অবশ্যই নিজের দল ত্যাগ করে তওবা করে বিজয়ীদের কাছে মুরিদ হয়ে, সারাজীবন তাদের সত্য মত-পথ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। আমাদের সাথে বসলে প্রকাশ্য ময়দানেই বসতে হবে কোনো বদ্ধ পরিসরে আমরা বাহাস করিনা।

৬। বাহাস কেবল মাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও জনসাধারনের উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ময়দানে অনুষ্ঠিত হতে হবে। ডিসি, এসপি বা থানা রুমের বদ্ধ জায়গায় হবে না। বাহাসের প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ ব্যতীত কোনো তৃতীয় পক্ষ বিচারক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারবেনা। কারণ উক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে কেউই নিরপেক্ষ নয়। কাজেই কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে সঠিক বলে যেই পক্ষ অধিক দলীলের ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিষয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিদের নিকটে প্রমাণিত হবে সেই পক্ষই বিজয়ী দল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। বাহাস অডিও হবে ও ইন্টারনেটে সারা পৃথিবীময় রেডিওতে লাইভ হবে। ছবি-ভিডিও করা যাবে না। কারণ শরীয়তে এটি হারাম। *(বুখারী শরীফ ২২২৫ ও মুসলিম শরীফ-২১১০ নং হাদীস শরীফ)*

৭। এতদিন পর্যন্ত হুজুর পাক ﷺ উনার সম্পর্কে মিথ্যা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত ও কুফরীতে নিমজ্জিত করার অপরাধে পরাজিত দলের সকল সদস্য জুতার মালা পরে গোটা শহর ঘুরতে বাধ্য থাকবে। বাহাসের পরবর্তী শর্তগুলো বাহাসের দিনের ২ মাস পূর্বে ডিড সম্পাদনের সময় জানানো হবে। ডিড হওয়ার পরে যে দল বাহাসে আসবে না বা কোনো ছল চাতুরী করে পালিয়ে যাবে বা হট্টগোল তথা সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা করলে তারা আইনে সন্ত্রাস-জঙ্গীপনা এবং পরাজিত দল হিসেবে প্রমাণিত হবে।

৮। বিরোধী পক্ষের আমল আক্বিদাগুলোরও দলীল পেশ করতে হবে। দলীল হিসাবে আমাদের পক্ষ থেকে পেশ করা পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস শরীফ গুলো খন্ডন করার জন্য নাছেখ আয়াত ও হাদীস শরীফ দিয়েই খন্ডন করতে হবে। যুক্তি দেওয়া যাবে না।

চ্যালেঞ্জ দেওয়ার কারণ : চ্যালেঞ্জ এর কিতাব পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২, ২৩ ও ১১১নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফিরদের সন্দেহ নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। কাজেই তাদের মত ধর্ম ব্যবসায়ীদের মিথ্যা বই, বক্তব্য ও লিফলেটের মাধ্যমে সৃষ্ট সন্দেহ এবং কুরআনের মাহফিল বন্ধের অপচেষ্টা ও ফিৎনা নিরসনের জন্য চ্যালেঞ্জ দেওয়া কুরআন ও সুন্নাহ্ শরীফেরই হুকুম। আমরা নিশ্চিত যে, একমাত্র আল্লাহ্ পাক উনার কুদরত ব্যতীত হাতের তালুর ওপরে পশম গজানো যেমন অসম্ভব- তার চাইতেও বেশি অসম্ভব ব্যাপার তাদের উপরোক্ত আমল-আক্বিদাগুলো কুরআন-সুন্নাহ্ সম্মত প্রমাণ করা। কারণ তাদেরই লিখিত অসংখ্য কিতাবে ঐগুলোকে কুফরী এবং ফাসেকী আমল-আক্বিদা বলে অভিহিত করা হয়েছে যা আমাদের নিকটে মওজুদ আছে।

আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের অথবা মতের নই। আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্টির জন্য কুরআন-সুন্নাহর সত্য কথাগুলো মানুষকে সঠিক আল্লাহ্ ওয়ালা তৈরীর লক্ষ্যে নির্ভিক চিত্তে প্রকাশ করে থাকি। যাকে আল্লাহপাক কবুল করবেন সেই বুঝতে পারবে। আল্লাহ্ পাক বলেন "সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রন ঘটাইওনা, সত্যকে জানার পরেও গোপন করোনা" *(সূরা বাক্বারা : ৪২ নং আয়াত শরীফ)* "আজ হতে তোমাদের জন্য দ্বীন পূর্ন করে দিলাম" *(সূরা মায়িদা : ৩ নং আয়াত শরীফ)* "অমুসলিমের নিয়মনীতি অনুসরণ করলে তা কবুল হবে না । তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে" *(সূরা আলে ইমরান: ৮৫ নং আয়াত শরীফ)* "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত হবে" *(আবু দাউদ, মিশকাত ইত্যাদি সহ অসংখ্য কিতাব)* "মুমিনগণ জানমালের বিনিময়ে নেক কাজ করলে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহপাক গোটা দুনিয়ার খিলাফত দান করবেন" *(সূরা নূর : ৫৫ নং আয়াত শরীফ)* অতএব খিলাফত কায়েমের জন্য কোনো অমুসলিমের নিয়মনীতি ও তন্ত্রমন্ত্র মুসলিমের জন্য গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই জায়েয নেই।

"ইসলামী শরীয়তের কোনো হালালকে হারাম অথবা হারামকে হালাল বললে সঙ্গে সঙ্গে তার ঈমান নষ্ট হয়ে সে মুরতাদ তথা কাফির হয়ে যায়"। (সূরা আহযাব-৩৬, সূরা নিসা-৬৫ সহ আকাইদে নছফী, আকাইদে দেওবন্দ, ও আকাইদে আকবরসহ অসংখ্য কিতাব) আসুন- সত্যের ওপরে এক হয়ে সকলে মিলে হক্কানী অলী-আওলিয়াদের নেক সোহবতে এসে সারা জগতে সহীহ্ ভাবে হাক্বিকতে বাইয়াত, দা'ওয়াত ও জিহাদভিত্তিক কুরআন-সুন্নাহর খিলাফত কায়েমের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করি। আল্লাহ পাক হক্বের ওপর সবাইকে কবুল করুন- আমিন।

(আলহামদু লিল্লাহ্-আমাদের মুফতী বোর্ড সুন্নতী গবেষণা কেন্দ্রে সকল বিষয়ে অকাট্য দলীল দেওয়ার জন্য প্রায় বিশ কোটি টাকার কিতাব মওজুদ রয়েছে।)

পরিশেষে আর একটি কথা না বললেই নয়, তা হলো- তাবৎ বাতিলপন্থী তথা, ওহাবী-খারেজী, বিশর বাহিনী ও এজিদ বাহিনী উলামায়ে সূ ধর্ম ব্যবসায়ী মৌ-লোভীদের আমাদের তরফ থেকে বহুবার ওয়াজ মাহফিল, **দৈনিক হক্বের ডাক, মাসিক হক্বের দা'ওয়াত** সহ অসখ্য পত্র-পত্রিকা ও লিফলেট-হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে 'প্রকাশ্য বাহাসের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা হয়েছে যে-

"তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, বুকে যদি সাহস থাকে, ইলমের যদি জোর থাকে, তাহলে প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে দলীল-আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করে **মুহাম্মাদ আলহাজ্ব MMD. ইমাম আশরাফ আলীমুল্লহ্ সিদ্দীকী উনার** কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ? যদি শরীয়তের খিলাফ প্রমাণ করতে পারো, তবে আমরা সবাই জনগণের সামনে প্রকাশ্যেই তওবা করে তোমাদের দলীল মেনে নিবো। আর যদি তোমাদের কোনো আক্বীদা ও আমল শরীয়তের খিলাফ বলে প্রমাণিত হয়, তবে তোমাদেরকেও প্রকাশ্য ময়দানে জনগণের সামনে এসে তওবা করে আমাদের দলীল মেনে নিয়ে আমাদের মুরিদ হতে হবে।"

কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা আমাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেয়ার সাহস দেখাতে পারেনি। অথচ তারা আমাদের নামে মিথ্যা প্রপাগান্ডা ছড়ায় যে, 'আমরা নাকি তাদের ডাকে বাহাছের সাড়া দেইনা।' নাউযুবিল্লাহ! তাই এ রিসালার মাধ্যমে তাদেরকে আবারও প্রকাশ্যে বাহাছের চ্যালেঞ্জ জানানো হলো।

{বিশেষ দ্রষ্টব্য : লিফলেটটি ফটোকপি করে বেশি বেশি প্রচার করুন। উলামায়ে 'সূ' তথা ধর্ম ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী/জঙ্গীদের হাত থেকে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান-আমল হিফাজতে সহায়তা করুন। যা সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে।}

হযরত আবু হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, "হুজুর পাক ﷺ বলেন, শেষ যামানায় এক শ্রেণীর দাজ্জাল নামে মিথ্যাবাদী (আলেম নামধারী) কাযযাব বের হবে যারা (স্বীয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থে) হাদীসের নামে বানিয়ে বানিয়ে এমন সব মিথ্যা কথা বলবে, যা তোমরা কোনোদিন শোনো নাই, তোমাদের বাপ-দাদা পূর্বপুরুষ কোনোদিন শোনে নাই, এমন ব্যক্তি অথবা দলের নিকটে তোমরা যাবে না, তাদেরকে তোমাদের নিকটে আসতে দিবে না। তবেই তারা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলতে পারবে না এবং পথভ্রষ্ট (জাহান্নামী) করতে পারবে না"। *(মুসলিম শরীফ-৭ নং হাদীস, তিরমিযি, মিশকাত, মিরকাতসহ প্রায় ৩০টি হাদীস শরীফের কিতাব।)*